কালো গোলাপ সাদা গোলাপ

রমানাথ ভট্টাচার্য

পারিজাত ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

KALO GOLAP SADA GOLAP
A collection of poems by RAMANATH BHATTACHARYA
Published by Arijit Kumar
Papyrus 2 Ganendra Mitra Lane, Kolkata 700 004

Rs. 250.00

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৮

স্বত্ব : শ্যামাশিস ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ : কুমারজিৎ

দুইশত পঞ্চাশ টাকা

প্যাপিরাস -পক্ষে অরিজিৎ কুমার, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৪ কর্তৃক প্রকাশিত ও টেক্নোপ্রিন্ট,
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

প্রাক্-কথন

'কালো গোলাপ সাদা গোলাপ' আমার দশম কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থটি একটি প্রেমকাব্য।

যুগে-যুগে অধিকাংশ কবি লিখে গেছেন প্রেমকাব্য। স্বদেশী, বিদেশী ভাষায় আদিকাল থেকে রচিত হচ্ছে মুখ্যত প্রেমের কবিতা। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডিসি, ডিভাইন কমিডির মতো মহাকাব্যের প্রেমই প্রধান বিষয়বস্তু। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিকুল থেকে শুরু করে বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তো মুখ্যত ভালোবাসারই কবি। আসলে প্রেমই জীবনের মূলাধার—নর-নারীর বিচিত্র প্রেমকথার অনুষঙ্গেই উঠে আসে বহুমুখী মানবজীবন—তার সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত। সে কারণেই অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সমন্বয়ে চিরকালই মুখ্য কবিকুলের লেখনীতে শিল্প সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠে আসছে মানবজীবনের বিচিত্র প্রেমকথা—আর তাতে বেজে উঠছে চিরায়তের সুর—চিরকালীনতাই তার অনিষ্ট। এ কারণেই প্রতিটি ভাষার অধিকাংশ কবিই লেখেন প্রেমের কবিতা।

এ প্রসঙ্গে প্রেমের কবিতা কীরকম সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদী কীরকমভাবে মানবমনকে অভিভূত করে প্রেমের কবিতা তারই একটি উদাহরণ দিচ্ছি। অষ্টম শতাব্দীর চিনা ভাষায় এক প্রধান কবির 'সুন্দরীর প্রতি' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা আছে। সে কবিতাটি বাংলা ভাষান্তরে একসময়ে আমি বার-বার পড়েছি। সেটি পড়ে আমি আনন্দ বিহ্বল হয়েছি। আসলে প্রকৃত প্রেমের কবিতা পাঠককে উপহার দেয় 'আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ!' সে কারণে উর্দু ভাষার এক প্রধান কবি কবুল করেছেন : প্রেমের কবিতাই শ্রেষ্ঠ কবিতা। এইসব কথা আত্তীকরণ করে 'কালো গোলাপ সাদা গোলাপ' যুগে-যুগে লেখা বিচিত্র সব প্রেমকাব্যের এক রূপরেখা, যার কোনো রৈখিক নিয়ম নেই।

এই বইটি উৎসর্গ করেছি আমার বিশেষ বন্ধু মানিক দাসকে। শ্রীদাস উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট লেখক। বাংলা ও অসমিয়া, উভয় ভাষাতেই উজ্জ্বল তাঁর সাহিত্যকৃতি।

গ্রন্থটির প্রুফ দেখেছেন অনুজপ্রতিম সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়। তাঁকে জানাই আমার অফুরান ভালোবাসা।

এই সুযোগে এ বইয়ের প্রকাশক, প্যাপিরাসের কর্ণধার অরিজিৎ কুমারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এবং এই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাই।

মালাড ওয়েস্ট
মুম্বাই ৪০০০৬৪

রমানাথ ভট্টাচার্য

গোলাপ-বাগানের গল্প

'কালো গোলাপ সাদা গোলাপ' রমানাথ ভট্টাচার্যের দশম কবিতা-সংকলন। রমানাথ ভট্টাচার্যের নাম বাংলার কবিতা-রসিকদের কাছে অপরিচিত নয়। তিনি অসমের অধিবাসী বাঙালি। কবিতার চর্চা করে চলেছেন অনেক কাল যাবৎ। কবিতাকে ভালোবেসে আরও অনেক কাজ করেন তিনি। অসমের কবিদের সঙ্গে বাংলার কবিদের যোগসূত্র গড়ে তোলবার জন্য প্রত্যেক বছর দুই রাজ্যের কবিদের মিলন-আসরের আয়োজন করেন গুয়াহাটি শহরে। সম্মাননায়, সংবর্ধনায় এবং আন্তরিক প্রীতির আদান-প্রদানে প্রাণবন্ত থাকে সেই আসর। রমানাথ ভট্টাচার্যের এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্যামাশিস ভট্টাচার্যের আতিথেয়তার স্পর্শ কবিতার পৃথিবীকে বিভিন্ন দিক থেকেই সমৃদ্ধ করেছে—বিশেষত ভারতের পূর্বাঞ্চলে।

ভূমিকার এই প্রাথমিক কথাগুলি রমানাথ ভট্টাচার্য মানুষটিকে পাঠকের কাছে পরিচিত করাবার জন্যই লিখিত হল। কারণ আজকের পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সর্বদাই স্বার্থের এবং বিচ্ছিন্নতার—এমন কথা বলব না ; কিন্তু অবশ্যই এটুকু বলা যায়—স্বার্থহীন প্রীতির বন্ধনে বাঁধবার জন্য এগিয়ে আসবার মতো মানুষ এখনকার পৃথিবীতে সংখ্যায় খুব বেশি নেই। রমানাথ ভট্টাচার্য তেমনই একজন মানুষ যিনি ভালোবাসার স্রোতকে মনের মধ্যে শুকিয়ে যেতে দেননি। তিনি ভালোবাসার কবিতা লিখবেন—এ ঘটনা খুবই প্রত্যাশিত। কবি তাঁর প্রাক্-কথনে লিখেছেন, "এ গ্রন্থটি একটি প্রেমকাব্য।"

প্রেমের কবিতা যুগ যুগ ধরে লেখা হয়ে এসেছে এবং লেখা হয়ে চলেছে। তার মধ্যে নতুন কথা কোথায়? চিরন্তনের বাণীকে নিজের ভাষায়, নিজের ব্যক্তিগত অনুভবে জারিত করে উচ্চারণ করলে লেখা হয় প্রেমের কবিতা। এ-কথা সকলেরই জানা। কিন্তু রমানাথ ভট্টাচার্যের এই সংকলনটি ঠিক সে-জাতীয় প্রেমকবিতাগুচ্ছ নয়। কবি তাঁর প্রাক্-কথনে একটি বাক্য লিখেছেন যেটি আমাদের কিছুটা ভাবিয়ে তোলে। "রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডিসি, ডিভাইন কমিডির মতো মহাকাব্যের প্রেমই প্রধান বিষয়বস্তু।"

রামায়ণে ও মহাভারতে, ইলিয়াড ও ওডিসিতে অবশ্যই প্রেমের কথার বহু বিচিত্র রূপায়ণ আছে। তবুও কি আজকের পাঠক বলবেন—এই মহাকাব্যগুলির প্রধান বিষয়বস্তু রাজবংশের আত্মাভিমান, রাজ্য-লোভ এবং ভূমির অধিকার লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা নয়, প্রেমই প্রধান? এই বাক্য থেকে কবি রমানাথ ভট্টাচার্যের ভাবনার একটা দিক ফুটে ওঠে। হয়তো সেই দিকটি এমন যে, আধিপত্যকামিতা এবং স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লোভ এবং প্রতিশোধস্পৃহা হিংস্রতা পৃথিবীতে অলঙ্ঘ্য হয়ে উঠলেও কবি রমানাথ ভট্টাচার্য পার্থিব সংসারে প্রেমের শক্তিকেই গূঢ়তম বলে অনুভব করেন!

এই প্রাক্-কথনে পরবর্তী অনুচ্ছেদে কবি আমাদের আরও একটি সংবাদ দেন। ''অষ্টম শতাব্দীর চিনা ভাষায় এক প্রধান কবির 'সুন্দরীর প্রতি' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা আছে। সে কবিতাটি বাংলা ভাষান্তরে এক সময়ে আমি বারবার পড়েছি। সেটি পড়ে আমি আনন্দবিহ্বল হয়েছি। আসলে প্রকৃত প্রেমের কবিতা পাঠককে উপহার দেয় 'আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ!' সে কারণে উর্দু ভাষার এক প্রধান কবি কবুল করেছেন ; প্রেমের কবিতাই শ্রেষ্ঠ কবিতা। এইসব কথা আত্তীকরণ করে 'কালো গোলাপ সাদা গোলাপ' যুগে যুগে লেখা বিচিত্র সব প্রেমকাব্যের এক রূপরেখা, যার কোনো রৈখিক নিয়ম নেই।''

এই মুখবন্ধ সামনে রেখে সংকলনের কবিতাগুলি পাঠ করতে গিয়ে একটু নতুন অভিজ্ঞতাই হল। প্রেমের কবিতা ব্যক্তিগত সুরে রচিত হবে—সাধারণ পাঠক এমনই প্রত্যাশা করেন। আবার প্রেম-ভাবনার একটা নৈর্ব্যক্তিক রূপও আছে। সেখানে প্রেমের অবলম্বন যে ব্যক্তি তাকে ছাড়িয়ে প্রেমের অনুভূতি হয়ে ওঠে প্রেমিক বা প্রেমিকার আকাশভরা সূর্যতারার মতোই। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় ও গানে এই অভিমুখীনতা আমরা বার বার অনুভব করেছি। কিন্তু রমানাথের কবিতাগুলি ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং প্রেম-সম্পর্কিত এক নৈর্ব্যক্তিক ধারণার সমন্বয়। সেখানে কয়েকটি ভাবনা বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথম যে দৃষ্টিকোণটি অনুভব করি তা হল সৌন্দর্যের প্রতি কবি-হৃদয়ের গভীর আকাঙ্ক্ষা। তাঁর কবিতায় কোনো একক নারীর রূপমূর্তি গড়ে উঠতে দেখি না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর প্রেমের কবিতাগুলিতে এক সিতাংশুকান্তি, স্বর্ণকুন্তলা, নীলনয়নাকেই হৃদয়ের আরতি জানিয়েছেন। যৌবনের পরিচিত বিদেশিনী প্রিয়াকে বার বার তুলে এনেছেন প্রেমের কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা বিচিত্ররূপী ; কিন্তু সৌন্দর্যভাবনাকে কেন্দ্রে রেখে তিনি এক ধরনের কবিতা লিখেছেন যেখানে সুন্দরের অতীন্দ্রিয় কল্পরূপই তাঁর আরাধ্য।

'উর্বশী' কবিতায় এই অধরা সৌন্দর্যময়ীর জন্য যে আকুতি প্রকাশ পেয়েছে সেখানে মুনিদের ধ্যান-ভঙ্গ সংক্রান্ত উল্লেখে কিছুটা কামনার স্পর্শ থাকলেও সেই অধরা সৌন্দর্যের জন্য চিরকালীন রোমান্টিক আর্তির অনুধ্যানই বড়ো হয়ে উঠেছে।

রমানাথ ভট্টাচার্যের কবিতা অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য—পিপাসু এবং সেই কামনার শেষ বিন্দুতে গিয়ে অপ্রাপ্তির বেদনায় বিরহ-মধুর নয়। তিনি তাঁর প্রেমের পাত্রীকে বাস্তব সংসারেই প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু সেই নারী কি প্রিয় মানবীরূপে তাঁর প্রার্থিত, অথবা সুন্দরীরূপে! আবার স্মরণ করি তাঁর প্রাক্-কথন—যে অনুবাদ-কবিতাটি তাঁকে আনন্দে বিহুল করেছিল তার নাম 'সুন্দরীর প্রতি'। রমানাথের কবিতায় আকাঙ্ক্ষিত নারী সর্বদাই সুন্দরী। সুন্দরের অবশ্য অনেক রূপভেদ আছে। সুন্দরের অবস্থান দ্রষ্টার চোখে। কিন্তু সে-জাতীয় তত্ত্বকথার দিকে সাধারণত পুরুষ কবিদের ভাবনার গতিমুখ লক্ষ্য করি না। বঙ্গভূমিতে সুন্দরী নারীর যে গড়-ধারণা আছে সেখানে গৌরবর্ণ, আয়তকৃষ্ণ চোখ, কালো চুল, টিকালো নাক, নাতিকৃশ সুগঠন, মধ্যমাকৃতি নারীর ছবিই ফুটে ওঠে। এরকম কোনো বর্ণনা রমানাথ ভট্টাচার্য দেননি। কিন্তু তিনি বার বার 'সুন্দরী' এবং 'রূপসী' শব্দদুটি তাঁর প্রার্থিত নারীকে নির্দেশ করবার জন্য ব্যবহার করেছেন। ঈষৎ বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করি, ভালোবাসার হৃদয়-বন্ধনের প্রসঙ্গ পুরুষ বা নারীর—কারোর দিক থেকেই বড়ো হয়ে ওঠেনি, বস্তুত, বিশেষ উল্লিখিতই হয়নি তাঁর এই কবিতাগুলিতে। তিন-চারটি ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি দেখা যায়—

> সবচেয়ে প্রিয় নারী ছিলে তুমি রূপসী প্রধান
> (তোমার অভাবে)
>
> ঈশ্বরীর মতো তুমি পরমাসুন্দরী
> (প্রেম বিশ্বজিৎ)
>
> ঝরো ঝরো না সুন্দরী
> তুমি ঝরে গেলে খান খান প্রাণ
> (ঝরো না ঝরো না)

নিজেকেই কবিতার চরিত্ররূপে স্থাপন করে রমানাথ লিখেছেন 'কামিনীর রূপ দেখে দিন-রাত অন্ধ রমানাথ' এবং 'কামিনীর রূপাগুণ তার কাছে জ্যোৎস্নার বাঁধ' (নারী ভজে রমানাথ)। কোথাও কোথাও সেই নারীকে কৃষ্ণবর্ণা বলে উল্লেখ করেছেন কবি। কিন্তু সৌন্দর্যেই তাঁর প্রধান পরিচয়।

রূপবতী কালো পরী খুব ভালোবাসি
* * * * *
* * * * *
তমবর্ণ চুল যেন কালোর ঝিলিক
চোখে জ্বলে মুখে জ্বলে আলো ঝিকমিক
সর্ব অঙ্গে কালো আলো করে ঝলমল
রূপ দেখে দিল খোস মন খোস রোজ

(রূপবতী কালো পরী)

কৃষ্ণা রূপসীকে নিয়ে কবিতা আছে আরও কয়েকটি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কবি কি সত্যিই হৃদয় ও মননসম্পন্ন কোনো নারীর আকাঙ্ক্ষা করেছেন? অথবা যে-কোনো সুন্দরীর মূর্তিই তাঁর উপাস্য! এই ধারণা আরও স্পষ্টতা পায় যখন দেখি তাঁর কবিতায় একটি ফটোসিরিজ আছে। কবি একটি কবিতায় লেখেন—

সুন্দরীর ফটো দেখে উন্মাদ-উন্মাদ।
চোখে-মুখে মায়াঘোর মায়াঘোর গায় ;
প্রতি অঙ্গে মায়াজাল কী যে মায়াফাঁদ!
ইচ্ছা করে ফটো নিয়ে শুয়ে পড়ি গোলাপি শয্যায়।

(ফটো-৪)

এমন ফটো-সুন্দরীকে নিয়ে লেখা কবিতা একাধিক। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, রমানাথ ভট্টাচার্যের প্রেমের কবিতা-সংকলনের অনেক কবিতাই ঠিক প্রেমের কবিতা নয়, সুন্দরী-শরীরের প্রতি মুগ্ধ কামনার কবিতা।

প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যে প্রেম বলতে এই কামনাকেই কি বোঝানো হয়নি? শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্তের আকর্ষণ রূপসী যুবতী-শরীরের প্রতি কামনার বেশি কিছু নয়। দ্রৌপদীকে দেখে পুরুষেরা মুগ্ধ হত কিন্তু তাদের কতজনই বা দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্বকে অনুভব করে তাঁকে কামনা করত? সত্যবতীকে দেখে মুনি পরাশর আর রাজা শান্তনু মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর দৈহিক রূপযৌবনের আকর্ষণে। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুন বলা যায় না। তবে অভিনবত্ব এখানেই যে, একালে মানব ও মানবীর প্রেম-সম্পর্ককে একান্ত রূপজমোহ বলে আর কেউ মনে করেন না। যেখানে প্রেম সেখানে হৃদয় ও মননের সেতুবন্ধনও থাকবে—এমনই প্রত্যাশিত। এজন্যই রমানাথ ভট্টাচার্য যখন তাঁর কবিতা-সংকলনটিকে প্রেমকাব্য বলে চিহ্নিত করেন তখন আমাদের মনে হয়

কবিতাগুলির পোশাকে আধুনিকতা থাকলেও ভিতরে সেই ধ্রুপদী প্রেম ধারণাই অধিকাংশ কবিতায় প্রোথিত হয়ে আছে। তবে কয়েকটি ব্যতিক্রম আছেই।

রমানাথ ভট্টাচার্যের কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলা যেতে পারে যে, সুন্দর নারী-শরীরের প্রতি যে-আকর্ষণ কবি ব্যক্ত করেছেন এবং তাকেই প্রেম বলে গণ্য করেছেন সেখানে সমাজের সম্মতির দিকটার প্রতি কোনো মান্যতা দেবার চেষ্টা করেননি। কবির কবিতায় প্রেমপাত্রী সুন্দরীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে 'কিঙ্করী' এবং 'পরস্ত্রী'। পরকীয়া প্রেম সমাজ-সমর্থিত না হলেও দীর্ঘ ঐতিহ্যের ফলে পাঠকের মনে কোনো প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু 'কিঙ্করী' অর্থাৎ পরিচারিকা, হয়তো বা ক্রীতদাসী এবং বেতনভুক সেবিকাকে অবলম্বন করে একাধিক সৌন্দর্য-মুগ্ধ কামনার কবিতা রচনা করবার দৃষ্টান্ত খুব যে বেশি দেখা গেছে তা নয়। ধ্রুপদী সাহিত্যে, বাইব্‌ল্-এ ও মহাভারতে দাসী-পুত্রদের কথা আছে। দাসী-গর্ভে সন্তান উৎপাদনের রীতি ছিল প্রাচীন ভারতে যথেষ্টই সমাজ-স্বীকৃত। কিন্তু একালের কবিতায় কিঙ্করীর প্রতি প্রেম-বাসনার পুনরুক্ত উল্লেখ একটু বিস্ময় জাগায়। একবার বা দুবার হঠাৎ উল্লেখ নয়। দাসীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থেকে বার বার প্রসঙ্গটিতে ফিরে গেছেন কবি। যেমন—

কিঙ্করী সুন্দরী মেয়ে তার সাথে প্রেম
হাস্যে তার ফুটে ওঠে হাজার কুসুম
স্বরে তার বাঁশি বাজে
মাথা-ভরা চুল তার মেঘলা আকাশ
মুখে জ্বলে জ্বলজ্বল লাল গোল চাঁদ।
(সর্বস্ব)

আর একটি দৃষ্টান্ত—

কিঙ্করী হলেও তুমি মানবীপ্রধান
প্রেমামৃত ঝরে রোজ মনপ্রাণ হৃদয়ে আমার
প্রেমরাজ্যে রানি-বাঁদি একাকার
দাসী-বাঁদি সম্রাজ্ঞী-সমান
কিঙ্করী হলেও তুমি মানবীপ্রধান
প্রেম করি রোজ।
(মানবীপ্রধান)

'কিঙ্করী' শব্দটিতে কবি থেমে থাকেননি। একটি কবিতায় প্রয়োগ করেছেন

অতীব প্রত্যক্ষ 'চাকরানি' শব্দটি। অথচ চাকর ও চাকরানি শব্দদুটি মধ্যবিত্ত বাঙালির কথ্য ভাষা থেকে এখন অনেকটাই লুপ্ত হয়ে গেছে।

চাকরানি রানি ছিল আমার জীবনে
চুনি-পান্না-হেম বলে ডাকিতাম তাকে
সে তো ছিল সুরতাল সুধানদী জীবনযাপনে
আলো বলে ডাকিত সে নিয়ত আমাকে।

(চাকরানি রানি)

অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে কোনো গৃহ-পরিচারিকার প্রতি আকর্ষণ জাগবে না এমন নয়। প্রায়শই সমাজে এমন ঘটে থাকে। সেই সম্পর্ক প্রকৃত প্রেমে রূপান্তরিত হতে পারবে না—এমনও নয়। সেই ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যামুয়েল রিচার্ডসন 'পামেলা অর ভারচ্যু রিওঅর্ডেড' নামে যে উপন্যাসটি লিখেছিলেন সেখানে প্রভু-পুত্র গৃহ-পরিচারিকাকে প্রথমে কেবলই কামনা করলেও শেষ পর্যন্ত সেই নারীকে ভালোবেসেই পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় মানসিকতায় বুঝি আজও তা সহজে সম্ভব নয়। অন্তত কবি রমানাথ ভট্টাচার্য সেরকম ভাবেননি। তিনি মনিব আর দাসীর দুটি শ্রেণীকে ভদ্রলোক এবং ছোটোলোক এই দুটি স্তরে স্থিত রেখেছেন। তিনি স্পষ্টই লিখেছেন—

তুমি যদি হতে ভদ্র ঘরের দুলালি
নিশ্চিত প্রেমিকা হতে
সুরনারী বলে আমি ডাকতাম সুন্দরী
পার্কে লেকে হাটে-ঘাটে বাজারে-বন্দরে হতে সঙ্গিনী আমার
* * * * *
কালক্রমে হতে তুমি ঘরণী আমার।

(...যদি হতে)

এখানেই শেষ নয়। যে মেয়েটিকে ভালোবেসেছেন কবি তার জন্ম 'অভিজাত' বংশে নয় বলে তার সঙ্গে যে সামাজিক বিবাহ হল না—এই পরিস্থিতিটাকে কবি বেশ মেনেই নিয়েছেন। ওই কবিতারই শেষের দিকে লিখেছেন—

আমার কপাল মন্দ, অভিজাত বংশে নয় জন্ম তোমার
সে কারণে তোমার আমার প্রেম বানভাসি ফুল

(...যদি হতে)

একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে লেখা একটি কবিতায় জাতপাতের এ হেন স্বীকৃতি বিস্ময়কর। তবে কবির সপক্ষে এটুকু বলাই যায় যে, স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ না করলেও কোনো মানুষ বা মানুষীকে অন্তরে গ্রহণ করবার পক্ষে এই জাতপাতের বাধা শিক্ষিত এবং তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের মন থেকে দূরীভূত হয়ে গেছে—এমন নয়।

রমানাথ ভট্টাচার্যের এই সংকলনে অনেকবার পাওয়া গেল পরস্ত্রী এবং উপপত্নীকে সম্বোধন করে লেখা একাধিক কবিতা। এই বিষয়টিও বিশ্ব-সভ্যতায় অতি প্রাচীন এক পরম্পরা। দাম্পত্য সম্পর্ক প্রায়শই বিরাগে পর্যবসিত হয়। যেখানে তা হয় না সেখানেও দাম্পত্য সম্পর্ক এক ধরনের পারস্পরিক দিনযাপনে নির্ভরতা পর্যন্ত যেতে পারে ; কিন্তু মুক্ত প্রেমের উদ্দামতা এবং আকর্ষণের মোহ সেখানে স্বাভাবিকভাবেই অবশিষ্ট থাকে না। খুব সোজাসুজি, অত্যন্ত সহজ ভাষায় রমানাথ লিখেছেন—

বউকে নিয়ে ঘর করে লোক
বউকে ভালোবাসে না
অন্য নারীর চোখ দেখে রোজ
স্বপ্নের মায়াঞ্জন

(চোদ্দ রাজার মন)

অবশ্য পাঠককে বুঝতে হবে যে, রমানাথ ভট্টাচার্য এই সংকলনে প্রেম-অনুভবের মুক্ততাকেই সব দিক থেকে অবলোকন করতে চেয়েছেন। এখানে তিনি কোনো নৈতিকতা, সামাজিক অনুশাসন, বিবেক, আত্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কোনো সীমারেখাকেই মান্যতা দেবার কথা ভাবেননি। এজন্যই তাঁর সংকলনটির নাম 'কালো গোলাপ সাদা গোলাপ'। পুষ্প-বিজ্ঞানীরা জানেন গোলাপের আছে আরও অজস্র প্রজাতি এবং বহুবিধ বর্ণ-প্রচ্ছায়।

এই পরিকল্পনার অন্তর্গত বেশ কিছু কবিতায় পরস্ত্রী এবং উপপত্নী প্রসঙ্গ কবি ব্যবহার করেছেন এবং নিজের মনের কথা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। বেশি দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নেই। একটিমাত্র দুই স্তবকের ছোটো কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করলেই কবির পরিকল্পনাটি বোঝা যায়।—

সুন্দরী পরস্ত্রী দেখে মহাখুশি মন-মধুকর
ইচ্ছা করে উপপত্নীরূপে তাকে করি আলিঙ্গন
ঘরণীর মতো ভালোবাসি
ডেকে বলি : পোলাও-পায়েস চাই সুন্দরী এখন

মধ্যরাতে হও তুমি আমার সঙ্গিনী।

জানি-জানি ভালো নয় প্রস্তাব আমার
কী যে করি কী যে করি
সুশ্রী পরদার দেখে পাগলা ঘোড়া মন-মধুকর
বিরহ-আগুনে পোড়ে মন
কু-প্রস্তাবে সু-প্রস্তাবে থাকে না তফাত।

(সুন্দরী পরস্ত্রী দেখে)

আগে বলেছি যে, রমানাথ ভট্টাচার্যের কবিতায় পুরুষের দৃষ্টিকোণই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু খুব বেশি না হলেও কোথাও একইরকম মুক্ত প্রেমিক নারীর বয়ানও কবিতায় নিয়ে এসেছেন তিনি। যেমন—

বার বার করি আমি প্রেমিক বদল
বার বার করি আমি পুরুষ বদল
চন্দ্রালোকে চন্দনের বনে যেন বাস
ঊষালোকে গন্ধরাজ বনে যেন বাস
ম-ম গন্ধ রাত্রিদিন মধুর সৌরভ
বার বার করি আমি প্রেমিক বদল।

(প্রেমিক বদল)

কবিতার ভাববস্তু শরীরী সঙ্গের আনন্দ। তার অনুষঙ্গরূপে নর-নারীর নির্জনে উচ্চারিত ভাষায় প্রায়শই তথাকথিত শালীনতা থাকে না। রমানাথ ভট্টাচার্যও দেহ-প্রত্যঙ্গের কিছু প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন যা বাস্তবতার দাবিতে কথাসাহিত্য ও নাটকে থাকলেও কবিতায় এখনও স্বচ্ছন্দে উচ্চারিত হয় না।

দৈহিক রতিবিলাস এই সংকলনের প্রধান অনুভবকোণ ও স্বরভঙ্গি। কবি আত্মবিশ্বাসের দ্বিধাহীনতা নিয়েই এই মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়েছেন কবিতাগুলিতে। তাঁর একটি কবিতা-পঙ্‌ক্তি বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে আমাকে—

যৌনাঙ্গ বাজাও প্রিয়, রাতভর তোলো হর্ষ ঝড়

(যৌনাঙ্গ বাজাও প্রিয়)

যেন ক্ল্যাসিক্যাল কাব্য থেকে উঠে আসা কণ্ঠস্বর। এমন পঙ্‌ক্তি লিখতে ক্ষমতার প্রয়োজন হয়।

কবিতাগুলি পড়তে পড়তে একটি কবিতায় কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল মনের পথ চলা। পড়তে পড়তেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল মাঝে মাঝে। দাম্পত্যের প্রীতি-স্নিগ্ধ ও শুভাকাঙ্ক্ষী পরস্পরনির্ভরতা থেকে যে প্রেমের

আশ্রয়, সকলের না হোক, কোনো কোনো মানুষের জীবনে সত্য হয়ে ওঠে তার কথা কি কবি একবারও ভাবেননি! কিন্তু একবার অন্তত ভেবেছেন। এই সংকলনের রাশি রাশি সহাস্য গোলাপের অরণ্যে সেই একটি ঈষৎ ম্লান, সজল ও নতমুখ, হয়তো বা ফিকে হলুদ কিংবা গোলাপি রঙের গোলাপটিকে ভোলা যায় না।—

বউ ছিল ভালো, কথা শুনত রোজ রাগ করত কম
সে আছে এখন কই!
দুঃখের দিনে হাসতে পারত
সুখের দিনে মূক থাকত
রাতভর করত সোনালি গোলাপি গল্প বহুত
ঝগড়া করত কম।
*　　*　　*　　*
বউ ছিল ভালো মধুর প্রণয়ে হৃদয় বাজাত সেতারের মতো
জানি না-জানি সে আছে এখন কই!

(সে আছে এখন কই!)

অবশ্য এই কবিতাটিতে সংসারে পুরুষ-প্রাধান্যের ছবি স্পষ্টই।

আমরা চলে আসি সংকলনের শেষ অংশে। অনুভব করি নারীর প্রতি, নারীর রূপের ও হৃদয়ের প্রতি কবির নিবিড় ও অন্তহীন মুগ্ধতা এমন এক পূর্ণতায় পৌঁছয় যেখানে প্রেম-সম্পর্ক জীবন অতিবাহনের এক তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে অনির্বাণ হয়ে জ্বলতে থাকে কবির মনে। তারপর সেই প্রজ্বলন্ত, অশান্তিময় জীবন-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে জীবনানন্দের কবিতার সবুজ ঘাসের দেশ হয়ে শান্তির সন্ধান নিয়ে আসে বনলতা সেনের মতো কোনো একক নারী-প্রতিমা নয়—নারীত্বের সম্মিলিত নির্যাস। ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন হবে না। সংকলনের শেষ দুটি কবিতার অংশ পরপর উদ্ধৃত করে রমানাথ ভট্টাচার্যের এই ভিন্নস্বাদের কবিতা-সংকলনটি সম্পর্কে আমার উপলব্ধির ভাষার সমাপ্তি টানব।

প্রেমতরু তলে বসে কাটিয়েছি হাজার বছর ;
দারুণ রহস্যময় বৃক্ষ এই আদি-অন্ত বুঝিনি তো তার ;
এই তরুতলে বসে নিয়েছি জ্যৈষ্ঠের তাপ ;
দেখিয়াছি জ্যোৎস্না রাত, নীলিম আকাশ ;
অন্ধকার রাত কত, ভয়ঙ্কর দুর্বাসার শাপ ;

স্বপ্নলোক, কল্পলোক, দেবতার বরপ্রাপ্ত সংখ্যাহীন লোক ;
দেখিয়াছি আদিগন্ত দাউ-দাউ অজস্র নরক।

(প্রেমতরুতলে বসে...)

মুখে শান্তি, চোখে শান্তি, নারী তুমি সর্বদা মধুর ;
নারী ভজে পুরুষপ্রজাতি প্রায় মুহুর্মুহু স্বর্গের সন্ধান ;
একহাতে স্বপ্নাবলী, অন্য হাতে পুষ্পের উদ্যান ;
তোমার স্পর্শে নারী প্রতিক্ষণ এ পৃথিবী আনন্দমেদুর।

(সুধাসাগরিকা)

সুমিতা চক্রবর্তী

সূচীপত্র

কামপ্রেম বন্ধুজন ২৭ মণি-রত্ন-হেম ২৭ তুমি হও... ২৮ মনজুড়ে ব্যথা-পারাবার ২৮ দোর খুলে রাখিবে সুন্দরী ২৯ মনে-মনে ৩০ আঁধি করে গ্রাস ৩০ অপার্থিব প্রেম-১ ৩১ ভালোবাসি ঘৃণা করি ৩১ তোমার অভাবে... ৩২ অপার্থিব প্রেম-২ ৩২ অকারণ ৩৩ সম্ভব নয় ৩৩ সর্বস্ব ৩৪ প্রেম বিশ্বজিৎ ৩৪ ফুল্ল এক সোনাঝুরি গাছ ৩৫ অমনি অমনি ভালোবাসি ৩৫ সুন্দরী পরস্ত্রী দেখে ৩৬ ...যদি হতে ৩৬ কে জানে কেমন আছে ৩৭ মনে পড়ে মনে পড়ে ৩৭ মরি মরি রূপ ৩৮ এবার মুম্বাই এলে-১ ৩৮ মন ভালো মন ভালো ৩৯ স্বপ্নের দেশে ৪০ সোনাপাখি ৪০ প্লাসে-প্লাসে প্লাস ৪১ রূপবতী কালো পরি ৪১ প্রেমিক বদল ৪২ সুন্দরের পূজা ৪৩ কালো পরী ৪৩ বিরহ ৪৪ সম্পর্ক ৪৪ ফলে ৪৫ দিনলিপি ৪৫ কেন চুপচাপ সুন্দরী ৪৫ ইচ্ছা করে ৪৬ ক্রীতদাস ৪৭ মণি-রত্ন-হেম ৪৭ মানবীপ্রধান ৪৭ কালো পরী মনে পড়ে রোজ ৪৮ মন ভালো খুব ৪৯ তুমি হও পরমা আমার ৪৯ এবার মুম্বাই এলে-২ ৪৯ ছায়াদেবী মায়াদেবী রোজ ৫০ জয় করে রোজ ৫১ প্রণয় মানে ৫১ ছলাকলা ৫১ ভাস্কর্য ৫২ সঙ্গত ৫২ স্বপ্নে দেখা ৫৩ ...শিলং পাহাড়ে হাঁটে ৫৩ জানলি না জানলি না তুই ৫৪ যদিচ তুমি দূরবাসিনী ৫৫ তুল্যমূল্য ৫৫ প্রেম ৫৬ কী এক ঝড় ৫৬ ঝুমা! ঝুমা! ঝুমা! ৫৭ চকিত চাহনি ৫৭ ছন্দা তুমি চন্দ্রা তুমি ৫৮ সুন্দরী তুমি তাকালে ৫৮ জীবনকাঠি ৫৯ মুম্বাইওয়ালি-১ ৫৯ মুম্বাই চিত্র-৪ ৬০ পুনর্বার হবে নাকি দেখা? ৬০ মরে গেছি ঝড়ে গেছি ৬১ একবার প্রেম এলে... ৬১ ...ক্ষমা করো ৬২ পঞ্চাশে তুই ৬২ কাছে এসো হাত ধরো ৬৩ হাসি-খুশি মন-মধুকর ৬৪ কোকিল ডাকে পেচক ডাকে ৬৪ স্বর্গের দুয়ার ৬৫ মধ্যমণি প্রেম ৬৫ কাছে বসা মধুমিতা ৬৫ মানসিক রোগী ৬৬ ধীরে-ধীরে বলে উঠি : ৬৭ তুমি আমার... ৬৭ ইচ্ছা করে... ৬৮ প্রীতিনীড় ৬৮ মধু তুমি, সুধা তুমি ৬৯ মন পুড়ে আজ খাক ৬৯ সুন্দরী দর্শন ৭০ চাকরানি রানি ৭১ ফটো-১ ৭১ ফটো-২ ৭২ ফটো-৩ ৭৩ ঝুমা নয়—সোনার প্রণয় ৭৩ জ্যোৎস্নালোকে সুন্দরী দর্শন ৭৪ স্বজন ছিল না শুধু... ৭৪ সঙ্গোপনে প্রেম ৭৫ মনে পড়ে ওঠে প্রেম ঝড় ৭৫

হয় নাকো দেখা ৭৬ মনে-মনে ৭৭ পাখি তুই ফুল তুই ৭৭ সুধাসিন্ধু নাম ৭৮ ফুলের বাগান ৭৮ কামজ্বরে প্রেমজ্বরে ৭৯ নারীর স্বভাব ৭৯ অমানুষী ৭৯ নবীনা রূপসী ৮০ সন্ন্যাসী ৮০ বহু প্রেম অলকা আমার ৮১ ঝরে বেদনা-আসার ৮১ তোমার আসার জন্য ৮২ আনন্দবিহুল প্রাণ ৮৩ লেগুনের ওপার-এপার ৮৪ হাফ-দেখা ৮৪ দূরভাষে স্বর শুনে ৮৫ সোমা তোকে মনে পড়ে ৮৫ ডাকি আমি : উষসী! উষসী! ৮৬ সঙ্গোপনে ভালোবাসি ৮৬ সুন্দরী তোমাকে দেখে ৮৭ আলো করো ঘরদোর বাড়ি ৮৭ বন্ধুর সুন্দর দিদি ৮৮ ঘৃণা করি ভালোবাসি ৮৯ দু'ফুট মানুষী হও ৮৯ ঝরা জুঁই বাসী গন্ধরাজ ৯০ দেশীয় আচার ৯০ ডাক্তারনি আর... ৯১ সর্বহারা ৯১ ঝুমা তুমি... ৯২ কী গভীর প্রেম ছিল! ৯৩ মিথ্যাচারী নারী সঙ্গে... ৯৩ অনুপমা মধুমিতা ৯৪ সুন্দরী সহজ হও ৯৪ সুন্দরী তোমার রূপ ৯৫ মানুষ প্রধান ৯৬ ঝুমা দাস মনে পড়ে ৯৬ রূপ ৯৭ চারদিন দেখা নেই ৯৭ রাতের অতিথি ৯৮ ঝরে গেছে ভালোবাসা ৯৮ তিন নারী সঙ্গে প্রেম ৯৯ মূর্খ পুরুষ শোনো ৯৯ সোনালি ভুবন ১০০ ফটো-৪ ১০০ পার্থিব অপার্থিব প্রেম ১০১ প্রেমে ১০১ ঝরো না ঝরো না ১০২ সে আছে এখন কই! ১০২ অপার্থিব প্রেম ১০৩ রমণীর মন ১০৪ সংযত হও ১০৪ গুণ চাই গুণ ১০৫ বিষ-বিষ! অমৃত-অমৃত! ১০৫ বজ্রধ্বনি ১০৬ ক্রীতদাস ১০৬ চোদ্দ রাজার মন ১০৭ মধ্যরাতে লাফ ১০৭ অপার্থিব পরী ১০৮ রমণীদাস ১০৮ ঈশ্বরী ১০৯ কাছে এসো ১০৯ উত্থান ১১০ সুষমার পীঠভূমি ১১০ রাজা-মহারাজা-ইন্দ্রাণী ১১১ তোমাকে ঘিরে ১১১ বান্ধবী এখন কই ১১১ অনিয়ম সোনালি নিয়ম ১১২ নারী ভজে রমানাথ ১১২ ভালোবাসা বিশল্যকরণী ১১৩ জেনে গেছি... ১১৩ চিরন্তনী ১১৪ সুধারানি হও সই ১১৪ আমার কবিতা তাঁর দান ১১৫ প্রেমরাজ্যে প্রেমসুধা ১১৬ জ্বল-জ্বল পূত প্রেমভূমি ১১৬ আলোক চয়ন, আধার চয়ন ১১৭ রমানাথ নারীদাস ১১৭ কী মধুর প্রেম ছিল! ১১৮ কামিনী ফুলের গন্ধে... ১১৯ কেন্দ্রবিন্দু ১১৯ আলোক-বর্তিকা ১২০ অলকার দান ১২০ পরনারী ১২০ কামিনী ওষুধ ১২১ প্রণয়ে ধরেনি ঘুন ১২১ স্ত্রীলোকের বাসনা ১২২ লোম ১২২ প্রেমে করো জয় ১২৩ তুমি হও সর্বস্ব আমার ১২৩ শুকশারী জোড় ১২৪ বাহুবন্দি করে বন্ধু... ১২৫ দীপ দাশ, হও প্রিয়নাথ ১২৫ তুমি হও চিরসঙ্গী ১২৬ নারী ১২৭ অমিত্রা নয় ১২৮ স্বপ্নে ১২৮ ভালোবেসে ১২৯ চাস যদি ১২৯ আমিও তোমাকে ভালোবাসি ১৩০ চাই রূপগুণ ১৩০ সঙ্গী যদি হও তুমি ১৩১ নারী ১৩১ প্রেম-প্রেম বৈজয়ন্তীধাম ১৩২ সোনালি দিনের সখি ১৩৩

আশমান-ফুল ১৩৩ উন্মাদ-উন্মাদ ১৩৪ কাজিন সিস্টার সঙ্গে... ১৩৪ সোনালি বসাক-১ ১৩৫ নগ্নরূপ ১৩৬ চিরন্তন নারী ১৩৬ জয় করে নিলি ১৩৭ মেয়ে-মানুষের রূপ ১৩৭ মনুষ্য স্বভাব ১৩৮ স্বর্ণালীদি ১৩৮ প্রথম তরঙ্গ ১৩৯ দ্বিতীয় তরঙ্গ ১৩৯ তৃতীয় তরঙ্গ ১৪০ চতুর্থ তরঙ্গ ১৪০ পঞ্চম তরঙ্গ ১৪১ ষষ্ঠ তরঙ্গ ১৪১ সপ্তম তরঙ্গ ১৪২ অষ্টম তরঙ্গ ১৪২ নবম তরঙ্গ ১৪৩ দশম তরঙ্গ ১৪৪ মধুর মিলন ১৪৪ কন্যার বয়সী নারী প্রেম করে ১৪৫ নবীনা তোমার প্রেম ১৪৫ সেতুবন্ধ ১৪৬ স্বর্ণলতা শোনো ১৪৬ রাতভর কানে বাজে... ১৪৭ প্রেম ১৪৮ তুমি হবে সঙ্গী আমার ১৪৮ সঙ্গোপনে লক্ষ নারী... ১৪৯ অপার্থিব ভালোবাসা ১৫০ মাঝরাতে রাঙা বউ ১৫০ চুমু মানে ১৫১ বীণামাসি ১৫১ এবার পুজোয় এলে-২ ১৫২ নারী স্বর্গফুল ১৫৩ দশদিন দেখা নেই ১৫৩ সোনালি বসাক-২ ১৫৪ অপার্থিব ফুল ১৫৪ জ্যোৎস্নার ঝড় ১৫৫ স্বপ্নভঙ্গ ১৫৬ ডাকে রূপরাজ ১৫৬ সোনালি জীবন ১৫৭ আশিতে প্রণয় ১৫৮ নিশিগন্ধা ১৫৮ হও অবনতা ১৫৯ কেন এত লাজনম্র ১৬০ মধ্যমণি ১৬০ 'নর-নারী' পরিচয়ে প্রেম চলে পথ ১৬১ সুষমা-দাস ১৬১ বান্ধবী প্রধান ১৬২ রাঙা পাখি ১৬২ বাবু-বাঁদি সংবাদ ১৬৩ ভালো থেকো দেবের ঘরণী ১৬৪ ভালো যদি বাসো বন্ধু ১৬৪ দুষ্ট নারী শিষ্ট হও ১৬৫ কাছে এসো ১৬৫ নিজেকে সুন্দরী রূপে করি প্রতিভাত ১৬৬ শালি ১৬৭ চিরন্তনী ১৬৭ শুভেচ্ছা জানাই ১৬৮ যৌনাঙ্গ বাজাও প্রিয় ১৬৮ বিজয়িনী ১৬৯ পুরুষের সঙ্গ করে ১৬৯ সুন্দরী তোমার পানে ১৭০ কাছে এলে সুন্দরী কামিনী ১৭০ মুখে দেব চুনকালি ছাই ১৭১ ভালোবেসে... ১৭২ সন্নিধানে ১৭২ অনুপমা ১৭২ ...শিরায়-শিরায় নাচে নীল সাপ ১৭৩ এক বৃন্তে দুটি ফুল ১৭৪ একরাত হও সহচরী ১৭৪ পুরুষের সঙ্গসুখ ১৭৫ তুমি হিরা, আমি সোনা ১৭৫ আজকাল প্রেম নয় চিরস্থির ১৭৬ চকাচকি ১৭৭ প্রেমতরুতলে বসে... ১৭৭ সুধাসাগরিকা ১৭৮

রমানাথ ভট্টাচার্য (১.১২.১৯৪১—৩.১০.২০১৭) এই গ্রন্থটির কাজ সম্পূর্ণ করে গিয়েছেন, গ্রন্থটির প্রুফও তিনি দেখেছেন, গ্রন্থটির প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারেননি।

শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
১৮.৩.২০১৮

বার-বার প্রেম রং বদলায় রূপ বদলায়

বার-বার প্রেম রং বদলায় রূপ বদলায়
প্রেম যেন এক গিরগিটি-বন
রং-রূপে তরঙ্গিত সিন্ধু এক
মুহুর্মুহু রূপ-রং বদলায়
প্রেমের কবিতা চির অনিকেত
পদতলে তার স্থির কোনো ভূমি নেই।

১৬. ০৩. ২০১৬

কামপ্রেম বন্ধুজন

তোমাকে সঙ্গমে ডাকি আলো-অন্ধকারে
অন্তরালে চুমু খাই দিনে দুশোবার
প্রেম প্রেম সুগভীর প্রেম সুধাসার
কী মধুর যৌন খেলা আলোকে-আঁধারে!
কী যে মজা কী যে মজা নির্জন দুপুর
প্রেম-প্রেম খেলা প্রিয় জনহীন ঘরে
অলৌকিক হর্ষ-নদে স্নান প্রাণ ভরে
মাঝে-মাঝে পায় বাজে রুপালি নূপুর।

তোমাকে সঙ্গমে ডাকি আলো-অন্ধকারে
প্রেম-প্রেম মন জুড়ে আলোর জোয়ার
চারপাশে ঝরঝর সোনালি আসার
তুমি বলো-আমি বলি স্বর্গ কাছে-ধারে।
তোমাকে সঙ্গমে ডাকি কামে প্রেমে পুড়ে
কামপ্রেম বন্ধুজন, পরস্পর বাঁধা স্বর্ণডোরে।

৫.১.২০১২

মণি-রত্ন-হেম

সাধারণ মেয়ে তুই, প্রেম তোর মণি-রত্ন-হেম ;
হাসিতে বিদ্যুৎ খেলে, চোখে নীলালোক ;
কাছে এলে মন জুড়ে অপার পুলক ;
লাল নীল আলো জ্বলে, কী মধুর প্রেম!
সাধারণ মেয়ে তুই দিনরাত মুখে জ্বলে চাঁদ ;
প্রেম করে দিনরাত হৃদয় শীতল ;
আমার তৃষিত দেহে তুই ধারাজল ;
তোকে নিয়ে ঘর করি প্রতিক্ষণ সাধ।

সাধারণ মেয়ে তুই, স্বর্ণচাঁপা ফুল ;

কাছে এলে এ হৃদয় নৃত্যপর মীন ;
রাত্রিদিন মনপ্রাণ দৈন্যদুঃখহীন ;
অনুবিশ্ব চরাচর রোজ খায় দোল।
সাধারণ মেয়ে তুই, সোনাঝরা প্রেম ;
লাল নীল আলো তুই মণি-রত্ন-হেম।

৫.১.২০১২

তুমি হও...

তুমি হও উপপত্নী সুন্দরীপ্রধান ;
রাতভর প্রেম-প্রেম খেলা, করে নারী,
উদ্বেলিত হর্ষনদে ভেসে যাক প্রাণ
দুজনাতে পান করি শান্তি-সুধা প্রিয়া।
তুমি হও উপপত্নী, সঙ্গোপনে করো দেহদান
স্বপ্নলোক দেখা দিক ধারে কাছে তোমার-আমার
পরকীয়া প্রেমধ্বনি সুখনদী—অলকার দান
প্রেম-প্রেম খেলা করে ডানে বাঁয়ে আনন্দ-আসার।

তুমি হও উপপত্নী সুন্দরীপ্রধান
পরকীয়া প্রেম মানে স্বর্গনদে স্নান।

৬.১.২০১২

মনজুড়ে ব্যথা-পারাবার

প্রতিদিন দূরভাষে শোনাতাম কবিতা তোমায়
সুর ধরে বলে যেতে সুধা ঝরে কানের ভিতরে
নিয়তির পরিহাস, দূরভাষ নম্বর তোমার
খুঁজেও পাই না আর, চিরতরে ঝরে গেছে জলে
যেকারণে মুঠোফোনে সংলাপ হয় না তো আর।

তোমারও হারাতে হল দূরভাষ নম্বর আমার
দুজনার মনজুড়ে প্রবাহিত ব্যথানদী ; বেদনা-পাহাড়।
জগৎসংসার যেন প্রলয়ের জলে ভাসমান
মুঠোফোনে কথা আর হবে নাকো তোমার-আমার
দুজনার মনজুড়ে তরঙ্গিত ব্যথা-পারাবার।

৭.১.২০১২

দোর খুলে রাখবে সুন্দরী

মধ্যরাতে দোর খুলে রাখবে সুন্দরী
আর আমি অন্ধকার ঘরে ঢুকে
বাহুলতা ধরে রোজ তোমাকে জাগাব
আর তুমি মেলে ধরে ফুলশয্যা তোমার শরীর
নীলালোকে প্রেম খেলবে
জ্বলবে বেড সুইচ
মুখ থেকে মধু ঝররে
চোখ থেকে সুধা ঝররে
বাহুপাশে বন্দি পাখি
মুঠোর ভেতর খেলবে স্তনমালা রোজ
পরস্পর লক্ষ চুমা
চার পাশে জ্বলজ্বল নীলা ঝরা রাত
তুমি বলবে : মরি-মরি
আমি বলব : মরি-মরি
তুমি বলবে : কী মধুর পরকীয়া প্রেম
আমি বলব : পরকীয়া চুনিপান্না হেম
আঁধারে আলোক
তুমি বলবে : পরকীয়া জ্বলজ্বল তারার ঝিলিক।

মধ্যরাতে দোর খুলে রাখবে সুন্দরী
আর আমি ঘরে ঢুকে

অবলীলাক্রমে ডুবব পরকীয়া প্রেমে
আনাচে-কানাচে বইবে খুশির জোয়ার
সে-জোয়ারে তুমি ভাসবে আমি ভাসব ভাসবে দেশকাল।

৯. ১. ২০১২

মনে-মনে

মিলন নিষিদ্ধ ধনি, মনে-মনে সঙ্গমে ডাকি,
মনে-মনে প্রেম মানে স্বপ্নে উপভোগ ;
চোখে চোখ মুখে মুখ হর্ষভরে ডাকি সোনাপাখি
শিশ্ন-যোনি খেলা করে তৃপ্ত চিত্তসুখ!
মিলন নিষিদ্ধ ধনি, মনে-মনে করি উপভোগ,
চুমায়-চুমায় জিভে অফুরান অলৌকিক সুখ ;
আলিঙ্গনে বন্দি করে শান্ত কামরোগ ;
স্বপ্নে করি ভোগ ধনি ধারে-কাছে শত স্বর্গলোক।

মিলন নিষিদ্ধ ধনি, মনে-মনে সঙ্গমে ডাকি,
চোখে চোখ মুখে মুখ, হর্ষভরে ডাকি সোনাপাখি।

১১. ১. ২০১২

আঁধি করে গ্রাস

তোমার দেহের ভাষা বুঝি না সুন্দরী
তোমার চোখের ভাষা বুঝি না সুন্দরী
তোমার হাসির ভাষা বুঝি না সুন্দরী
মোনালিসা হাসি হাসো, আঁধি করে গ্রাস।

১৫.১.২০১২

অপার্থিব প্রেম-১

তার সাথে অশরীরী অপার্থিব প্রেম
অলৌকিক প্রেম নয় দহন-অতীত
অদর্শনে জ্বালা-জ্বালা-জ্বালা অফুরান
মন চায় অবিরাম সঙ্গ-সুধা পান
প্রাণ চায় অবিরাম সঙ্গ-সুধা পান
অবিরাম কাছে থেকে প্রেম-সুধা পান।

পার্থিব বা অপার্থিব প্রেমে ভেদ অতীব সামান্য
অলৌকিক প্রেম বয় জ্বালা অফুরান
অদর্শনে অনুবিশ্ব সাহারা-সমান
মন-জুড়ে প্রাণ-জুড়ে লক্ষ সূর্যতাপ।

১৫. ১. ২০১২

ভালোবাসি ঘৃণা করি

ভালোবাসি ঘৃণা করি সুন্দরী তোমায়
ইচ্ছা করে বেত্রাঘাতে করি আমি নিয়ত শাসন
রাত্রিদিন করি আমি শিরসিভূষণ
ফাঁদ বলে ডাকি রোজ, পারি না তা এন্তার মায়ায়।
ভালোবাসি ঘৃণা করি সুন্দরী তোমায়
ইচ্ছা করে কণ্ঠহার করি রোজ, ছলাকলা ডাকি
জেনে গেছি চার-আনা খাঁটি তুমি, বারো-আনা ফাঁকি
ইচ্ছা করে ঘর ছাড়ি তোমার জ্বালায়।

ভালোবাসি ঘৃণা করি সুন্দরী তোমায়
তুমি-তুমি পুষ্পহার, হূলাঘাত আমার গলায়।

১৯. ১. ২০১২

তোমার অভাবে...

সবচেয়ে প্রিয় নারী ছিলে তুমি রূপসীপ্রধান
প্রস্ফুটিত গন্ধরাজ প্রায় ছিল তোমার সুবাস
দুর্বাসার অভিশাপ, দূর দেশে তোমার আবাস
কাছে নেই, পাশে নেই প্রতিক্ষণ কাঁদে মনপ্রাণ।
তুমি স্নিগ্ধা পরনারী, এ জীবনে হবে না মিলন
অবিরত অনুভব করি আমি তোমার অভাব
ঘরে-বাইরে যেন মারি মহামারি হল প্রাদুর্ভাব
কোথা যাই কোথা গেলে পাব আমি স্নিগ্ধ সমীরণ।

প্রিয়তমা নারী ছিলে, ছিলে ধনি দেবশ্রীসমান
বহু দূর সিন্ধু পারে আজকাল তোমার আবাস
তোমার অভাবে রোজ দগ্ধ দেহ, প্রাণমন কাঁদে বারো মাস
রাত্রিদিন যাতনায় চিৎকার করে কাঁদে জান।
প্রিয়তমা নারী ছিলে-ছিলে তুমি রূপসী ভাস্বান
তোমার অভাবে প্রিয়া প্রাণমন খান-খান-খান।

২০.১.২০১২

অপার্থিব প্রেম-২

পাশের কোঠায় বাস
মধ্যরাতে দোর খুলে রেখেছে সুন্দরী
তবু তাকে সঙ্গমে ডাকিনি
কারণ-কারণ আছে
সব প্রেম শরীর চায় না
অতীন্দ্রিয় প্রেমে খুশি আমার হৃদয়
অতীন্দ্রিয় প্রেমে প্রাণ স্বর্গসুখ পায়
অলৌকিক প্রেম আলো, আলোর আলয়
বুকে নিয়ে অপার্থিব প্রেম ধনি ঘুমাও-ঘুমাও

নাও নাও অলৌকিক প্রণয়চুম্বন
আলোর নির্মিত চুমা নাও ধনি নাও বার-বার।

২১. ১. ২০১২

অকারণ

জেনে গেছি একশো দোষ সুন্দরী তোমার
তবুও তোমাকে দেখে ভালোবাসা ধায়
মরি মরি প্রেম
সে মানুষ অমানুষ বিচার করে না।

জেনে গেছি একশো দোষ সুন্দরী তোমার
তবু দেখে অকারণ ভালোবাসা ধায়।

১৯. ২. ২০১২

সম্ভব নয়

ইচ্ছা করি ঘৃণা করি, সম্ভব নয় ;
মন্ত্রবলে বশ করো—বশংবদ রোজ ;
ছলা কলা-মন্ত্র পড়ো সর্বজন বশ ;
ভোজবাজি জানো ভালো ;
সমস্ত পুরুষজাতি তোমার কিঙ্কর।

ইচ্ছা করে ঘৃণা করি, সম্ভব নয় ;
চোখে জাদু মুখে জাদু জাদু খেলে গায়,
পুরুষসিংহ খায় পদাম্বুজ রোজ ;
বীরগণ দেবীজ্ঞানে পূজা করে রোজ ;
সর্বজন করে রোজ শিরসিভূষণ ;
দশমহাবিদ্যা রূপে পূজা করে রোজ।

ইচ্ছা করে ঘৃণা করি, সম্ভব নয় ;
মন্ত্রবলে বশ করো, বশংবদ রোজ।

২২.২.২০১২

সর্বস্ব

কিঙ্করী সুন্দরী মেয়ে তার সাথে প্রেম
হাস্যে তার ফুটে ওঠে হাজার কুসুম
স্বরে তার বাঁশি বাজে
মাথা-ভরা চুল তার মেঘলা আকাশ
মুখে জ্বলে জ্বলজ্বল লাল গোল চাঁদ।

কিঙ্করী সুন্দরী মেয়ে সর্বস্ব আমার
আমি তার সাতনরি হার
সে আমার চুনিপান্না, মহিষী সমান
আমি তার নিত্য ক্রীতদাস
কিঙ্করী সুন্দরী মেয়ে সর্বস্ব আমার।

২৩.২.২০১২

প্রেম বিশ্বজিৎ

ঈশ্বরীর মতো তুমি পরমা সুন্দরী
কাছে যাই শান্তি পাই ডাকি প্রাণেশ্বরী
তুমি বলো : ভালো-ভালো, নাও প্রেমালোক
আমি বলি : আলো দিয়ে লিখব লক্ষ শ্লোক
তুমি বলো, আমি বলি : প্রেম বিশ্বজিৎ
চরাচর মনোহর করে প্রেমগীত।

২৩. ২. ২০১২

ফুল্ল এক সোনাঝুরি গাছ

তুমি যেন ফুল্ল এক সোনাঝুরি গাছ
অপরূপ রূপ দেখে শৃঙ্গার সঙ্গম থেকে থাকি বহু দূর
প্রাণ-জুড়ে অপার্থিব প্রেম-ঝড় বয়
ক্ষণে-ক্ষণ তুমি-তুমি, সুষমা-আলয়
ক্ষণে-ক্ষণ তুমি-তুমি, শত স্বপ্নলোক
তোমার সুষমা দেখে স্বর্গে করি বাস
তুমি-তুমি রূপালয়
প্রতিক্ষণ তুমি-তুমি ফুল্ল এক সোনাঝুরি গাছ।

২৪. ২. ২০১২

অমনি অমনি ভালোবাসি

অমনি অমনি ভালোবাসি একেবারে অপছন্দ আদান-প্রদান
সারা গায় পুষ্প হাসে আশ্বিনের লাল গোল চাঁদ জ্বলে মুখে
হাসির জোয়ারে ওড়ে কোথা থেকে কোথা রোজ মন-মধুকর
বার-বার শুভদৃষ্টি ঝরঝর আনন্দ-আসর
অমনি অমনি ভালোবাসি একেবারে অপছন্দ সঙ্গম শৃঙ্গার।

অমনি অমনি ভালোবাসি একেবারে অপছন্দ আদান-প্রদান
কামনা বাসনাহীন, অমনি অমনি ভালোবাসি সুন্দরী তোমায়
চাই রোজ সুখ-সুধা, শান্তি-সুধা প্রণয়-আসর
আলোধারা জ্যোৎস্নাধারা সোনাঝরা প্রণয় তোমার
অমনি অমনি ভালোবাসি চাই রোজ অপার্থিব প্রণয়-আসর।

একেবারে অপছন্দ শৃঙ্গারসঙ্গম ধনি আদান-প্রদান
অমনি অমনি ভালোবাসি চাই রোজ অলৌকিক প্রণয় তোমার।

২৪. ২. ২০১২

সুন্দরী পরস্ত্রী দেখে

সুন্দরী পরস্ত্রী দেখে মহাখুশি মন-মধুকর
ইচ্ছা করে উপপত্নী রূপে তাকে করি আলিঙ্গন
        ঘরণীর মতো ভালোবাসি
ডেকে বলি : পোলাও-পায়েস চাই সুন্দরী এখন
মধ্যরাতে হও তুমি আমার সঙ্গিনী।

জানি-জানি ভালো নয় প্রস্তাব আমার
        কী যে করি কী যে করি
সুশ্রী পরদার দেখে পাগলা ঘোড়া মন-মধুকর
        বিরহ্-আগুনে পোড়ে মন
কু-প্রস্তাবে সু-প্রস্তাবে থাকে না তফাত।

২৯.২.২০১২

...যদি হতে

তুমি যদি হতে ভদ্র ঘরের দুলালি
নিশ্চিত প্রেমিকা হতে
সুরনারী বলে আমি ডাকতাম সুন্দরী
পার্কে লেকে হাটে-ঘাটে বাজারে-বন্দরে হতে সঙ্গিনী আমার
সন্ধ্যালোকে শিমুলের মূলে বসে গল্প হতো রোজ
জ্যোৎস্নালোকে শেফালিকা তলে বসে হতো প্রেমালাপ
অন্তরালে প্রেম খেলা হতো রোজ তোমার-আমার
কালক্রমে হতে তুমি ঘরণী আমার।

তুমি যদি হতে ভদ্র ঘরের দুলালি
রজনীগন্ধার তোড়া উপহার দিতাম সুন্দরী
বাবা দেখে বলে উঠত : রূপা মেয়ে পুতসঙ্গে দেব আমি বিয়ে
মা-ও দেখে বলত হর্ষে : পরমাসুন্দরী কন্যা বধূরূপে করব বরণ
ছোটভাই বলত দেখে : ডাক-সুন্দরী হবে বউদি আমার

আমার কপাল মন্দ, অভিজাত বংশে নয় জন্ম তোমার
সেকারণে তোমার আমার প্রেম বানভাসি ফুল
তুমি কাঁদো আমি কাঁদি কাঁদে প্রেম তোমার-আমার।

১. ৩. ২০১২

কে জানে কেমন আছে

কে জানে কেমন আছে যৌবনের সঙ্গিনী আমার!
মনে পড়ে দুজনাতে জ্যোৎস্নালোকে বেড়াতাম লবান পাহাড়
ঝলমল ঝিলমিল রূপ দেখে জুড়াত হৃদয়
সকালের মিঠে রোদে বেড়াতাম শিলং পাহাড়
সুমধুর রূপ দেখে বিমোহিত হত মনপ্রাণ
পাতা মেলে পাইন বন করিত বাতাস
শোনাতাম বাতাসের সোনাঝরা হিরাঝরা গান।

কে জানে কেমন আছে যৌবনের সঙ্গিনী আমার!
দুজনাতে মিঠে রোদে বেড়াতাম শিলং পাহাড়
গল্ফলিঙ্কে বসে আমরা দেখতাম বহুবর্ণ মেঘের বাহার
প্রপাতের পাশে বসে দেখতাম দুধসাদা ফেনিল পাহাড়
ঝরঝর বর্ষার দিনে সুখে দেখতাম রূপ-অপরূপ
নির্মেঘ আকাশ দেখে মাঝে-মাঝে মনে হত ইন্দ্রপুরে বাস
মনে পড়ে মনে পড়ে, কে জানে কেমন আছে যৌবনের সঙ্গিনী আমার!

২. ৩. ২০১২

মনে পড়ে মনে পড়ে

গোলাপের গন্ধ-ধোয়া নাম
প্রেমে ছিল চামেলির ঘ্রাণ
মনে পড়ে মনে পড়ে তোমাকে আমার।

স্বরে ছিল বাঁশির আওয়াজ
রূপে ছিল মিঠে মিঠে পৌষের রোদ
মনে পড়ে মনে পড়ে তোমাকে আমার।

গোলাপের গন্ধ-ধোয়া নাম
মনে পড়ে মনে পড়ে তোমাকে আমার।

৩. ৩. ২০১২

মরি-মরি রূপ

হলুদ বরণী তোলে হলদে রং ফুল
দৃশ্য সুমধুর
পরমার মতো তার মুখ
দেবকীর মতো তার রূপ
তাকে ঘিরে নৃত্য করে মধুর প্রণয়
মরি-মরি রূপ!

৫. ৩. ২০১২
পুণে

এবার মুম্বাই এলে-১

এবার মুম্বাই এলে জুহু বিচে নিয়ে যাব সুন্দরী তোমায়
বিশাল সাগর দেখে চোখ যাবে খুলে
প্রসারিত হবে জানি হৃদয় তোমার
সঙ্গে এনো হাদা গাধা স্বামীই তোমার
একেবারে মল্লযোদ্ধা মস্ত ষাঁড় একান্ত রোবট
হাঁদাটি এখানে দেখে মিনি ভূভারত
ছত্রপতি শিবাজীর স্বপ্নের জগৎ
বদলে যাবে হবে জানি কিছুটা মানুষ।

এবার মুম্বাই এলে জুহু বিচে নিয়ে যাব সুন্দরী তোমায়
সঙ্গে এনো হাদা গাধা স্বামীটি তোমার
বিশাল শহর দেখে দেখে এক মিনি ভূভারত
সঙ্কীর্ণ হৃদয় তার হবে জানি কিছুটা বিশাল
এবার মুম্বাই এলে জুহু বিচে নিয়ে যাব সুন্দরী তোমায়
সঙ্গে এনো হাদা গাধা মল্লযোদ্ধা স্বামীটি তোমার।

৬. ৩. ২০১২

মন ভালো মন ভালো

আসছো জেনে মন ভালো মন ভালো সুন্দরী আমার
মনপাখি নর্তকীর মতো করে নাচ
ইচ্ছা করে ফোনে বলি : এসো তাড়াতাড়ি
ফুলঝুরি রূপ দেখে দেখে মুখ অনিন্দ্যসুন্দর
ভাসব আমি আনন্দ-সাগরে
জ্যোৎস্নালোকে দ্বৈতকণ্ঠে গান করব হাতে রেখে হাত
মুহুর্মুহু শুভদৃষ্টি হবে ধনি, ঘন ঘন প্রেমবৃষ্টিপাত।

আসছো জেনে মন ভালো মন ভালো সুন্দরী আমার
জলদি এসো রাতভর গল্প করব বারান্দায় বসে
মাঝে-মাঝে টর্চ জ্বেলে দেখব আমি অপরূপ মুখ
নীলজবা চোখ
প্রেমাচ্ছন্ন হয়ে আমি সুন্দরী তোমার
বিদ্যাধরী, জাদুকরী ডাকব বার-বার।

৬. ৩. ২০১২

স্বপ্নের দেশ

পর-পুরুষের প্রেম মণি-রত্ন-হেম
স্নান করি প্রেমালোকে রূপালোকে তার
সঙ্গোপনে গালে তার চুমু খাই দিনে দুশোবার
অন্ধকারে ডাকি রোজ সঙ্গমে শৃঙ্গারে তাকে
তাকে নিয়ে লাল নীল স্বপ্নে কাটে দিন
মধু ঝরে সুধা ঝরে পরকীয়া প্রেমে।

সুমধুর স্বপ্নলোক পরকীয়া প্রেম
দিনে রাঙা রাতে রাঙা রাঙা অবিরাম
হাটে ঘাটে লক্ষ লোক করে পরকীয়া
কেউ করে সঙ্গোপনে কেউ করে স্পষ্ট দিবালোকে
পরকীয়া প্রেমগন্ধে লক্ষজন পাগল-পাগল
মণিপুর সোনাপুর পরকীয়া প্রেম
পরকীয়া স্বর্গপুর স্বপ্নলোক সুষমার দেশ।

৭. ৩. ২০১২

সোনাপাখি

কালো পরি ডাকি তোকে ডাকি সোনাপাখি
কখনো বা যুঁই ডাকি কখনো বা রাখি
শত নামে ডাকি তোকে কী যে ভালোবাসি
ডাক নামে ডাকি তোকে ডাকি হাসি-হাসি

কালো পরি তোকে আমি খুব ভালোবাসি
রাতভর ঘুমঘোরে ডাকি হাসি-হাসি
কালো পরি তুই-তুই প্রেমিকা প্রধান
লায়লা তুই, মুহুর্মুহু রাধিকা-সমান।

৯. ৩. ২০১২

প্লাসে-প্লাসে প্লাস

আপনাকে কী যে ভালোবাসি আমি মিসেস বসাক
রূপ দেখে মুখ দেখে দিনভর রাতভর উন্মাদ-উন্মাদ
ইচ্ছা করে নীল খামে চিঠি লিখে গোলাপি অক্ষরে
করি আমি অফুরান প্রেম নিবেদন
রাজি হলে পুনরায় আপনার সঙ্গে হবে শুভ পরিণয়
শর্ত শুধু মিস্টার বসাক যেন পুনর্বার করেন বিবাহ।

মুখে তুলে শঙ্খশুভ্র হাসির তরঙ্গ
ভোমরার মতো করে চোখ বললেন আপনি
মিস্টার ব্যানার্জি আপনি রূপঝুরি গাছ এক
কার্তিকের মতন সুন্দর,
সুভদ্র আপনি হোন নতুন প্রেমিক
আপনার রূপ-রোদে স্নান করে তৃপ্ত হবে প্রাণ
অবিরত করব সুধা পান।

ভালো-ভালো দুজনার একই অভিলাষ
প্লাসে-প্লাসে প্লাস
শুনুন-শুনুন তবে মিসেস বসাক
আজ থেকে আপনার সঙ্গে করব সঙ্গোপনে প্রেম
আমি হব আপনার নতুন প্রেমিক
প্রেমরাজ্যে আমরা হব মুহুর্মুহু অন্তরঙ্গ শুকশারি রোজ।

১০. ৩. ২০১২

রূপবতী কালো পরি

রূপবতী কালো পরি খুব ভালোবাসি
ইচ্ছা করে ডানা ধরে ঝুলে থাকি দিনরাত ধনি,
        গালে দিই দুশো চুমা
        ঠোঁটে খাই চারশো চুমা

বার-বার চুমা-ঝড় দিই উপহার
শৃঙ্গারে সঙ্গমে ডাকি দিনে বহুবার।

রূপবতী কালো পরি
হাসি যেন অন্ধকারে জ্যোৎস্নার বান
তমবর্ণ চুল যেন কালোর ঝিলিক
চোখে জ্বলে মুখে জ্বলে আলো ঝিকমিক
সর্ব অঙ্গে কালো আলো করে ঝলমল
রূপ দেখে দিলখোস মনখোস রোজ
রূপবতী কালো পরি ভালোবাসি খুব।

১১. ৩. ২০১২

প্রেমিক বদল

বার বার করি আমি প্রেমিক বদল
বার বার করি আমি পুরুষ বদল
কী যে মিঠে স্বাদ
হাসনুহেনা গন্ধ যেন পারিজাত ঘ্রাণ
পুরুষ বদল মানে বাজিবে সুধাস্বাদ
সুধানদে স্নান।

বার বার করি আমি প্রেমিক বদল
বার বার করি আমি পুরুষ বদল
চন্দ্রালোকে চন্দনের বনে যেন বাস
ঊষালোকে গন্ধরাজ বনে যেন বাস
ম-ম গন্ধ রাত্রিদিন মধুর সৌরভ
বার বার করি আমি প্রেমিক বদল।

১২.৩.২০১২

সুন্দরের পূজা

কিঙ্করী সুন্দরী নারী তাকে ভালোবাসি
সর্বজন মন্দ বাসে ভ্রূক্ষেপ করি না
সুন্দরের আরাধনা পুণ্যস্নান ভাবি
খাঁটি প্রেমী সুন্দরের পূজা করি রোজ।

কিঙ্করী সুন্দরী নারী তাকে ভালোবাসি
প্রয়োজনে তাকে নিয়ে হব পরবাসী
প্রতিদিন খাব আমি প্রেমামৃত-ফল
প্রেমরাজ্য দেবভূমি, নিষিদ্ধ নিষেধ।

কিঙ্করী সুন্দরী নারী তাকে ভালোবাসি
খাঁটি প্রেমী সুন্দরের করি আরাধনা।

১৪. ৩. ২০১২

কালো পরি

পরনারী কালো পরি
তোমাকে যে ভালোবাসি
জানবে না কেউ
অন্ধকারে কামকেলি
অন্তরালে জলকেলি
সাত সত্য জানবে না কেউ।

পরনারী কালো পরি
প্রাণমন সমূহ সম্পদ
দিনরাত অবিরত জপ করি নাম
নাম থেকে মধু ঝরে সুধা ঝরে
প্রতিক্ষণ পান করি রোজ।

১৯. ৩. ২০১২

বিরহ

প্রাণ-প্রাণ-প্রাণ
প্রাণের ভিতরে তুমি প্রাণ
মুহুর্মুহ মনে পড়ে
মুহুর্মুহু স্বপ্ন দেখি প্রাণ

প্রাণ তুমি বহুকাল দূর সিন্ধুপারে
তোমার বিরহে প্রাণ খান-খান প্রাণ
রাত্রিদিন মরুভূমে বাস
বাস যেন সূর্যের ভিতরে।

৭. ৪. ২০১২

সম্পর্ক

এক

শালার বউ জ্যেষ্ঠ শালি
বড়দি ডেকে প্রণাম করি
শালামশাই তুষ্ট থাকো
কেউ দেখবে না তোমার পরি।

দুই

শালির সঙ্গে হোলি খেলি
রাগ করো না ভায়রা ভাই
তুমি খাচ্ছ আমসত্ত্ব
আমি আমের খোসা চিবাই।

তিন

দাদার পায়ে প্রণাম রাখি
বউদির সঙ্গে প্রণয় করি
দাদা তুমি চোখ বুজে রও
স্নেহের ছোট প্রেম-ভিখারি।

৮. ৪. ২০১২

ফলে

পাশাপাশি দেখে রোজ নগ্ন রূপ তোমার-আমার
জেগে ওঠে পুষ্পধনু—
ফেলে তার মায়াজালে রোজ ;
ফলে তুমি আমি প্রেম করি
পরস্পর দিই রোজ হাজার চুম্বন।
কী মধুর প্রেমখেলা রোজ
বেঁচে থেকো পুষ্পধনু, বিশ্ব করো প্রণয়-মধুর।

১২. ৪. ২০১২

দিনলিপি

এক
নিকটে প্রথম দেখা সুন্দরী তোমার
মনে হল যেন তুমি চির পরিচিতা
মদিরাক্ষী বলো যদি দেখা হবে কাল
দাঁড়িয়ে থাকব আমি পার্কের কিনারে।

দুই
এ জগতে প্রেমকথা অমৃত-সমান।
রমানাথ কবি কয় শোনে পুণ্যবান॥

১৪. ৪. ২০১২

কেন চুপচাপ সুন্দরী

কেন চুপচাপ কেন উদাসীন সুন্দরী
মুখ তুলে চাও দুটি কথা কও হরিণী
হাসিতে ঝরাও পূর্ণিমা চাঁদ
খুশিতে ঝরাও বৃষ্টি।

কেন চুপচাপ কেন নির্বাক সুন্দরী
চোখ তুলে চাও দুটি কথা কও
প্রাণ ফিরে পাক প্রাণ
খুশির জোয়ারে ভেসে যাক সখি প্রাণ।

কেন চুপচাপ কেন উদাসীন সুন্দরী
মুখ তুলে চাও দুটি কথা কও ভ্রমরী।

১৪. ৪. ২০১২

ইচ্ছা করে

ইচ্ছা করে চোখে তোর চুমু খাই
চুমু খাই গালে
ঠোঁটে ঠোঁট রেখে সই
আশ্লেষে শৃঙ্গারে ডাকি
প্রেম করি রোজ
বৃষ্টি হোক, বৃষ্টি হোক খুব
চোখ বুজে চুলের আঁধারে শোই
শোই রোজ রূপের আগুনে।

ইচ্ছা করে চোখে তোর চুমু খাই
চুমু খাই গালে
রাতভর দিনভর পড়ে থাকি পায়ে
রাতভর দিনভর প্রেমগাঙে স্নান করি রোজ
বৃষ্টি হোক, বৃষ্টি হোক খুব।

১৫.৪.২০১২

ক্রীতদাস

চোখ থেকে মধু ঝরে সুধা ঝরে বৃষ্টি ঝরে রোজ
মুখ থেকে সোনা-হিরা ঝরে প্রতিদিন
কালো পরি রাঙা পরি চোখের নিমেষে
পাগল-পাগল আমি তার ক্রীতদাস।

১৬. ৪. ২০১২

মণি-রত্ন-হেম

তার সাথে ঘুরি রোজ সন্ধ্যার আঁধারে
চোখে আলো মুখে আলো
কালো বেণী কামড়ায় সাপিনীর মতো
হাসি-খুশি মুখ তার যেন গোল চাঁদ
ভালোবেসে গল্প করে
মৃদু স্বরে কথা কয় সন্ধ্যার আঁধারে
মরি-মরি প্রেম
ক্ষণে-ক্ষণ মণি-রত্ন-হেম।

১৭. ৪. ২০১২

মানবীপ্রধান

কিঙ্করী হলেও তুমি মানবীপ্রধান
        প্রেম করি রোজ
        কী ভালো মানুষ!
প্রেম-রাঙা চোখ দুটি, আপেলের মতো লাল মুখ
        পাহাড়ের মতো স্তন
ভালো লাগে ভালো লাগে খুব
        কিঙ্করী প্রেমিকা বলে
                নিন্দা করে হাজার মানুষ।

কিঙ্করী হলেও তুমি মানবীপ্রধান
প্রেমামৃত ঝরে রোজ মনপ্রাণ হৃদয়ে আমার
প্রেমরাজ্যে রানি-বাঁদি একাকার
দাসী-বাঁদি সম্রাজ্ঞী-সমান
কিঙ্করী হলেও তুমি মানবীপ্রধান
প্রেম করি রোজ।

১৮. ৪. ২০১২

কালো পরি মনে পড়ে রোজ

মনে পড়ে মনে পড়ে কালো পরি মনে পড়ে রোজ
ডাগর উজ্জ্বল চোখে চেয়ে-চেয়ে কী যে মধু ছড়াতিস তুই
আমার দু'চোখ রোজ পান করত সুধা গ্লাস-গ্লাস
মরি-মরি কী মধুর ছিল সখি সঙ্গ-সুধা তোর
কালো পরি ভালো নারী মনে পড়ে রোজ
রাত্রিদিন হৃৎপুরে বাস, প্রাণে তোর হাত
অহরহ তোর নাম জপ করি রোজ
অহরহ নামে তোর গন্ধরাজ-ঘ্রাণ।

মনে পড়ে মনে পড়ে কালো পরি মনে পড়ে রোজ
আর আমি অহরহ প্রেমরাজ্যে করি বসবাস
কী মধুর প্রেমগন্ধ রাত্রিদিন মরি মরি সুখে
মনে হয় রাত্রিদিন জ্যোৎস্নালোকে বাস
মনে পড়ে মনে পড়ে কালো পরি মনে পড়ে রোজ
আর আমি গোমুখীর জলে যেন রোজ করি স্নান।

১৮.৪.২০১২

মন ভালো খুব

কালো পরি প্রিয় নারী, ভালোবাসি খুব
চোখে জ্বলে অরুণাভা গায় কৃষ্ণালোক
মরি-মরি মনোহর রূপ
হাতে হাত রাখো সখি ষোলো-আনা সুখ।

কালো পরি প্রিয় নারী সোনাপাখি রোজ
যতক্ষণ ধারেকাছে মন ভালো মন ভালো খুব।

২০. ৪. ২০১২

তুমি হও পরমা আমার

কালো পরি ভালো নারী প্রেমে ডাকি রোজ
চোখে জ্বলে নীলাকাশ মুখে হাসে চাঁদ
প্রেমে বহু গন্ধরাজ-ঘ্রাণ
কালো পরি ভালো নারী তুমি হও সর্বস্ব আমার।

কালো পরি ভালো নারী প্রেমে ডাকি রোজ
তুমি হও প্রিয়তমা পরমা আমার।

২২. ৪. ২০১২

এবার মুম্বাই এলে-২

এবার মুম্বাই এলে পার্কে বসে গল্প করব ঝুমা
ঝাঁক-ঝাঁক পায়রা ওড়া দেখব দুইজনে
দোলনায় দোল খেয়ে দেখব আমরা রাতের আকাশ
সারিবন্দি নারকেল গাছ
মাঝে-মাঝে সঙ্গোপনে স্তনে রাখব হাত

জ্যোৎস্নালোকে জুহু বিচে বসে দেখে নৃত্যরত বিশাল সাগর
প্রেম গাঙে করব আমরা স্নান।

এবার মুম্বাই এলে ত্রিশতলা থেকে দেখব রাতের শহর
চারপাশে জ্বলজ্বল ইন্দ্রপুরি দেখব আমরা ঝুমা
মনে হবে এ শহর স্বপ্নলোক স্বপ্নের জগৎ
গল্পে গল্পে কেটে যাবে রাত
মধ্যরাতে দেখব আমরা চাঁদ উঠছে পশ্চিমঘাট পর্বতচূড়ায়
আকাশে-আকাশে তারা—তারার দঙ্গল
এবার মুম্বাই এলে রাতভর দুজনাতে দেখব ঝুমা
জ্বলজ্বল ইন্দ্রপুরি স্বপ্নের শহর।

২২. ৪. ২০১২

ছায়াদেবী মায়াদেবী রোজ

নৃত্যপর পাছা দেখে মুনি-ঋষি পাগল-পাগল ;
সাধারণ লোক করে রোজ হার্টফেল।
চোখের নাচন দেখে মুনি-ঋষি পাগল-পাগল ;
সাধারণ লোক করে রোজ হার্ট-ফেল।
কিবা ধাতু দিয়ে গড়া রমণী-সমাজ?
জিজ্ঞাসা করলে ব্রহ্মা নিরুত্তর রোজ।
ক্ষণে ক্ষণ মেঘে ঢাকা কামিনীর মন
অজ্ঞাত তা বারমুলা প্রায়
কুয়াশা-নগরবাসী কামিনী সমাজ
তারা সব ছায়াদেবী মায়াদেবী রোজ।

২৪. ৪. ২০১২

জয় করে রোজ

কন্যার বয়সী নারী হাস্যে-লাস্যে জয় করে রোজ
আর আমি মনে-মনে তার সঙ্গে প্রেম করি খুব—
শৃঙ্গারে সঙ্গমে ডেকে রাতভর করি উপভোগ ;
প্রেম-ঘোরে রাত কাটে রোজ।
কন্যার বয়সী নারী প্রাণপ্রিয়া-বিশল্যকরণী ;
ভালোবেসে হাস্যে-লাস্যে জয় করে রোজ।

২৪. ৪. ২০১২

প্রণয় মানে

তার সাথে গভীর প্রণয় ছিল
সঙ্গমে ডাকিনি বলে মান-অভিমান
তবে কি প্রণয় মানে
অন্তরঙ্গ কামকেলি পুষ্পধনু ভজা
শূন্য-শূন্য একশো শূন্য অপার্থিব প্রেম
অলৌকিক প্রেম শুধু ধাঁধা।

৩০. ৪. ২০১২

ছলাকলা

তোমার সঙ্গে গোপন প্রণয়
কেউ জানে না
পঞ্চমুখে নিন্দে করি তোমার আমি
লোকের কাছে বলে বেড়াই
বড্ড খারাপ বড্ড চালাক
হাজার রকম কায়দা তোমার

সঙ্গোপনে হাজার চুমা
স্তন চুষে খাই
শরীর জুড়ে আদর ছড়াই
শপথ করে প্রণয় জানাই
অন্তরালে বলি তোমায়
লোকে জানুক তুমি সতীর চূড়ামণি।

৩০. ৪. ২০১২

ভাস্কর্য

রঁদার ভাস্কর্য যেন তোমার শরীর
কী সুঠাম স্তনমালা
চোখ-মুখ অপূর্ব সুন্দর
সুগঠিত পাছা-ঊরু আশ্চর্য সুন্দর
মরি-মরি
সুষমা-প্রতিমা তুমি, ঐশিক ভাস্কর্য।

৭. ৫. ২০১২

সঙ্গত

তোমার অপেক্ষা করি মুহুর্মুহু ঝুমা
প্রতিদিন মুঠোফোনে বলো তুমি : আসছি আমি কাল
আশাভঙ্গ করো রোজ হয় নাকো আসা
কখনো তোমার তাতে খারাপ লাগে না
ঝুমা তুমি পাথর-প্রতিমা
ষোলো-আনা হৃদয়বিহীনা।

ঝুমা তুমি রোজ করো কথার খেলাপ
পুনর্বার মুঠোফোনে হবে না আলাপ

মহুর্মুহু ছলাকলা তোমার স্বভাব
সেকারণে অনুভব করি নাকো তোমার অভাব
তোমার স্বভাব নিয়ে ঘর করো তুমি
দূরে-দূরে বাস করা সঙ্গত আমার।

৭. ৫. ২০১২

স্বপ্নে দেখা

মাঝে মাঝে রিমি তুমি স্বপ্নে দাও দেখা
স্বপ্নে সঙ্গ-সুধা পান স্বপ্নে ভালোবাসা
স্বপ্নের জগৎ রিমি সোনালি গোলাপি
        নীলে-নীলে নীল
আশ্বিনের আকাশের মতো গাঢ় নীল
সে-জগতে মুহুর্মুহু জ্বলে লাল চাঁদ।

মাঝে-মাঝে রিমি তুমি নিয়ে যাও স্বপ্নের জগতে
বায়বীয় কামাচার মধুর-মধুর
মুহূর্তের জন্য যেন মধুবনে বাস
মাঝে-মাঝে রিমি তুমি স্বপ্নে দাও দেখা
মাঝে-মাঝে স্বর্গে করি বাস
চোখ ভরে দেখি আমি স্বর্গের সুষমা।

৯. ৫. ২০১২

শিলং পাহাড়ে হাঁটে

সকালে-বিকালে সন্ধ্যা-দুপুরে চোখ বুজে দেখি
তোমার-আমার সোনালি দিন শিলং পাহাড়ে হাঁটে
        রৌদ্র পোহায় রডেরনড্রন ফুল তোলে
কখনো তুমি কী যে উদাসীন কখনো কী যে হাসি-খুশি সই
শিলং পাহাড় দেখেছে তোমার কঠিন মধুর রূপ।

তোমার-আমার সোনালি দিন শিলং পাহাড়ে হাঁটে
পাইন বন নাচে মধুর বাতাসে তুমি আমি হাঁটি পাশাপাশি
রৌদ্র-জ্যোৎস্না হিমেল বাতাসে তুমি আমি হাঁটি পাশাপাশি
পুবের আকাশে উঁকি দেয় হেসে রক্তিম সূর্য
রুপালি বরফে আবৃত শহরে তুমি-আমি হাঁটি।

তোমার-আমার সোনালি দিন শিলং পাহাড়ে হাঁটে
পাইন বনে হাসে তরুণ চাঁদ তুমি-আমি দেখি পাশাপাশি বসে
ফল্‌সের পাশে তুমি-আমি বসে, নাম-না-জানা পাখি ডাকে সুর ধরে
বৃষ্টির মাস একছাতাতলে তোমার-আমার পাশাপাশি চলা
পুজোর দিনে পাড়ায় পাড়ায় তোমার-আমার প্রতিমা দেখা।

সকালে-বিকালে সন্ধ্যা-দুপুরে চোখ বুজে দেখি
তোমার-আমার সোনালি দিন শিলং পাহাড়ে হাঁটে।

১১. ৫. ২০১২

জানলি না জানলি না তুই

বলে গেলি ফিরে আসবি এলি না সুন্দরী
জানিস না জানিস না তুই
        আমি তোর নীরব প্রেমিক
নীরব প্রেমের ব্যথা বুঝবি না বুঝবি না তুই
কী যে করি কী যে করি মরি-মরি বিরহে সুন্দরী
        বেদনা অপার
তরঙ্গিত সাগরের মতো গ্রাস করে পৃথিবী আমার।

বলে গেলি ফিরে আসবি এলি না সুন্দরী
জানিস না জানিস না তুই
নীরব প্রেমিক আমি প্রতারণা-বলি তোর রোজ
ভালো থাক ভালো থাক অহরহ সুখে থাক তুই

আমার বেদনা নিয়ে পড়ে থাকি আমি
অপার বেদনালোকে করি আমি বাস
জানলি না জানলি না তুই অন্তহীন বেদনা আমার।

১৯. ৫. ২০১২

যদিচ তুমি দূরবাসিনী

যদিচ তুমি দূরবাসিনী
তোমার আমার ভালোবাসা হাত ধরে চলে রোজ
স্বপ্নে কিংবা জাগরণে শুধুই দেখি তোমার সোনালি রূপ
তোমার গোলাপি মুখ
তোমার মধুর হাসির ছোঁয়া হৃদয়ে জাগায় সুর
তোমার রূপের মধুর গাঙে স্নান করি আমি রোজ।

যদিচ তুমি দূরদেশিনী
তবুও প্রাণে মধুর বাঁশি বাজাও তুমি রোজ
গানে-গানে হৃদয় জাগাও স্বরে জাগাও প্রাণ
তোমার স্মৃতি হৃদয়পুরে মধুর হাওয়া রোজ
মন দুটি এক তুমি ও আমি একবৃন্তে দুটি ফুল
দূরে থেকেও আমরা দুজন পাশাপাশি হাঁটি রোজ।

২১. ৫. ২০১২

তুল্যমূল্য

সঙ্গোপনে ডেকেছিলে সঙ্গমে সুন্দরী
মূর্খের মতন আমি করে প্রত্যাখান
বলেছি তোমায় :
বনেদি ঘরের ছেলে কিঙ্করীর সঙ্গে প্রেম
মানায় না আমায়

সেজন্য এখন করি বহু অনুতাপ
জেনে গেছি প্রেমরাজ্যে জাতপাত মূর্খের বিলাস
যুবতী রমণী মাত্রে নায়িকা-প্রেমিকা
কিঙ্করী নিমেষে হয় সুপ্রিয় নায়িকা
প্রেমরাজ্যে একাকার ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল
তুল্যমূল্য দাসী-বাঁদি বসাক-বড়াল।

২১. ৫. ২০১২

প্রেম

তোমার কুড়িতে আর আমার আশিতে
প্রেম খেলা সমুচিত নয়
যাও মেয়ে যাও ফিরে থুতু ফেলবে লোক।

মেয়ে বলে : প্রেমে নেই দিনক্ষণ
থুতু বসনভূষণ
কলঙ্ক সত্ত্বেও চাঁদ আলো দেয় রোজ।

২৩. ৫. ২০১২

কী এক ঝড়

তার সাথে আজ দেখা হয়নি
মন ভালো নেই আজ
মনের ভেতর বাঘের আঁচড়
শিরায়-শিরায় আশীর বিষ
মরি-মরি অপার বেদনা
কী এক ঝড় তাড়া করে ফেরে
বুঝি না আমি বুঝি না।

তার সাথে আজ দেখা হয়নি
কুরে-কুরে খায়
অশেষ অপার বেদনা
আছি কী নেই বুঝি না আমি
মরি-মরি-মরি বেদনা
কী এক ঝড় তাড়া করে ফেরে
বুঝি না আমি বুঝি না।

২৩. ৫. ২০১২

ঝুমা! ঝুমা! ঝুমা!

বারো-তলা আলো করে আছ তুমি ঝুমা
মাঝে-মাঝে লিফটে হয় দেখা
মনে হয় যেন এক রাজশ্রী দর্শন
লোকালয়ে যেন এক দেবী আগমন।

বারো-তলা থেকে পার্কে নেমে এসো ঝুমা
তোমাকে দেখব আমি পাশ থেকে রোজ
অপরূপ রূপ দেখে ভরে যাবে মনপ্রাণ রোজ
চারপাশে বইবে ধনি গোলাপি বাতাস।

বারো-তলা থেকে পার্কে নেমে এসো ঝুমা
চারপাশে বইবে ধনি সোনালি বাতাস
আমার হৃদয়ে বইবে ফিরোজ বাতাস
প্রাণমন সুর ধরে ডেকে উঠবে ঝুমা! ঝুমা! ঝুমা!

২৪. ৫. ২০১২

চকিত চাহনি

চকিত চাহনি চঞ্চল হল দেহপ্রাণমন সুন্দরী
প্রণয়-বাণে মরি-মরি-মরি-মরি

ইচ্ছা করে পিছু পিছু হাঁটি কামিনী
পারি না পারি না প্রেমিক পুরুষ সঙ্গী
সোনার বরণ রমণী তোমার সজল কাজল চাহনি
রাতভর তোমায় স্বপ্নে দেখে স্বর্গসুখে আছি।

১. ৬. ২০১২

ছন্দা তুমি চন্দ্রা তুমি

চোখ দুটি তোর বুলেট
পুরুষমানুষ শিকার করিস রোজ
মজা ভীষণ মজা
পুরুষমানুষ প্রজা
দিন দুপুরে ছন্দা রোজ
রাত দুপুরে চন্দ্রা।

৩. ৬. ২০১২

সুন্দরী তুমি তাকালে

সুন্দরী তুমি তাকালে
চোখে জ্বলে নীলাভ আলোক
মুখে ফোটে কদম ফুল
মনোবনে জ্বলে রাঙাগুণ

সুন্দরী তুমি তাকালে
ফুলধনু ছোঁড়ে শনশন বাণ
মরি-মরি-মরি প্রণয়-পীড়ায়
খান-খান-খান প্রাণ।

৩. ৬. ২০১২

জীবনকাঠি

রূপসী তোর দুষ্টু হাসি
নষ্ট করে লোক
রূপের ছটা আগুন ছড়ায় রোজ
রূপসী তুই সোনার কাঠি
হিরার কাঠি
জীবনকাঠি রোজ।

১৩. ৬. ২০১২

মুম্বাইওয়ালি-১

মুম্বাই শহরে বাস
আনাচে-কানাচে ঘোরে মুম্বাইওয়ালি
মুম্বাইওয়ালি হাসে
সোনালি রুপালি ঝড় ওঠে এ হৃদয়ে
খুশবয় আকাশে-বাতাসে
মনের মানুষী হয় খুন।

মুম্বাইওয়ালি জানে ভালো অভিনয়
হেলে-দুলে মৃদু হেসে রোজ কথা কয়
শত অঙ্গরাগ করে ভোলায় মানুষ
কথায়-কথায় দেয় ধন্যবাদ
মনের মানুষী হয় খুন
মুম্বাইওয়ালি মাত্রে ভীষণ চতুর।

১৫. ৬. ২০১২

মুম্বাই চিত্র-৪

আমি তোমাকে দেখলাম
তুমি আমাকে দেখলে না
        আফসোস
পেছনে কালো চুল ছড়িয়ে
ডান পা বাইরে রেখে
তুমি কীভাবে ড্রাইভিং সিটে বসলে
        আমি দেখলাম
তারপর হর্ন বাজিয়ে চলে গেলে তুমি
আমি দেখলাম
আমাকে তুমি দেখলে না
        আফসোস।

২০. ৬. ২০১২

পুনর্বার হবে নাকি দেখা?

গুয়াহাটি-মুম্বাই প্লেনে পাশাপাশি সিট
চোখ ডাকে মুখ ডাকে সমস্ত শরীর ডাকে সুন্দরী তোমার
কালো-কালো চুলগুলি সর্পীর মতন কামড়ায়
সাক্ষাৎ দেবীর মতন মুখ
মনে-মনে চেখে খাই শরীরী সুষমা
তন্দ্রালস চোখে চেয়ে জয় করলে মন
তোমার-আমার হলো মনে-মনে ক্ষণিকের শুভ পরিণয়
প্লেন এলে মুম্বাই আকাশে বলে উঠলে তুমি :
আসি-আসি পুনর্বার হবে হবে দেখা
আমিও বললাম হেসে : আসি-আসি, পুনর্বার হবে হবে দেখা
সত্যিসত্যি পুনর্বার হবে নাকি দেখা? হয় নাকি দেখা?

২৫. ৬. ২০১২

মরে গেছি ঝরে গেছি

তোমাকে স্মরণ করে অবিরত চোখে ঝরে জল।
কী ক্রন্দন করে কাটে দিনগুলি রাতগুলি সই!
হৃদয়-উদ্যানে কাঁদে ক্ষণে-ক্ষণে ম্রিয়মাণ জুঁই ;
দিনরাত চোখ দুটি জলে ছলছল।
হবে না হবে না দেখা চোখে শুধু অশ্রুরেখা,
মরে গেছি ঝরে গেছি যেন চিরতরে,
কোনোদিন ফুলগুলি ফুটিবে না বিশ্বচরাচরে,
আনাচে-কানাচে মরু, মুখ ফুটে বলিব না আর ইউরেকা।

বিরহ-আগুনে পুড়ে মরি-মরি অবিরাম জ্বরে ;
বেদনার ঝড়ে পড়ে চরাচর আগুনের ঘর ;
রাত্রিদিন মনে হয় এ হৃদয় বিদ্ধ লক্ষ শরে।
কী যে করি কী যে করি মৃত্যু ভালো মৃত্যু আজ বর!
আগুনে-আগুনে পুড়ে বিরহ-আগুনে পুড়ে মরি-মরি-মরি ;
মরে গেছি ঝরে গেছি রাত্রিদিন হা-হুতাশ করি।

২৭.৬.২০১২

একবার প্রেম এলে...

তোমার-আমার ছিল কী গভীর প্রেম!
অফুরান প্রেম ছিল তোমার-আমার,
সাগরের মতো ছিল এন্তার বিস্তার,
হৃদয়-আলয়ে জ্বলত মণিমুক্তা হেম।
প্রেম ছিল সোনারং, পান্না সবুজ—
তুমি ছিলে অন্তরঙ্গ বান্ধবী আমার,
সাধিতাম সোনাঝরা নাম বার-বার
মন্ত্রের মতন নাম জপিতাম রোজ।

আকাশে-বাতাসে আজও ভেসে আসে প্রণয়-সৌরভ ;
হাসনুহানা, চামেলির গন্ধ রোজ আকাশে-বাতাসে ;

মাতোয়ারা প্রাণ-মন, মধু ঝরে নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ;
মধুর অর্কেস্ট্রা বাজে, চরাচরে মনোহর সব।
একবার প্রেম এলে জন্মভর সোনালি যাপন ;
সুরে-সুরে গানে-গানে সুমধুর ভুবন-ভবন।

২৭. ৬. ২০১২

ক্ষমা করো

সে নারীকে মনে পড়ে
যার বুকে আমি এক লোহার পাহাড়
সাহারা ভুবন এক
কলকল খলখল নদী ভয়ঙ্কর।
সে নারীকে মনে পড়ে
যার বুকে ক্ষণে-ক্ষণ আমি ঝড়-জল
ঘুটঘুটে অন্ধকার
অজগর সাপ তক মস্ত অভিশাপ।

প্রায়শ ক্রন্দন তার স্পর্শ করে আমার হৃদয়
নিরালায় বসে আমি কাঁদি অবিরাম
বেদন বেহাগে গাই গান
ইচ্ছে করে মাপ চেয়ে চিঠি লিখি :
দোষী ভেবে ক্ষমা করো সুন্দরী আমায়
দোষী ভেবে ক্ষমা করো রূপসী আমায়।

২৮. ৬. ২০১২

পঞ্চাশে তুই

পঞ্চাশে তুই পেছন ফেরে তাকাস পড়োশি-বউ
অসময়ে অমন প্রেম ভদ্রোচিত

ফেরার পথে ঘাটের কাছে নৌকোডুবি
বানে ভাসবে ঘরবাড়ি তোর
অসময়ে মালাবদল
মিনসে হবেন পাগলছাগল দেশান্তরী।

২৮. ৬. ২০১২

কাছে এসো হাত ধরো

অকাল বিধবা তুমি
তোমাকে দেখলে আমি ভাসি অশ্রু-স্রোতে
কাছে এসো হাত ধরো
জীবনের স্বাদ দেব নিয়ে যাব সোনালি জগতে।
কাছে এসো হাত ধরো
দুজনাতে মিলে বাঁধব গোলাপি আবাস
ঘুচে যাবে দুঃখরাশি
ডানে বাঁয়ে বইবে ধীরে মলয় বাতাস।
কাছে এসো হাত ধরো
আমি হব মীড় ধনি তুমি হবে নীড়
আমি হব পুষ্পধনু
তুমি হবে রতি ধনি প্রণয়মন্দির।
অকাল বিধবা তুমি
কাছে এসো হাত ধরো আমি হব তোমার সুন্দর
হব আমি সাতরং রামধনু
তুমি হবে পিপাসার জল ধনি অলকা নগর।

৩. ৭. ২০১২

হাসি-খুশি মন-মধুকর

যৌবন টলমল দেহ দেখে নারী
        মূর্ছা যায় প্রাণ
                মূর্ছাভঙ্গে
শরীর বিছিয়ে দিই শ্রীপদে তোমার
জ্বলজ্বল চোখে নারী কী আগুন জ্বলে
আগুনে-আগুনে পুড়ে মূর্ছা যায় প্রাণ
মূর্ছাভঙ্গে গায়ে রাখি পায়ে রাখি হাত
ঢলঢল স্তনহার ঢলঢল মুখখানি জয় করে মন
                অভিভূত সমস্ত শরীর
শরীরে শরীর রেখে চুমু খাই রাতে দুশোবার
সেনালি শরীর যেন মোহন তরণী
        রাতভর সে তরীর মাঝি আমি নারী
দুই হাতে বৈঠা বাই চারপাশে গোলাপি সাগর
নীলালোকে ঝলমল বিশ্বচরাচর
লালালোকে জ্বলজ্বল বিশ্বচরাচর
রাতভর হাসি-খুশি মন-মধুকর।

৩. ৭. ২০১২

কোকিল ডাকে পেচক ডাকে

একটি নারী একটি পুরুষ
খোশমেজাজে পথ চলে রোজ
মিষ্টি স্বরে কোকিল ডাকে গাছে।

একটি নারী একটি পুরুষ
ঝগড়া করে ঘর ভেঙে ছুট
দিন দুপুরে পেচক ডাকে গাছে।

৮. ৭. ২০১২

স্বর্গের দুয়ার

চাকরানি ছিলে তবু মনে পড়ে রোজ
উজ্জ্বল ডাগর চোখ রানির মতন রূপ
        মনে পড়ে মনে পড়ে রোজ।
পাহাড়ের মতো স্তন গোলাপি শরীর
আপেলের মতো রং ডালিয়ার মতো ছিল মুখ
        মনে পড়ে মনে পড়ে রোজ।

প্রেমরাজ্যে হীনযোনি শ্রেষ্ঠযোনি মূর্খের বিচার
মহারানি চাকরানি দুজনই স্বর্গের দুয়ার।

১৭. ৭. ২০১২

মধ্যমণি প্রেম

সব ব্যথা দূর করে স্পর্শমণি প্রেম
        প্রেম-প্রেম বিশল্যকরণী
                প্রেম করে পৃথিবী সবুজ
                        সোনালি গোলাপি
বহু সাধনার ধন অলকা পৃথিবী
        তার কেন্দ্রমণি মধ্যমণি প্রেম।

২২. ৭. ২০১২

কাছে বসা মধুমিতা

কাছে বসা মধুমিতা
        গোলাপি আকাশ
        লাল নীল সোনালি বাতাস

কী যে মজা কী যে মজা
সেতারের তারে বাজে রাধা-রাধা-রাধা
গাছে-গাছে ফুল দোলে নাচে তার পাতা।

কী যে মজা কী যে মজা কাছে বসা মধুমিতা
সসাগরা এ পৃথিবী প্রীতা অতি প্রীতা
সোনালি আকাশ
লাল নীল গোলাপি বাতাস।

২৩. ৭. ২০১২

মানসিক রোগী

গভীর-গভীর ছিল মধুমিতা তোমার প্রণয়
সেদিন বুঝিনি কিছু আজ বুঝে রোগী মানসিক
নিরালায় বসে কাঁদি অবিরত ভাসি অশ্রুজলে
হায় হায় কেন যে সেদিন আমি প্রণয়ে মজিনি
ভুল-ভুল, ভুলের মাশুল গনি করে অশ্রুপাত।

মনে পড়ে মনে পড়ে নাম ধরে ডাকতে আমায়
জনহীন ঘরে রোজ চোখে রেখে চোখ
বলতে আমায় ধীরে বসো-বসো কথা আছে হেম
বলোনি কিছুই মুখে আমিও বুঝিনি কিছু
দূরে-দূরে থাকতাম মধুমিতা রোজ।

গভীর-গভীর ছিল মধুমিতা তোমার প্রণয়
সেদিন বুঝিনি কিছু আজ বুঝে রোগী মানসিক।

২৫. ৭. ২০১২

ধীরে ধীরে বলে উঠি :

এই আয়নায় নিজেকে দেখতে তুমি নীল পরি
সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখে দিতে পাউডার ক্রিম
দেখতে মুখে আছে কিনা ব্রণ
চুল আঁচড়াতে তুমি রং করতে চোখ
ভুরুতে কাজল দিতে ঠোঁটে লিপস্টিক
ড্রেস করে সবিস্ময়ে দেখতে নিজ রূপ
স্নিগ্ধ কালো করে নিতে মুখে দীপ্ত সে-বিউটি স্পট।

এখন এখানে নেই চলে গেছ দূর দেরাদুনে
জীবনে হবে না দেখা
দুঃখলোকে বসবাস আমার নিয়তি
আয়নায় মুখ দেখে বারবার মনে পড়ে সুন্দরী তোমায়
ইচ্ছা করে পুনঃ দেখা হলে
ধীরে-ধীরে বলে উঠি : তুমি হও আমার ঘরণী।

২৬. ৭. ২০১২

তুমি আমার...

তুমি আমার সোনালি গোলাপ রুপালি পাখি
শুকতারা সন্ধ্যাতারা ধ্রুবতারা সই
উদিত সোমা লাল সবিতা
ঈশান বায়ু অগ্নিকোণ
পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ সই
তুমি আমার নীল যমুনা সপ্তসিন্ধু হাজার নদী
নীলিম আকাশ বসন্ত মাস জ্যোৎস্নারাত সই
কিচিরমিচির শব্দবহ ভোরের পাখি
বনের থেকে ডেকে-ওঠা কোয়েল পাখি সই
তুমি আমার জীবনকাঠি গন্ধকুসুম সই।

তুমি আমার পাগলি মেয়ে সর্বনাশের সিঁড়ি
তুমি আমার কাঁটার বন বিষবৃক্ষ সই
সাপের আড়ত হাঙর কুমির সই
তুমি আমার ঘোর অন্ধকার ঝড়ের রাত
তরঙ্গিত মধ্যনদী বেলাভূমে আছড়ে-পড়া ঢেউ
তুমি আমার বেদন বেহাগ মরণকাঠি সই
বৈশাখী ঝড় ধু-ধু চর হুতোম পেঁচা সই
বিনা মেঘে বজ্রধ্বনি হঠাৎমরণ সই
তুমি আমার মহামরু লাভার-স্রোত সই
মধ্যদিনে প্রলয়বান নরকদেশ সর্বনাশের শেষ।

২৭. ৭. ২০১২

ইচ্ছা করে...

আলো-অন্ধকারে সুন্দরী তোমাকে দেখে
পাগল-পাগল ;
ইচ্ছা করে নটরাজ রূপ ধরে নাচি রাতদিন।
রৌদ্রালোকে জ্যোৎস্নালোকে সুন্দরী তোমাকে দেখে
পাগল-পাগল ;
ইচ্ছা করে তোমার উদ্দেশে লিখি সহস্র কবিতা।
সকালে দুপুরে ভোরে সুন্দরী তোমাকে দেখে
পাগল-পাগল ;
ইচ্ছা করে জন্মে-জন্মে ভৃত্যরূপে সেবা করি রূপসী তোমার ;
মাথা রেখে পায় করি বন্দনা তোমার।

২৯.৭.২০১২

প্রীতিনীড়

কাজল বরণী নারী,
কালো চোখে শান্তি-নীড়, মুখে জ্বলে আলোর রোশনাই ;

আগ্নেয় পাহাড় বুকে,
জ্বলজ্বল লাভাস্রোত সমস্ত শরীর ;
আগুনে-আগুনে পুড়ে বৃষ্টিজলে স্নান করি রোজ।

কাজল বরণী নারী আগুনের গাছ তুমি,
আলিঙ্গন করে রোজ
মাঘী রোদ, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না মাখি গায় ;
জন্মভর প্রীতিনীড় চিতল হরিণী
অন্তরঙ্গ কামিনী আমার।

৭. ৮. ২০১২

মধু তুমি, সুধা তুমি

জ্যোৎস্না রোদে মুখ দেখে
সুর ধরে গান করে প্রাণ ;
অন্ধকারে চুমু খেয়ে
সুর ধরে গান করে প্রাণ ;
দিবালোকে প্রেম করে
সুর ধরে প্রাণ করে গান ;
তোমাকে সঙ্গমে ডেকে
সুধাস্রোতে স্নান করে প্রাণ।

মধু তুমি, সুধা তুমি, মধুভাণ্ড রোজ
তোমার সুষমা-স্পর্শে পৃথিবী সবুজ।

৮. ৮. ২০১২

মন পুড়ে আজ খাক

প্রাতর্ভ্রমণে এলে না আজ
দেখা হল না সুন্দরী

মনে পোড়ে নীল বেদনায়
লাভার স্রোতে স্নান ;
মেঘলা আকাশ গুরুগুরু ডাক
মন ভালো নয় আজ ;
প্রভাত পাখির কিচিরমিচির
মন টানে না আজ ;
ফুলের হাসি ভাল্ লাগে না
নীল বেদনায় মন পুড়ে আজ খাক।

প্রাতর্ভ্রমণে এলে না আজ
মেঘলা আকাশ নীলিম বাতাস।
হৃদয়পুরে গুরুগুরু ডাক,
নীল বেদনায় মন পুড়ে আজ খাক।

১১. ৮. ২০১২

সুন্দরী দর্শন

সাত সকালে সুন্দরী দর্শন
হাওয়ায় ওড়ে কালো চুল
মুখখানি তার পূর্ণিমা চাঁদ
স্বর যেন মধুর সুর
ফুলের গন্ধে মন মোহিত
মনোমোহন কিচিরমিচির
সাতসকালে সুন্দরী দর্শন।

সাতসকালে সুন্দরী দর্শন
চোখে পুলক মুখে পুলক
পুলক লাগে গায়
মন-পবনের নৌকো ছেড়ে
সুর ধরে গায় মনের মানুষ

গুন গুন গায় মন মধুকর
সাত সকালে সুন্দরী দর্শন।

১৩. ৮. ২০১২

চাকরানি রানি

চাকরানি রানি ছিল আমার জীবনে
নাম ছিল ঝুমা
অন্ধকার মধ্যরাতে দিত শত চুমা
ঝরিত তরল জ্যোৎস্না রজনী যাপনে
রোজ রাতে গায় তার ছড়াতাম পৌষের রোদ
জানা ছিল জানা ছিল ভুল জাতপাত
কী সঙ্গম সুখে রোজ কেটে যেত রাত
প্রেম-ঘোরে প্রাণ পাখি হত রোজ বুঁদ।

চাকরানি রানি ছিল আমার জীবনে
চুনি-পান্না-হেম বলে ডাকিতাম তাকে
সে তো ছিল সুরতাল সুধানদী জীবনযাপনে
আলো বলে ডাকিত সে নিয়ত আমাকে।

২২. ৮. ২০১২

ফটো-১

কী সুন্দরী! বার-বার ফটো দেখি তার।
চোখে আলো, মুখে আলো, দেহখানি আলোর আলয় ;
চোখে খুশি, মুখে খুশি হর্ষ ঝরে ফটো থেকে তার
ফটো তার সুষমা-আলয়।
কী সুন্দরী! ফটো দেখে মনপ্রাণ হৃদয় জুড়ায়।
চাঁদ ওঠে হৃদয়-কাননে,

মরি-মরি অপার্থিব আনন্দে সুন্দরী,
খুশির সাগরে ভাসে দেহমন প্রাণ।

কী সুন্দরী! বার-বার ফটো দেখি তার।
ফটো জুড়ে অপার্থিব রূপের বাহার,
মরি-মরি রূপ,
বার-বার দেখে তার ভুবনমোহিনী রূপ
তরলিত জ্যোৎস্না ঝরে হৃদয়ে আমার ;
আমার হৃদয়ে বয় জ্যোৎস্নার নদী।

২৩. ৮. ২০১২

ফটো-২

সুন্দরীর ফটো দেখে পাগল-পাগল
চোখ দেখি মুখ দেখি চুল দেখি কান দেখি তার
নাক দেখি নখ দেখি, স্তন তার দেখি বার বার
ঠোঁট দেখি ঘাড় দেখি, দেখি তার উরুভুরু প্রশস্ত কপাল।
কখনো দেখিনি তাকে ফটো দেখে উছলে পড়ে প্রেম
মরি-মরি দিনরাত পুড়ে মরি প্রেমাগুনে তার
মরি-মরি তাকে ভালোবেসে মরি, বিরহ অপার
মণিহারা ফণী আমি, সে আমার প্রাণ রূপ হেম।

সুন্দরীর ফটো দেখে পাগল-পাগল
কেবা জানে কী অপূর্ব বস্তু দিয়ে তাহার নির্মাণ
ফটো দেখে অবিরাম আকুল ব্যাকুল প্রাণ
দেখা হলে প্রেম-ঢলে ভেসে যেত জীবনকমল
কখনো দেখিনি তাকে ফটো দেখে উন্মাদ-উন্মাদ
দেখা হলে প্রেমনদে ডুবে যেত সূর্যতারাচাঁদ।

২৩. ৮. ২০১২

ফটো-৩

অপরূপ ফটো দেখে তার
চোখেমুখে চুমু খাই চুমু খাই গালে
স্তনে তার হাত রাখি গায় রাখি হাত
স্পর্শ করে ফটো তার
ওঠে কামঝড়
মরি-মরি কামঝড়ে, উন্মাদ-উন্মাদ
অগ্নিবৃষ্টি আকাশে বাতাসে
কামতরু ফটো তার
মরি-মরি অগ্নিঝড়ে
পুড়ে মরি লাভার প্রবাহে।

২৩. ৮. ২০১২

ঝুমা নয়—সোমার প্রণয়

ঝুমাকে সঙ্গম করি ভেসে আসে সোমার মুখশ্রী,
জ্বলজ্বল চোখ তার ঝলমল রূপ,
ভেসে আসে চুল তার দেহ অপরূপ,
ভেসে আসে ঢলঢল স্তন হার অপার রূপশ্রী।
ঝুমাকে সঙ্গম করি মন-মধুকর চোষে সোমার শরীর ;
সোমার প্রণয়গন্ধে জাগে মন জাগে প্রাণ জাগে এ হৃদয় ;
ঝুমা নয়, মনপ্রাণ গ্রাস করে কেশবতী সোমার প্রণয় ;
আমার এ দেহ-তরু অন্তহীন আনন্দে অস্থির।

ঝুমাকে সঙ্গম করি মন-মধুকর লোটে সোমার প্রণয় ;
সোমা-সোমা, সোমা যেন অপরূপ দেহ করে দান ;
প্রণয়-মদিরা তার পান করে জোড়ায় এ প্রাণ ;
ঝুমা নয়, সোমা যেন প্রাণপাখি, প্রণয়-আলয়।
ঝুমাকে সঙ্গম করি ভেসে আসে সোমার শরীর ;
মনপ্রাণ দেহতরু অন্তহীন আনন্দে অস্থির।

২৩. ৮. ২০১২

জ্যোৎস্নালোকে সুন্দরী দর্শন

জ্বলজ্বল জ্যোৎস্নালোকে পথচারী অপূর্ব সুন্দরী,
স্তনে তার চুমু খায় গালে তার চুমু খায় মন-মধুকর ;
ইচ্ছা করে পায়ে তার পড়ে থাকি সমস্ত শর্বরী ;
তাকে দেখে মন বলে : তুমি হও সহচরী, আমি সহচর।
ঝলমল জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ সুন্দরী দর্শন,
পারিজাত ভেবে তারে কেন্দ্রমণি করে ওড়ে মন-মধুকর।
এ পৃথিবী চরাচর যেন এক নন্দনকানন,
মাথার উপর জ্বলে ঝলমল স্নিগ্ধ সুধাকর।

জ্বলজ্বল জ্যোৎস্নালোকে পথচারী সুন্দরীপ্রধান,
মনপাখি প্রাণপাখি গান করে সুমধুর সুরে
আকাশে বাতাসে বিশ্বচরাচরে কী মধুর তান
তারে কেন্দ্র করে মন-মধুকর ওড়ে হর্ষ ভরে।
জ্বলজ্বল জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ সুন্দরী দর্শন,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন অনুপম নন্দনকানন।

২৩. ৮. ২০১২

স্বজন ছিল না শুধু...

স্বজন ছিল না শুধু, সোমা ছিল প্রেমিকা আমার ;
উদ্ভিন্ন যৌবন তার প্রতিদিন দিত উপহার ;
মুখে মুখ ঠোঁটে ঠোঁট নাভিতে বুলায়ে হাত করেছি আদর।
বলেছি : গোপনে হও ঘরণী আমার,
তোমার আমার প্রেম জানবে না কেউ।

স্বজন ছিল না শুধু, সোমা ছিল প্রেমিকা আমার,
একতারে বাঁধা ছিল উভয় হৃদয়,
উভয়ে ছিলাম যেন একবৃন্তে ফুল ;

আদরে-আদরে রোজ কেটে যেত সমস্ত সকাল ;
পাখি ভেবে ঠোঁটে ঠোঁট মুখে মুখ রেখে কত করেছি আদর।

স্বজন ছিল না শুধু, সোমা ছিল প্রেমিকা আমার ;
মনে পড়ে মনে পড়ে রূপবতী সোমাকে আমার ;
বেদনার স্রোতে রোজ গ্রাস করে আমার হৃদয় ;
আগুনে-আগুনে পোড়ে দেহমন সমস্ত হৃদয় ;
অশ্রুজলে স্নান করি রোজ ;
রক্তিম লাভার স্রোতে ভাসে চরাচর।

২৫. ৮. ২০১২

সঙ্গোপনে প্রেম

সঙ্গোপনে প্রেম করি (লোকে ভাবে মনে নেই প্রেম)
জিজ্ঞাসিত হলে বলি প্রণয়ে অরুচি
কারণ-কারণ আছে
প্রেমকথা ফাঁস হলে লোকে নষ্টা ভ্রষ্টা ডাকে
সেকারণে নিরালায় প্রেম করি
সঙ্গোপনে প্রেমিকের কণ্ঠলগ্ন রোজ ;
দিব্যলোকে রোজ সাজি সতী।
পুরুষ প্রণয় করলে লোকে বলে : প্রেমিক পুরুষ
নারী যদি প্রেম করে, কুলটা কামিনী বলে ডাকে লোকজন।
নারী ও পুরুষে ভেদ আকাশ পাতাল,
নারী যেন গুপ্তধন, পুরুষ পর্টিগো
সেকারণে সঙ্গোপনে প্রেম করি রোজ।

২৮. ৮. ২০১২

মনে পড়ে ওঠে প্রেম ঝড়

সোমা তোকে মনে পড়ে
প্রেমের তরঙ্গ ওঠে হৃদয়ে আমার

বুলিয়ে-বুলিয়ে তোর দীর্ঘ কালো চুল
মনে-মনে চুমু খাই তোর লাল গালে
লম্পটের মতো
চেখে খাই স্তন তোর সমস্ত শরীর
অলৌকিক বাঁশি বাজে হৃদয়-আলয়ে।

সোমা তোকে মনে পড়ে ওঠে প্রেমঝড়
আনাচে-কানাচে দেখি সোনালি পৃথিবী
গোলাপি জগৎ
অলৌকিক বাঁশি বাজে
হাজার নক্ষত্র জ্বলে হৃদয়-আলয়ে
লাল গোল সূর্য ওঠে আমার আকাশে।

৩১. ৮. ২০১২

হয় নাকো দেখা

লাল পরি নীল পরি শ্বেত পরি ছিলে তুমি আমার জীবনে
ফুল-পরি ডানাকাটা পরি ছিলে আমার ভবনে
এখন তোমাকে খুঁজি আসাম প্রদেশে
মুম্বাই নগরে আর বেহুলার দেশে
একদিন তোমার আমার ছিল দিনরাত লুকোচুরি খেলা
মরি-মরি আজকাল নিয়তির এত অবহেলা
তোমাকে পাই না খুঁজে
পড়ে থাকি চোখ বুজে
বেদনায় মরি-মরি হয় নাকো দেখা
অথচ তোমাকে দেখে একদিন ছাড়তাম হাঁক : ইউরেকা
তোমাকে পাই না খুঁজে
বেদনায় মরি-মরি হয় নাকো দেখা।

১. ৯. ২০১২

মনে-মনে

তোকে আমি মনে-মনে ভালোবাসি
মনে-মনে গালে তোর চুমু খাই দিনে দুশোবার
তোকে আমি মনে-মনে ভোগ করি দিনে বহুবার
তোর রূপ-রঙে আমি স্নান করি দিনে বার-বার
তোকে আমি ভালোবাসি নাম ধরে ডাকি তোকে দিনে শতবার
মনে-মনে মণিহার পুচ্ছহার দিই উপহার
মনে-মনে তোর নগ্ন অঙ্গ দেখে মূর্ছা যায় প্রাণ।

তোকে আমি মনে-মনে ভালোবাসি
দিবাস্বপ্নে তোকে আমি ভোগ করি রোজ
বার-বার ফোনে বলি ঝুমা তুই প্লেন চড়ে আয়
একদিন থেকে তুই পরদিনই যা
তোকে আমি মনে-মনে ভালোবাসি
মনে-মনে গালে তোর চুমু খাই দিনে দুশোবার
মনে-মনে মণিহার পুষ্পহার দিই উপহার।

২. ৯. ২০১২

পাখি তুই ফুল তুই

রাঙা পাখি নীল পাখি সোনা পাখি তুই
ময়না-চন্দনা তুই শ্যামা টিয়া সই
তোকে দেখে গান করে মন-মধুকর
স্বরে তোর কুহু ডাকে ভাসে চরাচর।

স্বর্ণচাঁপা বেলফুল গন্ধরাজ তুই
অশোক-গোলাপ তুই, চামেলি ও জুঁই
তোকে দেখে গান করে প্রাণ পাখি রোজ
রূপে তোর চরাচর পৃথিবী সবুজ।

২.৯.২০১২

সুধাসিন্ধু নাম

সোনালি তোমার নাম জপ করি রোজ
নাম থেকে মধু ঝরে সুধা ঝরে রোজ
নাম থেকে শুঁকি রোজ গন্ধরাজ-ঘ্রাণ
মধুসিন্ধু সুধাসিন্ধু নাম।

সোনালি তোমার নাম জপ করি রোজ
নামগন্ধে ঘুম আসে স্বপ্ন দেখি রোজ
সোনালি তোমার নাম বীজমন্ত্র রোজ
হরেকৃষ্ণ হরেরাম রাধেশ্যাম রোজ।

২. ৯. ২০১২

ফুলের বাগান

দেহখানি ফুলের বাগান
প্রত্যঙ্গ প্রসূন
অঙ্গে থেকে
ভ্রমরের মতো আমি মধু চুষি রোজ
মরি-মরি অপার অশোক
মরি-মরি রূপ।

দেহখানি ফুলের বাগান
স্পর্শে তার প্রাণে লাগে আলো-জ্যোৎস্না-রোদ
চরাচর সোনালি সবুজ
মন ভালো রোজ।

২. ৯. ২০১২

কামজ্বরে প্রেমজ্বরে

কামজ্বরে প্রেমজ্বরে উন্মাদিনী প্রায়
        প্রিয়নাথ মধ্যরাত
ফুল স্পিডে পাখা চলে মাথার উপর
রাতভর যোনিপদ্মে করো শিশ্নাঘাত
        চুমোয়-চুমোয়
মধু দাও সুধা দাও মুখে সারারাত
সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দাও প্রেম-ভেজা হাত
ধীরে বন্ধু দেখা দিক সোনালি প্রভাত।

৪. ৯. ২০১২

নারীর স্বভাব

তৃতীয় পুরুষ এল জীবনে তোমার,
তোমার আমার প্রেম জলে ভাসমান।
এই হয়, ভালো থেকো বান্ধবী আমার
দুধে নীল বিষ ঢালা নারীর স্বভাব।
পাঁচ মাস পাঁচ দিন স্থায়ী থাকে প্রেম,
তারপর চুর-চুর প্রেমের মরশুম।

৮. ৯. ২০১২

অমানুষী

জেনে গেছি অমানুষী আপদমস্তক।
তোমার জন্য নয় আমার প্রণয় ;
স্বার্থগৃধ্ন, ফন্দিবাজ, লোক ভালো নয় ;
পড়ো বাড়ি, পড়ো জমি, ছেঁড়া শাড়ি এক।
চোখে তোর আলো নয়, আলেয়া সুন্দরী

স্বরে তোর গুরুগুরু মেঘ ডাকে রোজ।
হাসি তোর ঝরেপড়া ধবল সরোজ ;
তোর সঙ্গে প্রেম নয় আকাট বান্দরী।

যা-যা ফিরে ধূর্ত নারী শয়তানি তুই,
রক্তে তোর বাস করে হাজার পাপাত্মা,
দিন রাত সঙ্গী তোর অজস্র দুরাত্মা,
একশো জন্মে হবে না তো প্রস্ফুটিত জুঁই।
যা-যা ফিরে দুষ্ট নারী, বজ্জাতের ঝাড়,
প্রেম নয়, তোর চাই যষ্টির প্রহার।

১২. ৯. ২০১২

নবীনা রূপসী

নবীনা রূপসী তুই
তোকে দেখে গায়ে লাগে রোজ মাঘি রোদ
মনে ফোটে গায়ে ফোটে থরে-থরে জুঁই
এ হৃদয় সোনালি সবুজ
মন ভালো মন ভালো রোজ
দিন ভালো দিন ভালো সই।

১৫. ৯. ২০১২

সন্ন্যাসী

মনে পড়ে মনে পড়ে তোমাকে মাধবী
একই ঘরে পাশাপাশি ছিলাম বান্ধবী
তুমি ছিলে হৃদয়ের খুব কাছাকাছি
তবে কিনা

দূর নীহারিকা ছিল তোমার শরীর
দুজনই ছিলাম সন্ন্যাসী।

১৮. ৯. ২০১২

বহু প্রেম অলকা আমার

যদু মধু রহিম করিম ঘোরে হৃদয়ে আমার
করিমের উড়ো ফুলো চুল ওড়ে হৃদয়ে আমার
রহিমের চাঁদ মুখ ভাসে রোজ হৃদয়ে আমার
মনে-মনে চোখ ভরে দেখি আমি জ্বলজ্বল মধুর যৌবন
যদুর মধুর হাসি মনে-মনে রোজ চোখ খাই
পালটে গেছে দিনকাল বহু প্রেম সুধা ভাণ্ড আজ।

বহু পুরুষের ঝলমল চাঁদ মুখ উঁকি দেয় হৃদয়ে আমার
বহু প্রেম ভোগ করে রাতদিন হৃদয় আমার
রাতদিন বহু প্রেম প্রবাহিত হৃদয়ে আমার
বহু প্রেম বহু প্রেম চায় এ হৃদয়
বহু প্রেম বহু প্রেম মন চায় রোজ
বহু পুরুষের চাঁদ মুখ জ্বলে হৃদয়ে আমার

যদু মধু রহিম করিম ঘোরে হৃদয়ে আমার
বহু প্রেম বহু প্রেম অলকা আমার।

১৮. ৯. ২০১২

ঝরে বেদনা-আমার

মধুমিঠা প্রেম ছিল তোমার আমার,
চুম্বন করিনি ঝুমা, বাহুবন্দি করিনি তোমায় ;
এ বেদনা অবিরাম কুরে-কুরে খায়।

স্তন ছিল তুলার পাহাড়,
বাহারে কুসুম ছিল শরীর তোমার,
গাঢ় নীল চোখ ছিল নীলার কমল,
প্রতিমার মতো ছিল মুখের আদল,
গাঢ় কালো চুলে ঝুমা খেলিত আঁধার।

রূপবতী ছিলে তুমি ছিলে কেশবতী ;
মধুমিঠা প্রেম ছিল তোমার-আমার।
সঙ্গমে ডাকিনি, ঝরে বেদনা-আমার,
এ বেদনা অবিরাম কুরে-কুরে খায় রূপবতী।
মধুমিঠা প্রেম ছিল তোমার-আমার,
সঙ্গমে ডাকিনি, ঝরে বেদনা-আমার।

১৮. ৯. ২০১২

তোমার আমার জন্য

এ জীবন চিরন্তন তুমি আর আমির জগৎ ;
তুমি যদি হেসে-ওঠো হই আমি পুলকচঞ্চল,
তুমি যদি কেঁদে-ওঠো হই আমি বেদনাবিধূর ;
মায়াপুরী এ পৃথিবী চিরন্তন তোমার-আমার।
তোমার আমার জন্য চিরন্তন জগৎ-সংসার ;
তুমি যদি হেসে-ওঠো সুখে আমি হাসি,
তুমি যদি কেঁদে-ওঠো দুঃখে আমি ভাসি ;
মায়াবাড়ি এ পৃথিবী চিরন্তন তোমার-আমার।

২২. ৯. ২০১২

আনন্দবিহ্বল প্রাণ

সুমনা তোমাকে দেখে আনন্দ বিহ্বল প্রাণ
বিস্ময়-সাগরে করে স্নান
কেন যে তোমার সাথে এতদিন হয়নি সাক্ষাৎ
কেন কেন নিয়তির অমন আঘাত
ভেবে আমি দিশেহারা নিশ্চুপ নির্বাক
জীবনসায়াহ্নে এসে পেয়েছি সকাশে
পাশে পেয়ে ময়ূরের মতো নাচে প্রাণ
আমি আজ চঞ্চল হরিণ
হৃদয়-শরীর নাচে ধিন-ধিন-ধিন
পুলকবিহ্বল প্রাণ
বিস্ময়-সাগরে করে স্নান।

জীবসায়াহ্নে এসে পেয়েছি সকাশে
প্রাণপাখি বসন্তবাহারে করে গান
অমল ধবল হাসি জ্যোৎস্নার বান
চোখে জ্বলে নভোনীল, মুখে গোল চাঁদ
দীর্ঘকালো চুল বাঁধা, অপরূপ-অপরূপ ছাঁদ
রূপে জ্বলে সোনালি আগুন
ধারে-কাছে রঙিন ফাগুন
শত গুণে গুণী
নারী-চূড়ামণি
হৃদয়ে লক্ষ্মীর বাস
মনে-প্রাণে প্রবাহিত স্বর্গের বাতাস
জীবনসায়াহ্নে এসে পেয়েছি সকাশে
আনন্দ-বিহ্বল প্রাণ বসন্তবাহারে করে গান।

২২. ৯. ২০১২

লেগুনের ওপার-এপার

লেগুনের ওপারেতে তুমি আর এপারেতে আমি ;
হাতছানি দিয়ে ডাকো,
অপলক চোখে চেয়ে করো তুমি আমাকে আহ্বান ;
গাছে-গাছে পাখি ডাকে, মাছরাঙা ডালে
বায়ুভরে লেগুনের জলে দোলে অজস্র কমল,
পাথরের টিলা থেকে ঝর্ণা বয় ঝরঝর স্বরে
পানকৌড়ি জলে খেলে, জলে চরে, জলে দেয় ডুব
ঘাই মারে মাছ।
অপলক চোখে চেয়ে তুমি আর আমি ;
ঝলমল করে জল রুপালি সকাল,
লেগুনের ওপারেতে তুমি আর এপারেতে আমি ;
নীলারং চোখ তুলে তুমি দেখ আমাকে সুন্দরী,
অপলক চোখে চেয়ে আমি দেখি তোমাকে রূপসী
রুপালি সকাল হাসে, চারপাশে গাছে গাছে সুমধুর রোদ।

২৩. ৯. ২০১২

হাফ-দেখা

গোয়া বাসে পাশে ছিল হরিয়ানি নারী
দেখাল সে একঝাড় চুল তার
মুখে ছিল মৃদুমন্দ হাসি
স্তন ছিল পেঁপে-প্রায়
ডাবের মতন ছিল মুখ
গোল ছিল পাছা তার কমল পাপড়ির মতো ঠোঁট
চোখে ছিল সান গ্লাস
চোখ তার মোটেও দেখিনি।

মনে পড়ে মনে পড়ে—
মনে পড়ে হাফ-দেখা হরিয়ানি নারী।

২৪.৯.২০১২

দূরভাষে স্বর শুনে

দূরভাষে স্বর শুনে মুগ্ধ প্রাণ করে আনচান ;
জানি না জানি না কবে দেখা হবে তোমার-আমার ;
ইচ্ছা করে উড়ে গিয়ে পাশে বসে সুন্দরী তোমার
পুষ্প ভেবে ভ্রমরের মতো রোজ করি মধুপান ;
রাতভর স্তনমালা চুষে খাই লম্পটের প্রায় ;
হর্ষ ভরে প্রেম করে বার-বার ডাকি মধুলেখা,
কানে-কানে বলি রোজ রাঙা মুখে গোল চাঁদ আঁকা,
সুন্দরী তোমার প্রেম দিনরাত এ হৃদয় চায়।

দূরভাষে স্বর শুনে মুগ্ধ আমি পাগল-পাগল ;
ইচ্ছা করে শয্যাসঙ্গিনী করে সমস্ত রজনী,
বার-বার আলিঙ্গন করে ডাকি : সজনি! সজনি!
প্রাণ ভরে গান করি প্রেম-সুধা-জ্যোৎস্না অমল।
দূরভাষে স্বর শুনে মুগ্ধ আমি, উন্মাদ-উন্মাদ
আনচান প্রাণ চায় অবিরাম মিলনের স্বাদ।

২৮. ৯. ২০১২

সোমা তোকে মনে পড়ে

সোমা তোকে মনে পড়ে আগুনে-আগুনে পোড়ে প্রাণ
বোমা পড়ে হৃদয়ে আমার
আগুনে-আগুনে পুড়ে দিনরাত উন্মাদ-উন্মাদ।

সোমা তোকে মনে পড়ে শত সর্প কামড়ে ধরে
বিষে দেহ জরজর প্রাণ যায়-যায়
পাশুপত বাণ ঝরে হৃদয়ে আমার।

সোমা তোকে মনে পড়ে আগুনে-আগুনে পোড়ে প্রাণ
ইচ্ছা করে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়ে ছাড়ি প্রাণ।

২৯. ৯. ২০১২

ডাকি আমি : উষসী! উষসী!

ইচ্ছা করে তোর সঙ্গে প্রেম কবি নবীনা রূপসী,
দীর্ঘ কালো চুলে তোর পড়ে থাকি সমস্ত রজনী ;
গালে গাল ঠোঁটে ঠোঁট রেখে করি প্রণয় সজনী,
রাতভর অঙ্গে অঙ্গ রেখে ডাকি : উষসী! উষসী!
কাজল বরণ গায়ে পড়ে থাকি রাতভর নারী,
চন্দনা ময়না টিয়া ডেকে করি প্রিয় সম্ভাষণ
কানে-কানে বলি তোর মধুনদী প্রেম শ্রেষ্ঠ ধন,
প্রেম ঘিরে সংসার, ঘরদোর, সারিবন্দি বাড়ি।

সুন্দরী তরুণী তুই, ইচ্ছা করে প্রেম করি রোজ ;
প্রেমে জ্বলে জ্যোৎস্নালোক, প্রেমে ফোটে পৃথ্বীজুড়ে ফুল ;
প্রেমালোকে চরাচর ত্রিভুবন রোজ খায় দোল ;
প্রেম-প্রেম বিশ্বপ্রাণ, প্রেমে পৃথ্বী সোনালি সবুজ।
ইচ্ছা করে তোর সঙ্গে প্রেম করি নবীনা রূপসী,
গালে গাল, ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ডাকি উষসী! উষসী!

২৯. ৯. ২০১২

সঙ্গোপনে ভালোবাসি

ঘৃণা করো। সঙ্গোপনে ভালোবাসি তোমাকে মনালি ;
স্বপ্নে এসো, স্বপ্নে যাও, স্বপ্নে দেখা, স্বপ্নে হয় কথা ;
স্বপ্নের জগৎ রোজ সু-সবুজ, সোনালি রুপালি ;
সে জগৎ আলো করে লাল-নীল শুভ্র প্রেমকথা।
টেলিপ্যাথিযোগে হয় প্রতিদিন সুধাঝরা কথা,
মধুবাতা ঋতায়তে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ;
মেনকার রূপ ধরে সে জগতে তুমি নৃত্যরতা ;
সোনালি গোলাপি লাল শুভ্রনীল আলো ঝরে পড়ে।

তোমাকে সঙ্গমে ডাকি প্রতিদিন স্বপ্নের জগতে ;
স্বপ্নের জগৎ নারী ক্ষণে ক্ষণে সোনালি রুপালি ;

পথে পথে মধুবাতা ঋতায়তে সর্বদা মনালি ;
সে জগতে মধু ঝরে, সুধা ঝরে রোজ পথে-পথে।
ঘৃণা করো। সঙ্গোপনে ভালোবাসি তোমাকে মনালি ;
স্বপ্নের জগৎ রোজ সু-সবুজ সোনালি রুপালি।

৩০. ৯. ২০১২

সুন্দরী তোমাকে দেখে

সুন্দরী তোমাকে দেখে এ হৃদয় নৃত্যরত ফুল ;
ইচ্ছা করে ভালোবেসে প্রিয়া বলে করি সম্বোধন ;
নির্জনে আলাপ করে আলো করি ভালো করি মন ;
সঙ্গোপনে কণ্ঠে দিই হিরা-হার কানে দিই দুল।
সুন্দরী তোমাকে দেখে রূপমুগ্ধ, পাগল-পাগল ;
ইচ্ছা করে প্রেম করে নির্জনে সঙ্গমে ডাকি সই?
মনেপ্রাণে ভালোবেসে ডেকে উঠি হাসনুহানা জুঁই ;
প্রণয়পাগল আমি, তুমি ধনি জ্যোৎস্না তরল।

সুন্দরী তোমাকে দেখে এ হৃদয় নৃত্যপর মীন ;
ইচ্ছা করে সন্নিকটে গিয়ে বলি হও সরোবর,
বাহুবন্দি হয়ে খেলি থৈ-থৈ জলে দিনভর ;
তুমি হও সুরজনী, আমি হই তোমার সুদিন।
সুন্দরী তোমাকে দেখে রূপমুগ্ধ, পাগল-পাগল ;
প্রণয়-আলোক জ্বলে, দিনরাত আনন্দবিহ্বল।

৩. ১০. ২০১২

আলো করো ঘরদোর বাড়ি

গাঢ় নীল চোখ তুলে চেয়েছিলে নারী
চোখের মাধুরী দেখে পাগল-পাগল

অপরূপ রূপ দেখে পুলক-চঞ্চল
কাছে এসো পেতে দেব হৃদয়-আসন।

সোনালি আগুনে পুড়ে চেয়েছিলে দেহ প্রাণমন
গোলাপি আগুনে পুড়ে চেয়েছিলে দেহ প্রাণমন
প্রেমে পুড়ে মনপ্রাণ বাজে ঝনঝন
কাছে এসো হাত ধরো হবে আলিঙ্গন।

আড়চোখে চেয়েছিলে বহুবার, হও আজ অন্তরঙ্গ নারী
আমার সর্বস্ব নাও, আলো করো ঘরদোর বাড়ি।

৯. ১০. ২০১২

বন্ধুর সুন্দর দিদি

বন্ধুর সুন্দর দিদি মনোহর চোখ তুলে চায়,
সঙ্গোপনে ডেকে বলে বন্ধু তুমি, নও ছোট ভাই,
মনে-মনে দিনরাত অন্তহীন প্রণয় জানাই ;
সূর্য চন্দ্র তারা তুমি অবিরত ভালোবাসা ধায়।
তোমার মধুর নাম অবিরাম জপ করি রোজ,
ফুলগন্ধ মধুগন্ধ আতরের গন্ধস্নাত নাম ;
কাছে এলে করতলে অপরূপ বৈজয়ন্তী ধাম ;
হৃদয়-কাননে ফোটে থরে-থরে সোনালি সরোজ।

বন্ধুর সুন্দর দিদি সখা বলে করে সম্বোধন,
সঙ্গোপনে স্তনহার মেলে দেয় নিয়ন আলোয় ;
সুর ধরে বলে ওঠে সুধা ঝরে ধলায়-কালোয় ;
প্রিয়নাথ, প্রিয়নাথ ডেকে করে শত আলিঙ্গন।
বন্ধুর সুন্দর দিদি মনোহর চোখ তুলে চায়,
প্রণয়-লাভার স্রোতে প্রাণমন যায় ভেসে যায়।

১০. ১১. ২০১২

ঘৃণা করি ভালোবাসি

তোকে খুব ঘৃণা করি খুব ভালোবাসি,
রূপানলে পুড়ে আমি প্রতিদিন তোর কাছে যাই ;
হাসির আওয়াজ শুনে রাই জাগো গান রোজ গাই ;
মুখে তোর মুখ রেখে মনোসুখে হাসি।
রণচণ্ডীরূপ দেখে তোকে আমি ভয় করি রোজ,
দানবীর রূপ দেখে তোর রোজ আমি মূক্ ;
ইচ্ছা করে কষাঘাতে বেঁকে দিই চিত্রলেখা-মুখ ;
গোলাপি সর্পিনি তুই, ইচ্ছা করে ডাণ্ডা মেরে ঠান্ডা করি রোজ।

কী যে করি কী যে করি একাধারে অপর-আপন ;
ডান হাতে রাঙা আলো, বাম হাতে গাঢ় অন্ধকার ;
সোনাঝুরি গাছ তুই, মৃত তরু অদ্ভুত বাহার ;
কী যে করি কী যে করি অসম্ভব গ্রহণ-বর্জন।
তোকে আমি ভালোবাসি, ঘৃণা করি রাতদিন সকাল বিকাল ;
একাধারে মানবী দানবী তুই, আলোক-আকাল।

১৭. ১১. ২০১২

দু ফুট মানুষী হও

দু ফুট মানুষী হও
পাশে বসে করব আমি মধুর গুঞ্জন
ভালোবেসে লেকে পার্কে নিয়ে যাব সুন্দরী তোমায়
তোমাকে শোনাব আমি ঝর্নার ঝর্ঝর
দেখাব নির্জনে আমি লাল গোল চাঁদ।

দু ফুট মানুষী হও
চোখ তুলে চাইবে তুমি আমি হব তোমার প্রেমিক
চরণ চুম্বন করব রাতভর সুন্দরী তোমার
জন্মভর থাকব বশংবদ।

দু ফুট মানুষী হও
তুমি-আমি হব জেনো সখাসখি রোজ।

২১. ১১. ২০১২

ঝরা জুঁই বাসী গন্ধরাজ

জানি-জানি বিরহিনী তুমি কাঁদো গুয়াহাটি বসে ;
বিরহ-আগুনে পুড়ে আমি কাঁদি দেরাদুনে বসে ;
বিরহে-আগুনে পুড়ে রাতদিন দেখি সোনামুখ ;
বিরহ-আগুনে পুড়ে রাতদিন দেখো চাঁদ-মুখ।
বিরহ-আগুনে পুড়ে আমি কাঁদি—তুমি কাঁদো সই ;
আমি ঝরা গন্ধরাজ, তুমি যেন ঝরে পড়া জুঁই ;
বিরহ-আগুনে পুড়ে বেদন বেহাগে রোজ তুমি গাও গান ;
বিরহ-আগুনে পুড়ে বেদন বেহাগে রোজ আমি গাই গান।

তুমি কাঁদো আমি কাঁদি তুমি থাকো দূর গুয়াহাটি ;
যেন পা-পা হাঁটি-হাঁটি দিনগুলি তোমার-আমার ;
মিলন হবে না জানি কেঁদে-কেঁদে দিন যাবে তোমার-আমার
তোমার-আমার মনে রাতিদিন ঝরঝর বেদনা-আসর।
বিরহ-আগুনে পুড়ে আমি কাঁদি, তুমি কাঁদো সই,
আমি ঝরা গন্ধরাজ, তুমি যেন ঝরে-পড়া জুঁই।

২৭.১১.২০১২

দেশীয় আচার

হাতে অমল ধবল শাঁখা
কপালে সিঁদুর দেখে পিছু হটি
ভাবি তুমি পরস্ত্রী সুন্দরী ;

মনে-মনে প্রেমে ডাকি, হৃদয়-আসনে দিই স্থান
ভাবি তুমি বউদি আমার
বঙ্গদেশে বউদি সঙ্গে প্রেম করা মিষ্টি লোকাচার।

২৮. ১১. ২০১২

ডাক্তারনি আর...

ডাক্তারনির মধুর হাসি
জ্যোৎস্না ছড়ায় প্রাণে
চার চোখে হয় প্রণয় কথা ;
ইচ্ছা করে জড়িয়ে ধরি প্রেমে
বয়সকালে জেনে গেলাম
ডাক্তারনি আর রোগীতে জমে প্রেম।

৮.১২.২০১২

সর্বহারা

আমি তার পাশে
সে মধুর হাসে
স্তন হার
দেখি তার
দেখি তার মুখ
দেখি তার চোখ।

দেখি তার চুল
দেখি তার দুল
দেখি তার ভুরু
দেখি তার উরু।

মধুর বরণ
করি আলিঙ্গন
সবকিছু অপূর্ব সুন্দর
ভাঙে ঘুম-ঘোর
সে সুদূর তারা
আমি সর্বহারা।

১০. ১২. ২০১২

ঝুমা তুমি...

ঝুমা তুমি করেছিলে শুশ্রূষা আমার
আঙুল বুলিয়ে চুলে করিতে সোহাগ
সর্বাঙ্গে ছড়াতো রোজ গন্ধরাজ-ঘ্রাণ
অসুখেও সুখী ছিল রোজ মনপ্রাণ
জিবে জিব রেখে তুমি করিতে আদর
ঘন-ঘন চুমু খেতে কপালে আমার
প্রতিক্ষণ মনে হত আমি সুখী লোক
স্পর্শসুখে সেরে যেত আমার অসুখ।

ঝুমা তুমি করেছিলে শুশ্রূষা আমার
অবিরাম মনে পড়ে তোমাকে আমার
মুহুর্মুহু হাঁটো তুমি হৃদয়ে আমার
তোমার নামের ঘ্রাণে ফুল ফোটে প্রাণে
অবিরাম মনে পড়ে তোমাকে আমার
ঝুমা তুমি করেছিলে শুশ্রূষা আমার।

১২.১২.২০১২

কী গভীর প্রেম ছিল!

কী গভীর প্রেম ছিল ঝুমা দাস, তোমার-আমার!
সঙ্গোপনে খুলে দিতে অন্তর্বাস, ব্লাউজের টিপ ;
ঝলমল স্বর্ণ অঙ্গ, স্তনহার দিতে উপহার ;
এ হৃদয়ে জ্বলে উঠত সংখ্যাহীন সোনার প্রদীপ।
বার-বার শতবার চুমু খেতে সর্বাঙ্গে আমার ;
আমিও চুম্বন-হার পরাতাম সুন্দরী তোমায়।
কী গভীর প্রেম ছিল ঝুমা দাস তোমার-আমার!
প্রতিদিন জলকেলি করতাম হৃৎযমুনায়।

রাতভর ঠোঁটে ঠোঁট, মুখে মুখ রাখতাম প্রিয়া,
সঙ্গম-সোহাগ-সুখে, প্রেমালাপে কেটে যেত রাত ;
প্রেমরসে, প্রেমগানে আনন্দ-চঞ্চল হত হিয়া ;
রাতভর ডাকতাম সোনাপাখি, টিয়া-টিয়া-টিয়া।
কী গভীর প্রেম ছিল ঝুমা দাস তোমার-আমার!
লালালোকে নীলালোকে ছেয়ে যেত জগৎ-সংসার।

১২. ১২. ২০১২

মিথ্যাচারী নারী সঙ্গে...

আমার সনেটজুড়ে যে-নারীর বহু আবির্ভাব,
সে-নারী নিমেষে বলে আমি নই প্রেমিকা তোমার।
অভিনয়-পটু নারী গুপ্ত রাখে প্রেমকথা তার,
যদিচ প্রণয়-করা প্রতিদিন তাহার স্বভাব।
মিথ্যাচারী নারী সঙ্গে প্রেম-করা নিয়তি আমার ;
রূপ-অন্ধ, গন্ধরাজ-ঘ্রাণ নিতে তার কাছে যাই ;
ঘোর কলি, গন্ধরানি নারী আজ ত্রিজগতে নাই ;
কী যে করি নারীকুল ভালোবাসে ছলার বাহার।

আমার সনেটজুড়ে নিয়ত যে নারী করে বাস,
সেও হায় মিথ্যাচারী দুঃখে ভাসে জগৎসংসার।

প্রেমরাজ্যে নারী আজ অবিরাম করে মিথ্যাচার,
ভুল করে উপহার দিই তাকে হার প্রেমপাশ।
আমার সনেটজুড়ে যে-নারীর বহু আবির্ভাব,
জেনে গেছি অবিরত মিথ্যাচার তাহারও স্বভাব।

১৩. ১২. ২০১২

অনুপমা মধুমিতা

অন্য নারী সঙ্গে তুমি তুলনীয়া নও মধুমিতা,
নিয়ত তোমার ছিল আমার কবিতা নিয়ে শত মাথাব্যথা ;
কেবল তোমার সঙ্গে দিনরাত হত কাব্যকথা ;
লেখা পড়ে বলতে তুমি : সোনাঝরা তোমার কবিতা ;
নারীর সুষমা দেখে অবিরত তোমার বিস্ময়,
কোমল হৃদয়ে তার অবিরত তোমার ভ্রমণ,
ভালোবাসা গাঙে তার অবিরত তোমার গাহন,
আমাকে অবাক করে। তোমার কবিতাবলি কীযে সুধাময়।

আমার কবিতা পড়ে হতে তুমি পুলক চঞ্চল
বলতে তুমি : কাব্যজুড়ে সূর্যচন্দ্রতারার আলোক,
এনতার বনজ্যোৎস্না জলজ্যোৎস্না বিপুল পুলক ;
প্রেমালোকে পুলকিত আমার এ নয়নযুগল।
মধুমিতা প্রতিদিন তুমি-তুমি অন্তরঙ্গ মিতা,
তোমার উদ্দেশে রোজ লিখি আমি মধুর কবিতা।

১৩. ১২. ২০১২

সুন্দরী সহজ হও

তুমি যেন বট-ঝুরি-বিরাট পুরাণ
আদি-অন্ত বুঝি না তোমার
তরঙ্গিত সিন্ধুজলে

কণ্টকের বনে যেন তোমার আবাস
শতাকাশ ব্যবধান তোমার আমার।

সুন্দরী সহজ হও
দুগ্ধশুভ্র শিউলি মালা দেব উপহার
প্রেম চায়
অমল জ্যোৎস্নার বান
স্বচ্ছতোয়া নদীজলে স্নান।

১৫. ১২. ২০১২

সুন্দরী তোমার রূপ

সুন্দরী তোমার রুপালি হাসি
ঝলমলঝল জ্যোৎস্না যেন
শিউলি-ঝরা ভোর
জ্বলজ্বলজ্বল যৌবন তোমার
সোনালি আগুন
ঝলমলঝল রোদ।

সুন্দরী তোমার মধুর রূপ
সাতসকালের ফুলের বাহার
সিঁদুরে মেঘের মুখ
ঝলমলঝল চন্দ্রতারা
সাগর জলে জ্যোৎস্না ঝলমলঝল।

১৫. ১২. ২০১২

মানুষ প্রধান

আয়েষার রূপ দেখে পাগল-পাগল
সুষমার মুখ দেখে পাগল-পাগল
খ্রিস্টানার মন দেখে পাগল-পাগল।

প্রেম তুমি সাম্যের দেবতা
তোমার সাম্রাজ্যে চিরতরে মৃত জাতপাত
তোমার শাসিত রাজ্যে সব ধর্ম ধুলোবলি—মানুষপ্রধান।

২২. ১২. ২০১২

ঝুমা দাস মনে পড়ে

ঝুমা দাস মনে পড়ে
ভীষণ ভীষণ করে মনে পড়ে
প্রিয়তমা পড়োশিনী ছিলে তুমি পঁচিশ বছর
চোখে চোখ রাখতাম
নীলাকাশ নেমে আসত ঘরে
দেয়ালির রাত রোজ জ্বলিত হৃদয়ে
গুনগুন গান করে করিতে পীরিতি
মনে হত এ জীবন ফুলবন
ধারে-কাছে ঝাঁক-ঝাঁক প্রজাপতি করত গুঞ্জরণ।

ঝুমা দাস মনে পড়ে
ভীষণ-ভীষণ করে মনে পড়ে
কী মধুর স্বরে তুমি গল্প করিতে রোজ নির্জন ঘরে
রাতভর চাঁদ জ্বলত ঘরের ভিতরে
তারাবলি জ্বলে উঠত ঘরের ভিতরে
রাতভর কইতে তুমি প্রণয়-কাহিনি
মধু ঝরত সুধা ঝরত কানের ভিতরে
গুনগুন গান করে কেটে যেত রাত
ধীরে-ধীরে দেখা দিত সোনালি প্রভাত।

ঝুমা দাস মনে পড়ে
ভীষণ ভীষণ করে মনে পড়ে
প্রাণের ভিতরে তুমি লাল গোল চাঁদ
মনের ভিতরে তুমি নীলিম আকাশ
তুমি-তুমি সূর্য তারা আমার জগতে
ঝুমা দাস মনে পড়ে মনে পড়ে রোজ।

২৩.১২.২০১২

রূপ

আনাচে-কানাচে সুন্দরী চলে
সুন্দরী দেখি রোজ
সুন্দরী-চোখে আগুন জ্বলে
সুন্দরী-চোখে রোদ
সুন্দরী-মুখে গোলাপ ফোটে
সুন্দরী দেখে বুঁদ।

২৪.১২.২০১২

চারদিন দেখা নেই

চারদিন দেখা নেই, মনোরোগে কাহিল এখন,
মরি-মরি বিশল্যকরণী করো খোঁজ।
পশ্চিমেতে যেতে হলে পুবে যাই রোজ,
উত্তরেতে যেতে হলে করি রোজ দক্ষিণে গমন।
চারদিন দেখা নেই, ভীমরতি ধরেছে আমার
চা-টা খাওয়া বন্ধ হল, স্নানাহার করি না এখন।
সূর্যোদয় হলে বলি : সূর্য অস্ত দেখো দেখো মন।
ঊষালোক দেখে বলি : চারপাশে এখন আঁধার।

চারদিন দেখা নেই, অন্ধকার বিশ্বচরাচর ;
আলো-আঁধি একাকার, মিঠে ফল তিতা
জ্যোৎস্না দেখে এ হৃদয়ে জ্বলে ওঠে দাউ-দাউ চিতা ;
সন্নিকটে পায়চারি করে যেন কৃতান্তের চর।
চারদিন দেখা নেই, মনোভূমি অপার সাহারা
প্রতিক্ষণ শূন্য বিশ্ব, মনে হয় আমি সর্বহারা।

২৫. ১২. ২০১২

রাতের অতিথি

পাশের কোঠায় বসে গান করে নারী
গান তার ভেসে আসে কানে
কী মধুর গান
স্বর-সুর শুনে তার নৃত্য করে প্রাণ
ইচ্ছা ছিল মুখ দেখি রূপ দেখি তার
হল না তা সে যে ছিল রাতের অতিথি।

১. ১. ২০১৩

ঝরে গেছে ভালোবাসা

রূপ দেখে আর মন ভেজে না
রূপের ভেতর কেউটে সাপ
হাস্য নয় আর জ্যোৎস্নাধারা
তরঙ্গিণীর ঢেউয়ের ফেনা
চোখ নয় আর নীলার কুসুম
অশেষ নীল বিষের কৌটা
নদীর জলে ঝরে গেছে রামধনু রং ভালোবাসা

ভালোবাসা নয় আর মিঠে
স্বরে নয় আর সুর

কথায়-কথায় ঝরে না মধু
হাতছানি দেয় মরীচিকা
হৃদয় আর গোমুখী নয়
গোষ্পদ এক শুকনো হাওড়
নদীর জলে ভেসে গেছে রঙিন-নীল ভালোবাসা।

১. ১. ২০১৩

তিন নারী সঙ্গে প্রেম

তিন নারী সঙ্গে রোজ সুমধুর প্রেম ;
তন্বী-কৃষ্ণা-ফর্সা নারী প্রেমিকা আমার ;
কৃষ্ণা নারী সঙ্গোপনে চুমু খায় গালে ;
ফর্সা নারী দিবালোকে নাম ধরে ডাকে ;
তন্বী নারী মনে-মনে নাম সাধে রোজ।

তিন নারী সঙ্গে রোজ প্রণয় আমার ;
কৃষ্ণা নারী সুর ধরে ডাকে প্রিয়-প্রিয় ;
ফর্সা নারী রোজ বলে : থেকো তুমি ভালো ;
তন্বী নারী হর্ষভরে ডাকে রাজা-রাজা ;
আমি বলি : তিন নারী থেকো হাসি-খুশি।

তিন নারী সঙ্গে করি দিনভর প্রেম ;
চিরন্তন প্রেমী আমি, নাম প্রেমদাস।

৩. ১. ২০১৩

মূর্খ পুরুষ শোনো

ন বছর পরে এলে
এখন অন্য আমি

অন্য এক পুরুষের স্ত্রী ;
জেঠিমাকে পূজা করো
জেঠিমার কথা শুনে পার করো দিন
মূর্খ পুরুষ শোনো :
দু নারীকে একসাথে ভালোবাসতে নেই
এক নারী হবে বশংবদ।

১২. ১. ২০১৩

সোনালি ভুবন

তুমি এলে চরাচর ভুলে যাই মোহিনী অমন!
চোখে জাদু মুখে জাদু প্রতি অঙ্গে জাদুর আগুন ;
অবিরাম অহরহ অঙ্গে খেলে সোনালি ফাল্গুন ;
মর্ত্যের ঈশ্বরী যেন চারপাশে গোলাপি ভুবন।
তুমি এলে চরাচরে জ্যোৎস্না জ্বলে, মধুর রোদ্দুর ;
আকাশে-বাতাসে গান, বনে-বনে অলিকুল করে গুঞ্জরণ ;
দিনরাত কুলুকুলু গান করে নদ-নদীগণ ;
প্রতিদিন রাত্রিদিন এ পৃথিবী অনন্ত মধুর।

তুমি এলে চরাচর ভুলে যাই মোহিনী অমন!
মর্ত্যের ঈশ্বরী যেন চারপাশে সোনালি ভুবন।

১৬. ১. ২০১৩

ফটো-৪

সুন্দরীর ফটো দেখে উন্মাদ-উন্মাদ।
চোখে-মুখে মায়াঘোর মায়াঘোর গায় ;
প্রতি অঙ্গে মায়াজাল কী যে মায়াফাঁদ!
ইচ্ছা করে ফটো নিয়ে শুয়ে পড়ি গোলাপি শয্যায়।

অপরূপ রূপ দেখে পাগল-পাগল,
ইচ্ছা করে চেখে খাই সমস্ত শরীর,
ইচ্ছা করে খুলে দিই হৃদয়-অর্গল,
চেখে নিই মুখে স্ফুট সোনালি আবির।

সুন্দরীর ফটো দেখে উন্মাদ-উন্মাদ ;
ফটোজুড়ে রাত্রিদিন প্রেমাগুন জ্বলে ;
ইচ্ছা করে সর্ব অঙ্গ চেখে নিই স্বাদ ;
রাত্রিদিন স্নান করি তার প্রেম-ঢলে।
সুন্দরীর ফটো দেখে-দেখে উন্মাদ-উন্মাদ ;
অঙ্গে যেন জ্বলজ্বল সংখ্যাহীন চাঁদ।

২৪. ১. ২০১৩

পার্থিব অপার্থিব প্রেম

দুটি ঠোঁটের দাম কয়েক লক্ষ টাকা
কারণ ঠোঁট দুটি জানাতে পারে
অন্তহীন শরীরী ভালোবাসা।

একজোড়া চোখের দাম হাজার লক্ষ টাকা
কারণ চোখ দুটি জানাতে পারে
অন্তহীন অপার্থিব ভালোবাসা।

২৯.১.২০১৩

প্রেমে

ফুলের গন্ধ সুধার স্বাদ
শঙ্কর-মাছের চাবুক ঝোলে প্রেমে

চাঁদের আলোয় বাঁশির আওয়াজ
অন্ধকারে আবাসবাড়ি প্রেমে।

ঝড়ের রাত বসন্ত মাস
শরৎ দিনের নীলিম আকাশ প্রেমে
শান্ত সন্ধ্যা খরস্রোতা নদীর শব্দ
শিউলি ঝরা সকালবেলা প্রেমে।

১. ২. ২০১৩

ঝরো না ঝরো না

ঝরো না ঝরো না সুন্দরী
তুমি ঝরে গেলে খান-খান-খান প্রাণ
প্রাণ বাজাবে না বাঁশি
বাড়িঘর হবে অন্ধকার-পুরী
গাছে-গাছে ডাকবে না পাখি।

ঝরো না ঝরো না সুন্দরী
তুমি ঝরে গেলে আঁধার হয়ে যাবে পৃথিবী
সূর্যচন্দ্র তারাবলি যাবে নেবে
ঝরো না ঝরো না সুন্দরী
ঝরো না ঝরো না সুন্দরী।

৫. ২. ২০১৩

সে আছে এখন কই!

বউ ছিল ভালো কথা শুনতো রোজ রাগ করত কম
সে আছে এখন কই!

দুঃখের দিনে হাসতে পারত
সুখের দিনে মূক থাকত
রাতভর করত সোনালি গোলাপি গল্প বহুত
ঝগড়া করত কম।

বউ ছিল ভালো কথায়-কথায় হাসত রোজ
গাইত মধুর গান
চোখ জুড়ে তার প্রণয় বাজত প্রণয় বাজাত শাঁখ
খুশির বানে প্রায়শ হত আত্মহারা
মানবীর দেশে দেবাঙ্গনা ছিল
খুলে বসত রূপের ডালি—অপরূপ ছিল রূপ।

বউ ছিল ভালো মধুর প্রণয়ে হৃদয় বাজাত সেতারের মতো
জানি না-জানি না সে আছে এখন কই!

১৩. ২. ২০১৩

অপার্থিব প্রেম

সে আমাকে ভালোবাসে আমি তাকে ভালোবাসি
ইথার তরঙ্গে ভাসে অপার্থিব প্রেম
প্রেমে তার ম-ম গন্ধ, গন্ধরাজ-ঘ্রাণ
সব কামাগুণ ঝরে-পড়ে মহানন্দা জলে
হয়ে গেছে অলৌকিক প্রেম।

সে আমাকে ভালোবাসে আমি তাকে ভালোবাসি
চোখে-মুখে মায়া-ঘোর, মায়ারানি ডাকি
আমাকে সে ডাকে মায়ারাজ
ইথার তরঙ্গে ভাসে অতীন্দ্রিয় প্রেম
প্রেমে শুঁকি নন্দনকাননে ফোটা পারিজাত-ঘ্রাণ।

সে আমাকে ভালোবাসে আমি তাকে ভালোবাসি
ইথার তরঙ্গে ভাসে অপার্থিব প্রেম।

১৬. ২. ২০১৩

রমণীর মন

এক সাথে দুটি প্রেম করেছিল নারী
রাম শ্যাম দুজন-ই ছিল প্রিয়তম,
রামের সঙ্গে সে গোপনে পালালো।
শ্যামকে সে বলেছিল : বাসস্টপে থেকো
দুপুরে দুজনে দেব দূর দেশে পাড়ি।
জানা গেছে : শ্যামের সঙ্গে সে করেছিল
শুধু শুধু সুনিপুণ অভিনয় রোজ।
রাম ছিল তার আসল প্রেমিক।
বুঝে সুজে প্রেম করো তরুণ পুরুষ
রমণীর মন মেঘে-ঢাকা রোজ।

২৪. ২. ২০১৩

সংযত হও

সংযত হও হাত
দুটি গ্লাস ভেঙেছ
আর দুটি ভাঙলে
গিন্নির চাবুক খাবে জনসমক্ষে।

২৭. ২. ২০১৩

গুণ চাই গুণ

শুধু শুধু রূপ দেখে ভরে না তো মন
গুণ চাই গুণ
গুণগন্ধ ভালো লাগে যাবৎজীবন
রূপগন্ধ ভালো লাগে দুই চারদিন
নারী তুমি আদর্শ রমণী হও
শুধু-শুধু রূপ দেখে ভরে না তো মন।

২. ৩. ২০১৩

বিষ-বিষ! অমৃত-অমৃত!

সোনালি তোমার চোখে বিষ-বিষ ; অমৃত-অমৃত।
চোখ থেকে সুধাবৃষ্টি ; ঝরে পড়ে অফুরান বিষ,
বিষাকারে ঝরে পড়ে অফুরান অমৃত-অমৃত ;
রাত্রিদিন সুধাকারে ঝরে পড়ে বিষ-বিষ-বিষ।
সোনালি তোমার রূপ জ্বলজ্বল আগুন-আগুন,
আগুনে দু-হাত রাখি ঠিকরে পড়ে লাল-নীল আলো ;
মনজুড়ে প্রাণজুড়ে মধুমাস, গোলাপি ফাল্গুন ;
সোনালি আগুন সেঁকে প্রাণমন ষোলো-আনা ভালো।

সোনালি তোমার রূপ অন্ধ করে, কী যে ইন্দ্রজাল!
অবিরাম মধু ঝরে সুধা ঝরে রূপ থেকে রোজ ;
অবিরাম মনপ্রাণ চেখে খায় রূপজ সবুজ ;
সোনালি তোমার রূপ বন্দি করে, কী যে মায়াজাল!
আশে পাশে রাত্রিদিন প্রস্ফুটিত কাঞ্চন-সরোজ
মধু তুমি, সুধা তুমি, অন্তহীন ফিরোজা সবুজ।

৫. ৩. ২০১৩

বজ্রধ্বনি

বার-বার এ হৃদয় কেঁদে ওঠে তোমার বিরহে,
লক্ষ্মী সোনা, ফুলমুখী দেখা আর হবে না জীবনে ;
পাশাপাশি বাস, তবু পড়ে আছি বেদনার দহে,
জন্মলগ্নে রাহুকেতু পুড়ে মরি অপার দহনে।
তৃতীয় পুরুষ এল, ছারখার প্রেমের জগৎ,
অবিরাম শনিশ্চর ডানে-বাঁয়ে করে ঘুরাঘুরি ;
মরি-মরি দিবালোকে জ্যোৎস্নালোকে অন্ধকার পথ,
চিরতরে থেমে গেছে প্রেমামোদ শত খুনসুড়ি।

মরি-মরি প্রেমরাজ্যে বজ্রধ্বনি তৃতীয় পুরুষ,
সেকারণে সোনামুখী অবিরাম দূরে-দূরে থাকি,
অশনি-সঙ্কেত ধনি, ভালোবাসে প্রেমিক মানুষ?
বিরহ-আগুনে পুড়ে দূরে-দূরে থাকি সোনাপাখি।
জেনে গেছি প্রেমরাজ্যে পাশুপত তৃতীয় মানুষ,
মুহুর্মুহু ঝঞ্ঝাঘাতে ম্রিয়মাণ প্রেমিক-পুরুষ।

১৫. ৩. ২০১৩

ক্রীতদাস

তোমাকে দেখলে পাখি মন গলে যায়
তোমাকে দেখলে পাখি প্রাণ চুরি যায়
সোনাপাখি হিরাপাখি প্রাণপাখি ডাকি
মনে-মনে দিনভর রোজ ছবি আঁকি।

পাখি তুমি মহারানি, আমি ক্রীতদাস
তোমার শ্রীপদ-পাশে আমার আবাস।

২৩. ৩. ২০১৩

চোদ্দ রাজার মন

বউকে নিয়ে ঘর করে লোক
বউকে ভালোবাসে না
অন্য নারীর চোখে দেখে রোজ
স্বপ্নের মায়াঞ্জন
সুখের দিনে প্রণয়ে ডাকে অনেক মায়াবিনী
রোগশয্যায় বউ করে সেবা-আত্তি
বউ নয় কখনো পর
সাত রাজার ধন
চোদ্দ রাজার গোলাপি মন
শেষের দিনে বউ বুকে নিয়ে শোয়।

২৬. ৩. ২০১৩

মধ্যরাতে লাফ

মধ্যরাতে ঘুম-চোর তার সাথে মনে-মনে দেখা ;
পরি বেশে উড়ে এসে বসে আছে হৃদয়ে আমার ;
ঝলমল শারদীয়া চন্দ্রানীর মতো রূপ তার,
অন্ধকার মধ্যরাতে মুখে মুখ, রূপ তার সেঁকা।
বিশাল প্রেমের নদী, মধ্যরাতে জলে তার স্নান—
রাত শেষে পায়চারি করি তার পারে বার-বার
কাছে-দূরে আলো-আলো, শতবর্ণ আলোর আসার,
মধ্যরাতে ঘুম-চোর সে আমাকে করে সঙ্গদান।

প্রলয় বিচিত্র বস্তু আদি অন্ত বুঝতে পারি না ;
ঘুম-চোর তার সাথে সুমধুর প্রেম মধ্যরাতে—
মনে-মনে হর্ষ-ভরে রাঙালাপ করি তার সাথে,
টেলিপ্যাথি যোগে কথা ডেকে উঠি : সাহানা! সাহানা!
মধ্যরাতে ঘুম-চোর তার সাথে মধুর সংলাপ—
একাকার গৌহাটি-কলকাতা, মধ্যরাতে লাফ।

২৭. ৩. ২০১৩

অপার্থিব পরি

রাত্রিদিন মধু ঝরে তোমার সৌরভ থেকে নারী,
সোনালি সৌরভ শুঁকে অমৃত-জগতে করি বাস—
গোলাপি রুপালি নীল বহুবর্ণ আমার আবাস ;
ইচ্ছা করে পৃথ্বীপুরে গড়ে নিই প্রেম-রাঙা বাড়ি।
প্রতিক্ষণ মায়াজাল সৃষ্টি করো রূপস্পর্শে নারী,
ইচ্ছা করে জন্মভর শুয়ে থেকে তোমার হৃদয়ে—
প্রতিদিন প্রেমে ভাসি হাসি-খুশি ভুবন-আলয়ে ;
রাত্রিদিন অঙ্গ চুষে সুধা পান করি শুভ্র পরি।

ক্ষণে-ক্ষণ মোহজাল সৃষ্টি করো মনে-প্রাণে নারী,
রূপজালে বন্দি আমি আনন্দ-সাগরে ভাসি রোজ—
মনে-মনে রাত্রিদিন থরে-থরে কুড়াই সরোজ,
প্রেম-ভরে বলে উঠি : নারী তুমি অলকা-সুন্দরী।
তোমার শৃঙ্খলে বাঁধা অপরূপ ভুবন নগরী ;
তুমি বিশ্ববিজয়িনী, লাল-নীল অপার্থিব পরি।

২৭. ৩. ২০১৩

রমণীদাস

আমি তো রমণীদাস পাদপদ্মে পড়ে থাকি রোজ
কেউ ভাবে আমি প্রেমী কেউ ভাবে অসভ্য লম্পট
ছলাকলা জোরে দিই নারী নিয়ে সুদূরে চম্পট।

নারী ভজে প্রতিদিন রাত্রিদিন হৃদয় সবুজ
জেনে গেছি পৃথিবীর মণিমুক্তা কামিনীসমাজ
সেকারণে ভগ্নীসঙ্গে প্রেমে মজে ভুলে যমরাজ।

২৮. ৩. ২০১৩

ঈশ্বরী

ভালোবেসে রোজ
আকাশসমান উঁচুতে তোমায় রেখেছি
চন্দ্রসূর্যতারার মতো মাথায় তুলে রেখেছি
ভালোবাসি বলে
শুকতারা সন্ধ্যা তারা ধ্রুবতারা তুমি জীবনে
উদিতা অরুণা ভবনে।

ভালোবেসে ডাকি সুরেশ্বরী
ভালোবাসা আমার ঈশ্বরী।

২৯. ৩. ২০১৩

কাছে এসো

দূরতম গ্রহ তুমি
দূরবিন দিয়ে দেখি রোজ
বিরহ-আগুনে পোড়ে হৃদয়-ভবন
কাছে এসো হাত ধরো
হৃদয়ে হৃদয় রেখে প্রস্ফুটিত করো প্রেমফুল
দিনরাত কুলুকুলু নদী হোক আমার ভুবন
আমার পৃথিবী হোক পুলকিত জ্যোৎস্না-সাগর
চরাচর হয়ে যাক সোনালি আলয়।

দূরতম গ্রহ তুমি কাছে এসো
প্রেমতীর্থে করি রোজ প্রমোদ-ভ্রমণ।

৩০. ৩. ২০১৩

উত্থান

কখনো দেখিনি যাকে
আমি তার নামগন্ধে পাগল-পাগল
রমণী নামের সঙ্গে প্রেম ওতোপ্রোত
জেনে গেছি নারী মানে প্রেম-পুরী
চিরসাথী চিরসহচরী
ঘুম ভাঙে প্রাণ জাগে প্রেমে তার রোজ
প্রেমে তার চরাচর, আমার উত্থান।

৩১. ৩. ২০১৩

সুষমার পীঠভূমি

সুন্দরী কামিনী বলে প্রতিদিন আমি ক্রীতদাস।
সুষমার কাছে আমি ক্ষণে-ক্ষণ নতজানু রোজ ;
প্রতিদিন ক্ষণে-ক্ষণ তীর্থভূমি চরণ-সরোজ ;
সোনালি রুপালি নীল চরাচরে করি রোজ বাস।
জগতে রমণী-রূপে সুষমার পীঠভূমি তুমি,
সৌন্দর্য-পিপাসুজন তোমার বন্দনা করে রোজ,
যেন তুমি মহালক্ষ্মী, প্রতিদিন দেবী শ্বেতভোজ ;
পদতলে প্রতিদিন ঝলমলঝল দেবভূমি।

জগতে রমণী-রূপে সুষমার পীঠভূমি তুমি।
তোমাকেই কেন্দ্র করে নরজাতি ঘর বাঁধে রোজ,
হর্ষ-ভরে উপহার দেয় রোজ সোনালি সরোজ,
গোলাপি সোনালি প্রেমে ভরপুর করে হৃৎভূমি।
জগতে রমণী-রূপে সুষমার তুমি পীঠস্থান,
মনুষ্যজাতির তুমি অহরহ বান্ধবীপ্রধান।

৩১. ৩. ২০১৩

রাজা-মহারাজা-ইন্দ্রাণী

ভালোবাসা আমার পরম পুলক
ভালোবাসা আমার স্বর্গের নদী।
ভালোবেসে আমি রাজা-মহারাজা
তুমি রানি-মহারানি ইন্দ্রাণী।

১. ৪. ২০১৩

তোমাকে ঘিরে

স্বপ্ন দেখি অনেক স্বপ্ন তোমাকে নিয়ে সুন্দরী
ভ্রমর-কালো চোখে তোমার হাজার স্বপ্ন ছড়ানো
ঘর-করার স্বপ্ন দেখি রমণসুখের স্বপ্ন দেখি সুন্দরী।
কুসুম সুন্দর অঙ্গে তোমার হাজার স্বপ্ন ছড়ানো
ইচ্ছা করে তোমাকে নিয়ে স্বপ্ননীড় করি রচনা
ইচ্ছা করে তোমাকে নিয়ে সুরপুর করি রচনা।

২. ৪. ২০১৩

বান্ধবী এখন কই

সোনালি দিনের বান্ধবী আমার কই?
সে ছিল আমার গোলাপি পাখি
শিলং পাহাড়ের কানন দেবী
উড়ো-উড়ো ফুল
হাজার পাইনের ঝুরুঝুরু গান
এপ্রিল মাসের সোনালি বাতাস
সেজন এখন কই?
মন তাকে খোঁজে পাইনের বনে প্রতিক্ষণ।
সে এখন কই? সেজন এখন কই?
সোনালি দিনের বান্ধবী এখন কই?

২. ৪. ২০১৩

অনিয়ম সোনালি নিয়ম

তোমার পঁচিশে আমার আশিতে ভালোবাসা এল
চোখে-মুখে খেলে বিদ্যুৎরেখা অকাল বসন্ত হৃদয়ে
প্রেমে রাজ্যে অনিয়মই নিয়ম
অনিয়ম করে সোনালি রুপালি বিশ্ব।

তোমার পঁচিশে আমার আশিতে গোলাপি রবীন্দ্র-গান
পূর্ণিমা-চাঁদ আকাশলোকে অরুণিমা জ্বলে হৃদয়ে
আশিতে পঁচিশে অভূতপূর্ব বিস্ময়লোকে বাস
প্রেমের রাজ্যে প্রতিটি দিন অনিয়ম সোনালি নিয়ম।

৭. ৪. ২০১৩

নারী ভজে রমানাথ

জন্মভর প্রেমে মজে নারী ভজে গেছে রমানাথ ;
নারী যেন তার কাছে রাত্রিদিন বিস্ময়কুসুম,
নারী দেখে জেগে ওঠে, নারীমুখে দেখে সূর্যসোম ;
তার কাছে নারী যেন অপরূপ ঈশ্বরী সাক্ষাৎ।
কামিনীর রূপ দেখে দিনরাত অন্ধ রমানাথ,
ভালোবেসে পুষ্পহার চন্দ্রহার দেয় উপহার,
পূজে তাকে, ভজে তাকে, করে তার একশো উপকার
নারী মুখে দেখে রোজ পুলকিত সুষমা সাক্ষাৎ।

নারী ভজে রমানাথ বিস্ময়সাগরে করে স্নান,
মদির দুচোখ থেকে পান করে ঝরঝর সুধা,
দেহমনপ্রাণে তার অন্তহীন অশরীরী ক্ষুধা,
কামিনীর রূপাগুন তার কাছে জ্যোৎস্নার বান।
নারীর হৃদয় থেকে দিনরাত স্নিগ্ধ বৃষ্টিপাত,
সেকারণে নারী ভজে, নারী পূজে রোজ রমানাথ।

১১.৪.২০১৩

ভালোবাসা বিশল্যকরণী

কালো চোখে একশো রাঙা স্বপ্ন নাচে কাজল বরণী।
তোমার শরীর যেন রাত্রিদিন স্বপ্নের আবাস ;
ইচ্ছা করে আলিঙ্গনে বন্দি করে স্বপ্নে করি বাস ;
অবিরত প্রাণ ভরে ভালোবাসি তোমাকে মোহিনী।
কাজল বরণী তুমি প্রাণমন করেছ লুণ্ঠন,
বিশল্যকরণী তুমি সর্বৌষধি যেন রাত্রিদিন ;
তোমার প্রণয়-নদে আমি এক নৃত্যরত মীন,
তোমার অমল প্রেম রাত্রিদিন স্নিগ্ধ সমীরণ।

জীবনে রেখেছ হাত দয়া করে কাজল বরণী।
তোমার প্রণয় ভূমি রাত্রিদিন অলকা আমার,
অলকার দিকে-দিকে করি রোজ প্রেম-অভিসার,
তোমাকে ভজনা করে রাত্রিদিন দেবতা মোহিনী।
জেনে গেছি ভালোবাসা সর্বৌষধি, বিশল্যকরণী ;
জ্বলজ্বল ঝলমল পৃথ্বী এক অরুণ বরণী।

১৩. ৪. ২০১৩

জেনে গেছি...

অসুন্দরী নারীভজে হর্ষ ভরে প্রেমিক পুরুষ ;
তার মানে নারী চির প্রেমময়ী চির প্রণয়িনী,
অবিরাম নর-নারী মনে বয় প্রণয়-বাতাস,
প্রতিক্ষণ নারী প্রিয়া, প্রিয়জন পুরুষমানুষ ;
দুজনার মনজুড়ে সোনাঝরা প্রেমপ্রীতি রোজ ;
সে কারণে কালো নারী ফরসা নারী নিমেষে প্রেমিকা।
পুরুষমানুষ রোজ কামিনীর অন্তরঙ্গ লোক,
ঘরে-বাইরে রঙ্গরসে দিনপাত করে তারা রোজ।

পুরুষ কামিনী রোজ অন্তরঙ্গ প্রিয়া-প্রিয়জন ;
চুম্বকের মতো তারা পরস্পর করে আকর্ষণ ;

একবৃন্তে পুষ্প দুটি যুগ্মরূপ মধুর সুন্দর ;
প্রেমে ভেসে প্রেমে মজে রোজ পায় প্রভূত প্রমোদ।
জেনে গেছি নারী মানে প্রাণ প্রিয়া, চিরন্তনী রোজ
পুরুষমানুষ রোজ কামিনীর অন্তরঙ্গ লোক।

১৬. ৪. ২০১৩

চিরন্তনী

তাকে দেখে মনে বয় চন্দ্রভাগা, অমৃত-তটিনী
ভিনিগার নদী বয় রাত্রিদিন শিরায়-শিরায় ;
সে আমার চিরন্তনী, রাঙা নারী, সূর্যমুখী ফুল
পৃথিবীর পথে পথে চোদ্দ জন্ম তার সাথে খেলা।
রাত্রিদিন সে আমার সুশীতল হাওয়া ;
অহরহ সে আমার সুচন্দন, অগুরুর ঘ্রাণ ;
প্রতিদিন বারানসী-তিরুপিতি-বিন্ধ্যবাসিনী,
অহরহ পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বার সুতীর্থ কামাখ্যা।

সে আমার চিরন্তনী, তাকে দেখে স্বর্গসুখ রোজ ;
সে কারণে, তাকে চাই রাত্রিদিন ক্ষণে-ক্ষণে রোজ।
জ্বলজ্বল জ্যোৎস্নালোকে যে আমার প্রসূনকানন,
ঝলমল রৌদ্রালোকে সে আমার রক্ত গোলাপ
তাকে দেখে মনে বয় চন্দ্রভাগা, মন্দাকিনী নদী ;
সে আমার মাঘী রোদ, জ্যোৎস্নালোক রোজ।

২১. ৪. ২০১৩

সুধারানি হও সই

নীল পরি তুমি রোজ
আনাচে-কানাচে ঘুরে মন করো জয়

আশেপাশে ভ্রমরীর মতো করো গুনগুন
তোমাকেই সঙ্গী করে সোনামোড়া ঘর চাই সই।

সকাল-বিকাল সমস্ত ক্ষণ সবুজ তুমি
রাত্রিদিন গোলাপি তুমি রাত্রিদিন রুপালি
রাত্রিদিন বর্ণালী তুমি রাত্রিদিন স্বর্ণালী
মুহুর্মুহু পান্না সবুজ
জীবনভর মধ্যমণি সই।

নীল পরি হও শিরোমণি
সবুজ নারী সবুজ পরি
জন্মভর হও সুধারানি সই।

২২. ৪. ২০১৩

আমার কবিতা তাঁর দান

আমার হৃদয়ে এক চিরন্তন নারী করে বাস,
তাঁর সাথে অবিরত সংলাপরত রাত্রিদিন ;
সে আমাকে বারংবার হাসায়-কাঁদায় প্রতিদিন,
আমার কবিতালোকে সে কামিনী রোজ স্বপ্নাকাশ।
তাঁরই বাঙ্ময়রূপ প্রতিদিন আমার কবিতা,
আনন্দ-বেদনা আর হাস্যলাস্য তাঁর, আসার রচনা,
আমার কাব্যে স্ফুট অবিরত তাঁরই বাসনা,
অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাঁর লিখি আমি, মূর্ত সে বনিতা।

যে-নারী হৃদয়বাসী, আমার কবিতা তাঁর দান,
কখনো সে ছিন্নমস্তা, কখনো সে কালী করালিনী,
কখনো সে মহালক্ষ্মী, কখনো সে দেবী বীণাপাণি,
মহতী নিষ্ঠুরা রূপে এ হৃদয়ে তাঁর অবস্থান।
তাঁরই ইচ্ছার রূপ প্রতিদিন আমার কবিতা,
আমি শুধু আজ্ঞাবহ লিপিকার, তিনি রচয়িতা।

২২.৪.২০১৩

প্রেমরাজ্যে প্রেমসুধা

যে আমাকে ঘৃণা করে, আমি তার অভ্রান্ত প্রেমিক ;
সে আমার দেবদূতী, নীল পরি, ফুল পরি রোজ,
শান্তির কপোতী শুভ্র, গন্ধরাজ, হিরার সরোজ,
স্মৃতিভূমে রাত্রিদিন উজ্জ্বল মানিক।
মনে-মনে তার সাথে প্রেম করি প্রতি রাত্রিদিন,
রাত্রিদিন মনে-মনে কণ্ঠে তার দিই মণিহার,
সে আমার মনবাসী, ধিন-ধিন নাচি প্রেমে তার,
ঘৃণা নয়, তাকে ভালোবেসে বাজে নিত্যদিন বীণ।

প্রেমরাজ্যে প্রেম রাজা, ঘৃণা রোজ তুচ্ছ তৃণবৎ,
মন যাকে ভালোবাসে প্রাণ তার প্রেম করে ভোগ,
ঘৃণা নয়, প্রেমরাজ্যে প্রেম সুধা প্রেম সর্বসুখ,
প্রতিদিন মনোলোকে প্রেম সৃজে মধুর জগৎ।
ঘৃণা নয়, প্রেম-রাজ্যে প্রেম সুধা, সাক্ষাৎ ঈশ্বর
প্রতিক্ষণ জ্বলজ্বল ঝলমল নতুন ভাস্কর।

২৪. ৪. ২০১৩

জ্বলজ্বল পূত প্রেমভূমি

জানি-জানি পুনর্বার দেখা আর হবে না জীবনে ;
দৃষ্টিবাণে বিষ ছিল, একনদী তরল গরল—
সে-গরল পান করে সারা গায়ে অনল-অনল,
পাগল-পাগল আমি, মন পোড়ে অপার দহনে।
জানি-জানি পুনর্বার দেখা আর হবে না জীবনে ;
রাতদিন লালাগুনে অবিরাম মনপ্রাণ পোড়ে,
বিরহ-আগুনে পুড়ে বাড়িঘর চরাচর ঝরে,
মহাসুখে জ্বলে পুড়ে সাহারার মতো জ্বলে মন ক্ষণে ক্ষণে।

অনন্ত আগুন জ্বেলে চলে গেলে, খাঁ খাঁ করে পুরী ;
ত্রিভুবন জুড়ে জ্বলে দুর্নিবার আগুন-আগুন,

অন্ধকারে প্রেমভূমি, দূর-অস্ত সোনালি ফাগুন ;
আকাশ-বাতাস জুড়ে বিরহ-আগুন জ্বলে মরি-মরি-মরি।
আগুন জ্বালিয়ে ঘরে-চরাচরে, চলে গেলে তুমি ;
অনন্ত আগুনে জ্বলে রাতদিন পূত প্রেমভূমি।

২৪. ৪. ২০১৩

আলোকচয়ন, আঁধারচয়ন

তোমার প্রেম বাংলা দেশের দিঘির জল
আসাম দেশের বৃষ্টিধারা
মেঘালয়ের পান্না সবুজ বন
জাপান দেশের সূর্য-উদয় সই।

তোমার প্রেম গোলক ধাঁধাঁ—একশো ছলা
মেঘরৌদ্রের খেলা প্রতিক্ষণ
পাহাড়-চূড়ায় চন্দ্র-উদয়
নাগরাজের দেশে ভ্রমণ সই।

তোমার প্রেম সিকিম দেশের মধুর মুখ
যখন তখন হিমবাহ
তোমার প্রেমে সিক্ত হয়ে
আলোকচয়ন আঁধারচয়ন সই।
৩. ৫. ২০১৩

রমানাথ নারীদাস

তেতো-মিঠে নারীফল জন্মভর সঙ্গিনী আমার,
মহানন্দে উপহার দিই রোজ জীবন-যৌবন ;
সে আমার চুনিপান্না, প্রতিক্ষণ অমূল্য রতন ;

ঝলমল রৌদ্রজ্যোৎস্না, অবিরাম প্রণয় আমার।
দিনরাত সে আমার মণিদীপ, অজগর সাপ ;
মণি তার আলো দেয়, মুখ তার ফেলে বিষশ্বাস ;
ক্রীড়নক রূপে তার ফেলি রোজ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ;
প্রয়োজনে তার কাছে চাই রোজ একশো গণ্ডা মাপ।

রমানাথ নারীদাস জেনে গেছে জগৎ-সংসার ;
তেতো-মিঠে নারী ভজে রোজ তার যায় দিনরাত ;
একদিন কড়া রোদ, একদিন স্নিগ্ধ বৃষ্টিপাত ;
একদিন জ্যোৎস্নারাত, একদিন গাঢ় অন্ধকার।
তেতো-মিঠে নারীফল জন্মভর আমার সঙ্গিনী,
তার সাথে দিনপাত, কাটে রোজ আমার রজনী।

৫. ৫. ২০১৩

কী মধুর প্রেম ছিল!

কী সোনালি মন ছিল সুন্দরী তোমার!
গোলাপি সংলাপ করে জুড়াত হৃদয় ;
তোমার হৃদয় ছিল আমার আলয় ;
বার-বার মনে পড়ে তোমাকে আমার।
কী মধুর রূপ ছিল সুন্দরী তোমার!
প্রস্ফুট প্রসূন ছিল তোমার শরীর ;
গুনগুন গান করে প্রণয়-আবির
ছিঁটাতাম রাঙা অঙ্গে সুন্দরী তোমার।

তোমার মধুর প্রেম স্বপ্ন ছিল রোজ ;
রূপ দেখে, মুখ দেখে কেটে যেত দিন ;
প্রেমগান সেধে-সেধে বাজাতাম বীণ ;
দিনগুলি রাতেগুলি ছিল কী সবুজ ;
কী মধুর প্রেম ছিল সুন্দরী তোমার ;
বার-বার ইচ্ছা করে দেখতে পুনর্বার।

৫. ৫. ২০১৩

কামিনী ফুলের গন্ধে...

কামিনী ফুলের গন্ধে জন্মভর থেকেছি বিভোর ;
ঈশ্বর তোমাকে ভুলে কোনোদিন করিনি স্মরণ,
সৃষ্টি করে মোহময়ী কামিনী কুসুম,
আমাকে রেখেছ তুমি আলোবর্ষ দূর ;
তোমার চেয়েও প্রিয় মাধবীর মধুঝরা রূপ ;
একেবারে ভুলে গিয়ে তোমাকে মহান,
লোভী আমি তৃপ্ত রোজ নারীসঙ্গ সুরা করে পান ;
যেন নারী প্রতিভূ তোমার।

আসলে তোমার ইচ্ছা,
মোহজাল ছিন্ন করে আত্ম-নিবেদন ;
আর আমি ভুলে গিয়ে তোমাকে ঈশ্বর,
শাড়ির আঁচল বন্দি রোজ।
ক্ষমা করো ক্ষমা করো আমাকে মহান,
কামিনী ফুলের গন্ধে জন্মভর থেকেছি বিভোর।

১২. ৫. ২০১৩

কেন্দ্রবিন্দু

নারী নিয়ে ঘর করে প্রতিটি পুরুষ,
জীবনের মধ্যমণি কামিনীসমাজ।
নারী নয় হেলাফেলা, বনানীর স্নিগ্ধ ছায়া,
শান্তির আলয়।
রমণীকে কেন্দ্র করে ধরিত্রী সচল,
চলে বাড়ি ঘর।

১৩. ৫. ২০১৩

আলোক-বর্তিকা

বহুবার দাঁড়িয়েছি মহিয়সী নারীর ছায়ায় ;
অলকা-অঙ্গনা তারা—পৃথ্বীপুরে দীপ্ত দেবদূতী ;
যাত্রাপথে নতশিরে তাহাদের দান আমি করেছি গ্রহণ ;
যাবার মুহূর্তে বলি : মহামতি নারীকুল পৃথিবীর আলোক-বর্তিকা।

১৭. ৫. ২০১৩

অলকার দান

ভালোবাসা স্বর্ণখনি
অমৃত-সমান
সর্বক্ষণ পাকা আম
কী মধুর স্বাদ ;
সুধা-ঝরনা ভালোবাসা
অলকার দান।

২৩. ৫. ২০১৩

পরনারী

পর-নারী
        ফুল-পরি
                গন্ধরাজ গন্ধ তার গায়
                        মন ভরে ঘ্রাণে।

পর-নারী
        গুণবতী
                গুণ তার জয় করে মন
                        পড়ে থাকি পায়ে।

৩১. ৫. ২০১৩

কামিনী ওষুধ

ঘৃণা করি তবু সে তো উঠে আসে হৃদয়ে আমার,
তার মানে কামিনীকে ঘৃণা করা সম্ভব নয় ;
কালো চোখ গোল মুখ করে রোজ পুরুষ-বিজয় ;
অবিরত মন পোড়ে ক্ষীণ কটি, স্তনহার তার।
প্রতিক্ষণ রূপ তার মনে-প্রাণে ছড়ায় আগুন,
ঘৃণা থামে, মনে-প্রাণে জ্বলে ওঠে প্রণয়-অনল ;
কামিনীকে ঘৃণা করা সম্ভব নয়, নারী মানে প্রেম-শতদল
প্রেম-মূলে দেহ তার, দেহে জ্বলে সোনালি ফাগুন।

ঘৃণা করি তবু সে তো উঠে আসে হৃদয়ে আমার,
কারণ-কারণ আছে রূপ তার দেবতার বর ;
রূপাগুনে পুড়ে তার ঝরে পড়ে ঘৃণার পাহাড় ;
মনে-প্রাণে অবিরাম ঢেউ খেলে প্রণয়-সাগর।
আর আমি ঘৃণা ভুলে ক্ষণে-ক্ষণ প্রেমে তার বুঁদ ;
মনে-প্রাণে সঞ্জীবনী-ধারাসার কামিনী-ওষুধ।

৪. ৬. ২০১৩

প্রণয়ে ধরেনি ঘুন

পঞ্চাশ বছর তুমি ও আমি একসাথে আছি বন্ধু
জগৎজীবনে হাজার ঝঞ্ঝা বাজাল বেতালে দামামা
হাজার বন্যা দিগন্ত ভাসাল প্রলঙ্করী ক্রোধে
সুখ ও দুঃখ তৃণের মতো মাড়িয়েছি দুজনে সতত
পঞ্চাশ বছর আমি ইমারত তুমি পবিত্র মন্দির।

পঞ্চাশ বছর তুমি ও আমি একসাথে আছি বন্ধু
হাজার ঝড়েও চূর্ণ হয়নি তোমার আমার মিতালি
আলোয় আঁধারে আনন্দ-আলয়ে নিয়ত করেছি বাস
তুমি মিতা রোজ আমিও তোমার বন্ধু
পঞ্চাশ বছর জীবনযাপনে প্রণয়ে ধরেনি ঘুণ।

৫. ৬. ২০১৩

স্ত্রীলোকের বাসনা

প্রতিটি স্ত্রীলোক চায়
প্রিয় পুরুষকে সামনে রেখে
ঘর-চালানোর ফন্দি
হাতে চায় সে ঘরের চাবি
হতে চায় সে মক্ষিরানি।

প্রতিটি স্ত্রীলোক চায়
প্রত্যেক পুরুষ হবে
তার হাতের পুতুল
ঘরের প্রতিটি নারী
হবে তার চাকরানি।

অনেক স্ত্রীলোক চায়
অসংখ্য পুরুষ ঘরে আসবে
রঙ্গরসে যাবে দিন
স্বামীকে ঘুম-ঘোরে রেখে
পরকীয়া প্রেমে করবে স্নান।

৬. ৬. ২০১৩

লোম

লোম-লোম-লোম
সমস্ত শরীর জুড়ে দীর্ঘ কালো লোম
চুমু খেয়ে মুখে
শীতরাতে পড়ে থাকি কী লোমশ বুকে
লোম-লোম-লোম
খরগোশের মতো দেয় উম
শান্তির সাগরে দিই ঘুম।

১০. ৬. ২০১৩

প্রেমে করো জয়

দীপ তুমি
গ্রীক দেবতার মতো রূপরাজ
রঁদার ভাস্কর্য যেন তোমার শরীর
প্রতিক্ষণ রমণীমোহন
রূপ দেখে রাতদিন উন্মাদ-উন্মাদ
দৈবাৎ চোখে আসে ঘুম
প্রেমাগুনে পোড়ে মনপ্রাণ
মধ্যরাতে কড়া নেড়ে ঢুকে পড়ো ঘরে
আলো করো বাড়ি ঘর
বিশ্বচরাচর।

১১. ৬. ২০১৩

তুমি হও সর্বস্ব আমার

বুড়ো তুমি রূপরাজ
এখনো শরীরে জ্বলে দাউ-দাউ সোনালি যৌবন
আমার পঞ্চাশে তুমি প্রেমিক উত্তম
এল চুলে স্তনরূপ করে উন্মোচন
একদৃষ্টে চেয়ে থাকি
দেখি রাঙা মুখ
মধুঝরা সুধাঝরা রূপ অপরূপ।

আমার স্বামীর মুখ পাঁচের মতন
বৃক্ষ-উঁচু দাঁত তার—ভীষণ কুৎসিত
কাকের মতন তার রূপ
যৌবনে শরীর তার জরার শিকার
কীযে করি কীযে করি দূরবাসী প্রেম
সে আমার চক্ষুশূল রোজ।

রূপরাজ বুড়ো তুমি আমার প্রেমিক
ইচ্ছা করে
গোপনে সঙ্গমে ডেকে
কামাতুর প্রেমাতুর দেহপ্রাণমন
কিঙ্করীর মতো পায়ে করি নিবেদন
আর কানে-কানে বলি :
তুমি হও—তুমি হও সর্বস্ব আমার।

১২. ৬. ২০১৩

শুকশারি জোড়

রূপ এলে
ঝড় ওঠে আমার হৃদয়ে
চুরচুর আমার হৃদয়
টপটপ রক্ত ঝরে এ হৃদয় থেকে
অগ্নিবাণে জ্বলে পোড়ে সমস্ত শরীর।

রূপ তুমি কাছে এসো
পাশে বসো
গল্প করে কেটে যাক দিন
নিভে যাক অগ্নিরাশি
রক্তঝরা রক্তধারা যাক থেমে যাক
সুখস্বপ্নে কেটে যাক দিন
চুমু খেয়ে বলব সুখে
ঘর করো
আমরা হব শুকশারি জোড়।

১৩. ৬. ২০১৩

বাহুবন্দি করে বন্ধু...

মধ্যরাতে এসো তুমি দীপ্তিমান কর
খোলা পাবে ঘর।
তোমার প্রণয়-বাণে আমি বিদ্ধ পারাবতী এক,
প্রেম-দাহে রাত্রিদিন বেদনা-কাতর,
ডানাবন্দি করে করব প্রচুর আদর,
ঠোঁটে ঠোঁট রেখে করব প্রচুর আদর।
অভাগিনী নারী আমি, স্বামী এক বদ্ধ পাগল ;
অমানুষী নই বলে তাকে নিয়ে করছি আমি ঘর,
অন্যকোনো নারী হলে তাকে ছেড়ে করত পলায়ন।
তোমার প্রণয় বন্ধু অগ্নিদাহে অমৃতসমান,
দাবদাহে ধারাজল রোজ ;
দীপ্তিমান কর তুমি মধুভাণ্ড, সুধার কলস ;
বাহুবন্দি করে বন্ধু দিন যাক রোজ ;
প্রেমবন্দি করে বন্ধু দিন যাক রোজ।

১৫. ৬. ২০১৩

দীপ দাশ, হও প্রিয়নাথ

দীপ দাশ, হাড়ে-হাড়ে প্রেমী তুমি,
শান্তিপ্রিয়, শান্তির পূজারী
তোমার প্রণয়মুগ্ধ আমি এক সাধারণ নারী।
আজকাল অন্তরঙ্গ সঙ্গী তুমি,
ভালো করে জেনে গেছ,
আমার সংসারে জ্বলে আগুন-পাহাড় ;
দিবারাত্র মদ্যপায়ী স্বামীটি আমার,
আদ্যন্ত মাতাল ;
পাঁচ নারী সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক,
এক এক নারী সঙ্গে প্রতি রাত্রে বাস ;

প্রচণ্ড লম্পট।
সাতদিনে ঘরমুখী হয় সে পুরুষ ;
দুটি পুত্র কন্যা ঘরে, সে কারণে করিনি বর্জন।
আমার অশেষ দুঃখে জ্বলে পুড়ে পাশে এলে দীপ,
তোমার প্রণয় বন্ধু মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র প্রায় বয় মনে ;
তার জলে স্নান করে রোজ মুক্তিস্নান।
দীপ তুমি দেবদূত, ঈশ্বর সাক্ষাৎ
ভালোবাসি-শ্রদ্ধা করি, হও প্রিয়নাথ।

১৬. ৬. ২০১৩

তুমি হও চিরসঙ্গী

শুভাশিস!
ঈশ্বরের দান তুমি আমার জীবনে
তোমার প্রণয় যেন কৃপাবৃষ্টি তাঁর
অমৃতের ধারাসার জ্বলন্ত জীবনে।

শোনো-শোনো শুভাশিস বহ্নিমান আমার সংসার ;
রাত্রিদিন বাস করি দুটি হিংস্র সর্পের বিবরে ;
মাত্রাদেশে স্বামী করে বেত্রাঘাত রোজ ;
জ্বলজ্বল সিগারেট ধরে রাখে আমার শরীরে।
বলে তারা : আমি নাকি নষ্ট নারী
তাদের সংসার নয় পছন্দ আমার।

স্বামী বলে : ঘন-ঘন সঙ্গম পছন্দ নয়,
যাও ফিরে যাও।
দিনরাত বাপ-বাপ করে মরো
এ সংসারে বাপ করবে কী?
দেয়নি তোমার বাপ একপয়সা পণ,
যাও যাও ফিরে যাও সসম্মানে বাপের ভবন।

দিনরাত তিরস্কার-নির্যাতন, শুভাশিস অসহ্য আমার
        হাত ধরো, হাত ধরো আজ ;
        নবীন জীবন চাই, চাই উজ্জ্বল উদ্ধার ;
        তুমি হও চিরসঙ্গী, বন্ধু আমার,
        বিনিময়ে প্রেমামৃত দেব উপহার,
শান্তির আলয়ে আর সুষমার দেশে করব বাস।

১৯. ৬. ২০১৩

নারী

বিশ্বদেশে নারী কারো ক্রীতদাসী কিংবা বাঁদি নয় ;
নারী মানে মানবিনী, পুরুষের জীবন-সঙ্গিনী,
সহযোগী বন্ধু তার—সর্বৌষধি—বিশল্যকরণী,
প্রেমপাত্রী, সুধারানি, প্রেরণাদায়িনী।
নারী কারো উপেক্ষার পাত্রী নয়, সর্বদা কল্যাণী ;
দিবারাত্র হাতে তার ঝলমল প্রেম-শতদল,
পৃথিবীর ঘরে-ঘরে নারী জ্বালে রোজ প্রেমালোক,
ঘরে-ঘরে স্পর্শে তার মধুর জীবন।

বিশ্বদেশে নারী কারো ক্রীতদাসী কিংবা বাঁদি নয় ;
শান্তির কপোতী নারী, পৃথ্বীপুরে দেবদূতী রোজ ;
হাতে তার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, প্রভাতের সোনাঝরা রোদ ;
তাহার মধুর স্পর্শে এ পৃথিবী বাসযোগ্য রোজ ;
স্পর্শে তার এ জগৎ ঘরদোর স্বর্ণচাঁদ রোজ ;
এ পৃথিবী স্বর্গোপম বাসভূমি রোজ।

২০. ৬. ২০১৩

অমিত্রা নয়

মিত্রা নয়, তবু তাকে ভালোবাসি ;
ঘৃণা করে ; তবু তাকে দেখে রোজ বৃষ্টি ঝরে আমার হৃদয়ে,
বলেছে সে : ফিরে যাও, প্রণবেশ আমার প্রেমিক ;
তবু তাকে দেখে রোজ ডুবুডুবু আনন্দ-সাগরে,
যেন বা সে বহুজন্ম প্রেমিকা আমার।

একবার প্রেম এলে ঝরে না তা বেঁচে থাকে হৃদয়ের ঘরে ;
অপ্রেমিকা-সুপ্রেমিকা একাকার প্রণয়ের কাছে,
অপ্রেমিকা হয়ে যায় নিমেষে প্রেমিকা,
মিত্রা নয়, তবু তাকে ভালোবাসি ;
তাকে দেখে ডুবুডুবু আনন্দ-সাগরে।

২১. ৬. ২০১৩

স্বপ্নে

স্বপ্ন এক স্বর্গীয় মিডিয়া
মাঝে-মাঝে স্বপ্নে হয় তার সাথে দেখা
সে তো এক প্রাণবন্ত প্রণয়-প্রতিমা
রাধা-রাধা-রাধা।
সোনাঝরা হিরাঝরা হাসি তার দেয় উপহার
দীর্ঘ কালো চুল তার মেলে ধরে গায়
নভোনীল চোখ তুলে বার-বার চায়
সে আমার হাত ধরে আমি ধরি হাত।
স্বপ্নে হয় তার সাথে মধুর শৃঙ্গার
সব পেয়েছির দেশে করি বাস।

২৩. ৬. ২০১৩

ভালোবেসে

ফুলঝুরি হাসি দেখে হৃদয় জুড়াই
মেঘকালো চোখ দেখে হৃদয় জুড়াই
মধুমিতা ভালোবাসা চাই
গৌরীশৃঙ্গ স্তন দেখে হৃদয় জুড়াই
দীর্ঘ কালো চুল দেখে হৃদয় জুড়াই
মধুমিতা ভালোবাসা চাই
ঊষারাঙা মুখ দেখে হৃদয় জুড়াই
দীর্ঘ বাহুলতা দেখে হৃদয় জুড়াই
মধুমিতা ভালোবাসা চাই

ভালোবেসে তুমি হও রানি মহারানি
আমি হব রাজা মহারাজা।

২৬. ৬. ২০১৩

চাস যদি

প্রৌঢ়া সুন্দরী তুই কচিকাঁচা নারীর মতন
অমন অমনভাবে তাকাস
মাইরি বিস্ময়ে আমি হতবাক হই
আর হাসির বাহার তোর অমন মধুর
কোনো কিশোরী জানি
তোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবো না সই
আর তোর কালো চুল বিনা মেঘে কী পেখম ধরে
মাইরি বিস্ময়ে আমি হতবাক হই
চাস যদি সঙ্গী হব দিনে দেব দুশো চুমো রোজ
রাতে শুব এক সাথে ঘর বাঁধব সই।

১৩. ৭. ২০১৩

আমিও তোমাকে ভালোবাসি

তুমি ভালোবাসো ধনি, আমিও তোমাকে ভালোবাসি।
বন্ধু বলে ডাকো তুমি, আমিও সর্বদা বন্ধু ডাকি।
তোমার আমার প্রেমে দূর থাকে যৌনজ্বালা পাখি ;
দুজনার প্রেমে শুধু বাজে রোজ অতিদূর অলকার বাঁশি।
কোনো-কোনো প্রেম আছে একশো ভাগ যৌনক্ষুধা হীন ;
শুধু-শুধু ভালোবেসে জ্যোৎস্নালোকে মন করে স্নান ;
অলৌকিক প্রেম করে অবিরত তৃপ্ত থাকে প্রাণ ;
হেন প্রেম পান করে আমি রোজ নৃত্যরত মীন।

তুমি ভালোবাসো ধনি, আমিও তোমাকে ভালোবাসি ;
আমাদের প্রেমলোকে অতিদূর আদান-প্রদান,
জাগতিক লেনদেনে আন্দোলিত নয় মনপ্রাণ,
দুইটি হৃদয়ে বাজে অতিদূর অলকার বাঁশি।
তুমি ভালোবাসো ধনি, আমিও তোমাকে বাসি ভালো ;
আদান-প্রদানহীন ভালোবাসা আলো আলো-আলো।

১৪. ৭. ২০১৩

চাই রূপগুণ

তোমাকে যে ভালোবাসি, সে তোমার গুণ
তুমি অনাগুন।
তোমাকে যে ভালোবাসি, সে তোমার রূপ
কালো চুল ঝোপ।
তোমার এ রূপগুণ
আমাকে করেছে খুন ;
তাই তো তোমাকে ঘিরে ভালোবাসা ধায়
অবিরত মনপ্রাণ তোমাকেই চায়।

১৫. ৭. ২০১৩

সঙ্গী যদি হও তুমি

ষাটেও সুষমা-রানি, ইচ্ছা করে প্রেম করি ধনি,
দিনভর রাতভর রাঙা পরি, পায়-পায় হাঁটি,
বাবা-মাকে দেখাবার জন্য সখি নিয়ে আসি বাটি ;
কানে-কানে বলে উঠি : তুমি হও আমার ঘরণী।
রূপাগুনে পুড়ে মরি, ষাটেও সুন্দরী তুমি, যূনী ;
ইচ্ছা করে সহবাস করি সখি দিবস রজনী ;
করফুলে এনে দিই ঝলমল রামধনু ধনি,
তুমি হও—তুমি হও এ হৃদয়ে নদী সুরধুনি।

ষাটেও সুন্দরী তুমি, অসামান্য তোমার সুষমা ;
আমি কবি সুষমাকে ভালোবাসি, তার ক্রীতদাস ;
প্রতিদিন রাত্রিদিন সুষমার ফাঁদে করি বাস ;
আমার হৃদয়ে তুমি অবিরত উজ্জ্বল চন্দ্রমা।
ষাটেও সুন্দরী তুমি অপরূপা, রূপাঘাতে খুন
সঙ্গী যদি হও তুমি প্রেমে পড়ে করি গুনগুন।

২২. ৭. ২০১৩

নারী

নারী এমন এক শব্দ
যে শব্দ সঞ্চার করে প্রাণ
এমন এক শব্দ
যে শব্দ সুষমালয়ে নিয়ে যায়
এমন এক শব্দ
যে শব্দ শুরু করে ঝমঝম বৃষ্টিপাত
এমন এক শব্দ
যে শব্দ একাকাশ জ্যোৎস্না ছড়ায়।

নারী এমন এক শব্দ
যে শব্দের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে আগ্নেয় পাহাড়

এমন এক শব্দ
যে শব্দের ভেতর লুকনো আছে অমাবস্যা-রাত
এমন এক শব্দ
যে শব্দের ভেতর উছলে পড়ে তরঙ্গিত সাগর
এমন এক শব্দ
যে শব্দের ভেতর অনন্ত গরল পারাবার।

২৪. ৭. ২০১৩

প্রেম-প্রেম বৈজয়ন্তীধাম

প্রায়শ সে মধ্যরাতে স্বপ্নে দেখা দেয়
সুমধুর গান করে স্বপ্নের ভেতরে
টুং টুং সেতার বাজায়
চোখ তুলে গল্প করে স্বপ্নের ভেতরে
হাস্যময়ী লাস্যময়ী রূপে দেখা দেয় ;
কখনো জড়িয়ে ধরে স্বপ্নের ভেতরে
প্রচুর সোহাগ করে গোলাপি সংলাপ
সোনালি সঙ্গমে ডাকে রূপসী আমায়।

স্বপ্নের ভেতরে
আমাকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘ কালো চুলে
ফিস-ফিস সুরে বলে : সুদিনে দুর্দিনে
প্রেম-প্রেম সঞ্জীবনী, চুনি-পান্না-হেম,
হিরাপুর-সোনাপুর, বৈজয়ন্তীধাম,
প্রেম-প্রেম, মুহুর্মুহু প্রাণের আরাম।

৩০. ৭. ২০১৩

সোনালি দিনের সখি

সোনালি দিনের সখি তুমি তো হৃদয়বাসী রোজ ;
মনের আয়না খুলে দেখি রোজ স্বপ্নিল মুখ ;
আমার হৃদয়ে তুমি সাভানার মতো শ্যামসুখ ;
তোমার গোলাপি স্পর্শে এ হৃদয় সোনালি ফিরোজ।
আমার হৃদয়ে তুমি শুকতারা সন্ধ্যাতারা-ধ্রুবতারা রোজ,
আমার হৃদয়ে তুমি জ্বলজ্বল জ্যোৎস্না প্রতিদিন,
আমার হৃদয়ে তুমি ঊষালোক চির অমলিন,
আমার হৃদয়ে তুমি থরে-থরে সোনালি সরোজ।

আমার হৃদয়ে তুমি গান-গান, সুমধুর গান,
নৃত্যের ছন্দতাল, প্রতিদিন অর্কেস্ট্রা মধুর,
আমার হৃদয়ে তুমি মুহুর্মুহু সোনাঝরা সুর,
সোনালি দিনের সখি প্রাণের ভিতরে তুমি প্রাণ।
সোনালি দিনের সখি তুমি তো হৃদয়বাসী রোজ,
তোমার গোলাপি স্পর্শে এ হৃদয় অনন্ত সবুজ।

১. ৮. ২০১৩

আশমান ফুল

প্রেম-প্রেম নীলাভ কুসুম
আশমান ফুল
সাগরের মতো তার বিশাল বিস্তার
অকূল-অকূল
অনন্তের মতো তার অন্তহীন রূপ ;

চর্মচোখে দৃশ্যের আড়ালে
তার রূপ
ছায়াবৃত রূপ তার মেঘাবৃত মুখ

অন্ধকার রাতে যেন বিদ্যুৎ-চমক
দূরবিন চোখে দিয়ে কবি দেখে তার কিছু রূপ।

২. ৮. ২০১৩

উন্মাদ-উন্মাদ

শরীরী সুষমা দেখে উন্মাদ-উন্মাদ ;
ইচ্ছা করে সুন্দরী সঙ্গমে ডাকি খোলা রাজপথে ;
ভব্যসভ্য লোকজন কুরুচির জন্য করো মাপ ;
আমার দুর্দান্ত সাধ ফিরে যেতে আদিম জীবনে।
লিবিডোর দাস আমি, কামদাহে পুড়ে মরি রোজ ;
ইচ্ছা করে ব্যাঘ্র সেজে ভোগ করি শরীরী মাধুরী ;
মধুর যৌবন-রস পান করে রোজ,
সুধাস্রোতে-সুধানদে যাই ভেসে যাই।

শরীরী সুষমা দেখে উন্মাদ-উন্মাদ।
পথে-ঘাটে অর্ধনগ্ন রূপ দেখে উন্মাদ-উন্মাদ।
লিবিডোর দাস আমি, কামাগুনে পুড়ে মরি রোজ ;
ইচ্ছা করে সর্ব অঙ্গ ভোগ করি রাক্ষসের মতো,
ভব্যসভ্য লোকজন কুরুচির জন্য করো মাপ,
আমার দুর্দান্ত সাধ ফিরে যেতে আদিম জীবনে।

৯. ৮. ২০১৩

কাজিন সিস্টার সঙ্গে...

কাজিন সিস্টার সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্ক আমার।
কেউ হাসে, কেউ-কেউ ছি-ছি দেয়, কেউ করে রাগ,
কীযে করি, কীযে করি, তার চোখে দেখি রোজ অলকা আমার!
সব-পেয়েছির দেশ দেখি আমি তার মুখে রোজ।

প্রেমরাজ্যে সত্যজিৎ রায় আমি, অতুল প্রসাদ
কাজিন সিস্টার নীলা, দীর্ঘদিন আমার প্রেমিকা
তার প্রেমে ন বছর রাত্রিদিন আমি মশগুল ;
তার দীর্ঘ চুলে করি রাত্রিবাস দিবাবাস রোজ।

কাজিন সিস্টার সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্ক আমার।
তাকে আমি প্রতিদিন ভালোবাসি অস্থিমজ্জাসহ ;
আমার দুঃখের দিনে সে দিয়েছে লাল নীল স্বপ্ন উপহার ;
আমার দুঃখের দিনে পরিয়ে দিয়েছে নীলা প্রেমপাশ হার।
কাজিন সিস্টার সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্ক আমার
হাসাহাসি করে লোকে, ভ্রূক্ষেপ করি না আমি, ভোর স্বপ্নে তার।

১৩. ৮. ২০১৩

সোনালি বসাক-১

ঝড় তুলে চলে গেল সোনালি বসাক
অগ্নিঝড় গায়ে ঢেলে চলে গেল সোনালি বসাক
ঘরে ঝড়, বাইরে ঝড়, ঝড় সবখানে
সবখানে ঝড়-ঝড়, আগুনের ঝড়।
মধুঝরা ঝড় রোজ বাসনা আমার
মধুঝরা ঝড়ে বাস বাসনা আমার ;
সোনাঝরা ঝড় রোজ বাসনা আমার
সোনাঝরা ঝড়ে বাস বাসনা আমার।

পুনর্বার এসো তুমি সোনালি বসাক
তোমার মিতালি রোজ বাসনা আমার।

১৬. ৮. ২০১৩

নগ্নরূপ

নগ্ন হও নগ্ন হও নারী
স্বর্গের দুয়ার আমি দেখাব সুন্দরী
দেখব আমি স্বর্গের মাধুরী
নগ্ন রূপ সুমধুর রোজ পূজা করি।
নগ্ন হও নগ্ন হও নারী
মর্ত্যলোকে সুধাধারা ঝরবে সুন্দরী।

১৬. ৮. ২০১৩

চিরন্তন নারী

আমার কবিতা নয় শৃঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ পাঠ ;
আমার কবিতাজুড়ে নারী রোজ সুষমার ফুল ;
আমার কবিতাজুড়ে বাঙ্ময় রমণীর রূপ-রূপান্তর ;
রুচি তার, মন তার, রূপ তার উন্মোচিত রোজ।
মিথ্যার ফানুষ দিয়ে নির্মাণ করিনি আমি তার প্রাণ মন ;
সত্যের আলোক জ্বেলে জন্মভর করে গেছি কামিনী নির্মাণ ;
আমার কবিতাজুড়ে ব্যক্ত রোজ সদাচার স্বেচ্ছাচার তার ;
আমার কবিতাজুড়ে চিরন্তন নারী করে বাস।

কখনো বন্দনা করি, কখনো বা ঘৃণা-ঘৃণা-ঘৃণা ;
কখনো বা সে আমার সরস্বতী, সে আমার বীণা ;
কী বিচিত্র রূপা নারী, আদি-অন্ত বুঝি না—বুঝি-না!
সম্পূর্ণ বর্ণনা দিতে থেমে যায় আমার কলম ;
ভূমধ্য-সাগরে যেন নারী রোজ নৃত্যরতা পরি ;
কল্পনা, কল্পনা-যোগে রচি তার চিরন্তন রূপ।

১৯. ৮. ২০১৩

জয় করে নিলি

মোহন কটাক্ষে তুই জয় করে নিলি,
চোখমুখ রূপ তোর পরির মতন ;
ইচ্ছা করে ঝলমল প্রেমচাঁদ উপহার দিই ;
জন্মভর ধনি তোর বাহুবন্দি হয়ে করি ঘর।
কামকেলি করি রোজ মনের মতন,
দিনরাত সুষমার ফাঁদ-বন্দি হয়ে করি প্রেম।
মোহন কটাক্ষে তুই জয় করে নিলি,
আমি তোর ক্রীতদাস, তুই মহারানি।

মোহন কটাক্ষে তুই জয় করে নিলি,
ইচ্ছা করে চোখ ভরে রূপ তোর পান করি রোজ ;
অপরূপ নগ্নরূপ দেখে রাতভর
প্রাণপ্রিয়া রূপে সুখে ঘর করি রোজ।
মোহন কটাক্ষে তুই জয় করে নিলি,
জন্মভর থাকি যেন অনুগত দাস।

২০. ৮. ২০১৩

মেয়ে-মানুষের রূপ

মেয়ে-মানুষের গন্ধ মধুর! মধুর!
আতরের গন্ধ যেন গন্ধরাজ ঘ্রাণ।
মেয়ে-মানুষের মুখ মধুর! মধুর!
যেন বা অদেখা এক দেবযোনি-মুখ।
মেয়ে-মানুষের স্বর মধুর! মধুর!
টুং-টাং ধ্বনি যেন কানের ভিতর।
মেয়ে-মানুষের চোখ মধুর! মধুর!
দুটি কালো চোখ যেন অপার্থিব ফুল।

মেয়ে-মানুষের রূপ মধুর! মধুর!
যেন বা অদেখা দেবী রাধার মাধুরী।

মেয়ে-মানুষের রূপ মধুর! মধুর!
যেন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারা শিরায়-শিরায়।
নারীর বাতাস কীযে মধুর! মধুর!
নীলাভ আকাশ যেন পাশে হাসে রোজ।
২৫. ৮. ২০১৩

মনুষ্যস্বভাব

রূপরাজ স্বামী তার যৌন রোগী নয়
তবু স্ত্রীটি সঙ্গোপনে প্রেম করে অন্য যুবা সঙ্গে।
স্ত্রীটি বলে : স্বামী তার ব্যভিচারী পরনারী ভজে
এ-তো আস্ত গোল।
আসলে সে হাঁটে চলে প্রেম করে
ইচ্ছে করে রঙ্গরসে করে দিনপাত যুবাটির সাথে।

অকারণে প্রেম-করা মনুষ্যস্বভাব
এই বলে চিরকাল প্রেম-ইতিহাস।

৩১. ৮. ২০১৩

স্বর্ণালীদি

[সনেটের ফর্মে লেখা এই দীর্ঘ কবিতাটি দশটি ভাবতরঙ্গ বা চিন্তাতরঙ্গের সমাহার। কবিতাটির মূল প্রেরণা প্রেম। একনাগাড়ে রচিত কবিতাটির প্রথম ষষ্ঠ তরঙ্গ লেখা হয়েছিল ২০১৩-এর ১ সেপ্টেম্বর, সপ্তম ও অষ্টম তরঙ্গ রচিত হয়েছিল ২ সেপ্টেম্বর নবম ও দশম তরঙ্গদ্বয় লেখা হয়েছিল ৩ সেপ্টেম্বর আমার বর্তমান বাসস্থান মুম্বাইয়ে বসে। এই দীর্ঘ কবিতাটি আমার প্রেম-চেতনার সংক্ষিপ্ত বাণীরূপ। কবিতা কয়টি একটি অন্যটির সঙ্গে সম্পৃক্ত—একটি অন্যটির পরিপূরক। কল্পিত নারী স্বর্ণালীদির সঙ্গে কবিতাস্রষ্টার সংলাপ-স্বগতোক্তির ঢঙে কবিতা কয়টির প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণিত হয়েছে।]

প্রথম তরঙ্গ

ফিরে এলে স্বর্ণালীদি, আনন্দ-সায়রে ভাসে প্রাণ ;
চোখে স্বপ্ন, মুখে স্বপ্ন, স্বপ্নের জগতে নাচে প্রাণ।
স্বর্ণালীদি তুমি-তুমি জন্মভর স্বপ্ন আমার,
প্রাণের দোসর তুমি, নিত্যদিন তুমি-তুমি প্রাণ।
শহরে-বন্দরে-গাঁয়ে প্রতিদিন দেখি সোনামুখ,
যেন তুমি বহুজন্ম প্রেমিকা আমার ;
আপন ভায়ের মতো কী গভীর ভালোবাসো সুন্দরী আমায়,
সর্বক্ষণ তুমি-তুমি অন্তরঙ্গ বান্ধবী আমার।

সমূহ সোনালি কথা নিই রোজ তোমার গোচরে,
সমূহ গোপন কথা বলি রোজ সুন্দরী তোমায়,
সমূহ দুঃখের কথা বলি সখি তোমার সকাশে,
যেন তুমি সূর্যচন্দ্র, প্রতিভূ প্রাণের।
ফিরে এলে স্বর্ণালীদি চারপাশে সুর-সুর, সুধাঝরা গান ;
পাখি ডাকে মিঠে স্বরে, রজনী প্রভাত।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

স্বর্ণালীদি, তুমি-তুমি এ জগৎ-জলধি-রতন।
আমার জীবন তুমি, তুমি-তুমি আমার ভূষণ,
আমার সমূহ দুঃখ ক্ষণে-ক্ষণ ভাগ করে নাও,
জ্যোৎস্নাধারার মতো এ হৃদয়ে করো তুমি শান্তি সঞ্চরণ।
স্বর্ণালীদি তুমি-তুমি প্রশান্তি-আলয়,
আমার বেদনাগুলি প্রতিদিন করে তুমি দূর
সতেজ সোনালি করো দেহমন প্রাণ ;
অনন্ত প্রশান্তি তুমি প্রতিদিন হৃদয়ে আমার।

স্বর্ণালীদি তুমি-তুমি এ ভুবন-জলধি-রতন।
তুমি-তুমি প্রতিক্ষণ অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী আমার,
ক্ষণে-ক্ষণ তুমি-তুমি সুধা সঞ্জীবনী,

নীলাভ নদীর জলে প্রতিদিন ধুয়ে দাও আমার বেদনা,
তুমি-তুমি-তুমি রোজ অন্তহীন শুশ্রূষা আমার
তুমি-তুমি-তুমি রোজ অন্তহীন আনন্দ আমার।

তৃতীয় তরঙ্গ

স্বর্ণালীদি তুমি যদি হতে রোজ প্রিয় সহচরী,
পালটে যেত দিনগুলি-রাতগুলি সুন্দরী আমার ;
হাতছানি দিত রোজ তারাভরা রাতের আকাশ,
পুলকিত জ্যোৎস্নারাত, নীলিম আকাশ,
নীলগিরি, নীলনদী, নীলাভ দরিয়া।
দুজনাতে করতাম ভারতের কোণে-কোণে নিয়ত ভ্রমণ,
দুজনাতে বেড়াতাম দেশে-দেশে, করতাম বিশ্বদর্শন
প্রতিক্ষণ প্রিয়া-প্রিয়া ডাকতাম রূপসী তোমায়।

স্বর্ণালীদি তুমি যদি হতে প্রিয় সহচরী রোজ,
রাতভর সহবাস করতাম জ্যোৎস্নাধারায়,
রাতভর সুরসেধে গান গেয়ে বেড়াতাম সাগরবেলায়,
রাতভর দেখতাম পৃথিবীর রূপ অনুপম,
রাতশেষে ফিরতাম আলয়ে যখন
আকাশ-বাতাস জুড়ে সোনাঝরা রোদ আর গোলাপি কূজন।

চতুর্থ তরঙ্গ

স্বর্ণালীদি ভালোবাসি, এই নাও-এই নাও আমার হৃদয়,
এই নাও-এই নাও মন-প্রাণ, সর্বস্ব আমার,
এই বাড়ি, এই ঘর তোমার-তোমার,
তোমাকে দিলাম আমি আমার আকাশ।
স্বর্ণালীদি ভালোবেসে সর্ব সমর্পণ,
তোমার হৃদয়ে দাও মহিয়সী স্থান,
জলে জলবিন্দুপ্রায় মিশে যাক দুইটি হৃদয়,
এক মন, এক প্রাণ, যুগ্ম আত্মা হব ধনি আমরা দুজন।

স্বর্ণালীদি ভালোবাসি তোমাকে মহিষী,
তোমার হৃদয় এক অমৃত-সাগর।
সে-সাগরে ডুবে যাক মন-প্রাণ, আমার হৃদয়,
ডুবে যাক, ডুবে যাক আমার জগৎ।
স্বর্ণালীদি তুমি-তুমি সর্বস্ব আমার।
তোমার হৃদয়-ভূমি আমার আবাস।

পঞ্চম তরঙ্গ

স্বর্ণালীদি ভাল্‌লাগে না অহরহ যৌনখেলা আর।
সুন্দরী বিশ্রাম নেব খুলে দাও হৃদয় তোমার,
স্বর্ণালীদি তোমার হৃদয় এক ফুলের বাগান,
প্রতিক্ষণ সুমধুর গন্ধ নেবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।
স্বর্ণালীদি খুলে দাও খুলে দাও হৃদয়-দুয়ার,
স্বর্গপুর-তারাপুর হৃদয় তোমার।
তুমি ধনি আলো-আলো, অফুরান আলোর আলয়,
সে-আলোয় বসে প্রাণ রাতদিন করবে প্রেমগান।

স্বর্ণালীদি ভাল্‌লাগে না অহরহ যৌনখেলা আর।
খুলে দাও খুলে দাও হৃদয়-দুয়ার,
তোমার হৃদয়ে বয় মন্দাকিনী নদী,
সে-নদীতে স্নান করে চয়ন করবে প্রাণ হাজার মন্দার,
সে-নদীতে ডুবে যাবে, ডুবে যাবে চিরতরে প্রাণ।
স্বর্ণালীদি খুলে দাও, খুলে দাও হৃদয়-দুয়ার।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

স্বর্ণালীদি তুমি-তুমি আলোর কুসুম।
রাতদিন তুমি-তুমি আলো-ঝর্ণা, আলোর তটিনী,
তোমার স্পর্শে রোজ স্বর্গভূমি আমার হৃদয়,
আমার হৃদয়ে ডাকে অফুরান হর্ষবান রোজ।
স্বর্ণালীদি তুমি রোজ তারাভরা আকাশ আমার,

তুমি-তুমি রাত্রিদিন আলোর উচ্ছ্বাস,
সে-উচ্ছ্বাসে অহরহ করে ধনি স্নান
আনন্দ-সাগরে নাচে অহরহ প্রাণ।

স্বর্ণালীদি অফুরান প্রাণ ভূমি তোমার হৃদয়,
তোমার হৃদয় ধনি অফুরন্ত প্রাণ-রাজধানী,
এন্তার সবুজ তুমি প্রতিক্ষণ হৃদয়ে ছড়াও
তুমি-তুমি অন্তহীন প্রাণভূমি রোজ।
স্বর্ণালীদি আলোর কুসুমে তুমি—আলোর বলয়,
অনন্ত সবুজ তুমি, অফুরান প্রাণ-রাজধানী।

সপ্তম তরঙ্গ

স্বর্ণালীদি অহরহ হৃদয়বাসিনী,
তোমার সৌরভ শুঁকে কী মধুর ঘ্রাণ।
আমার এ প্রাণ করে শান্তি-জলে স্নান,
তোমার সোনালি স্পর্শে এ হৃদয় পূত তীর্থস্থান।
স্বর্ণালীদি অহরহ হৃদয়বাসিনী,
আমার হৃদয়ে বসে তুমি করো সোনাঝরা গান,
সে গানের সুরতাললয়ে ভাসে রোজ মন-প্রাণ
তোমার মধুর স্পর্শে এ হৃদয় পূত তীর্থস্থান।

স্বর্ণালীদি অহরহ হৃদয়বাসিনী।
থেমে গেছে যৌনজ্বালা, ভোগস্পৃহা ঝরে গেছে জলে,
অপার্থিব প্রেমালোক জ্বলে রোজ আমার হৃদয়ে,
অলৌকিক সুধা ঝরে মধু ঝরে মুখে,
স্বর্ণালীদি অহরহ হৃদয়বাসিনী,
তুমি-তুমি দেবদূতী, দিব্য নারী হৃদয়-ভবনে।

অষ্টম তরঙ্গ

স্বর্ণালীদি মনে পড়ে ক্ষণে-ক্ষণ মনে পড়ে রোজ,
সুদূর শিলং থেকে ভেসে আসে সুমধুর হাসি,

ভেসে আসে মধুঝরা স্বর আর সুধাঝরা গান
স্বরসুর হাসি গানে পুলকিত আমার ভুবন।
স্বর্ণলীদি মনে পড়ে ক্ষণে-ক্ষণ মনে পড়ে রোজ,
সুদূর শিলং থেকে ভেসে আসে সোনামুখ হৃদয়ে আমার,
ভেসে আসে রাঙা হাত, দীর্ঘকালো চুলে ঢাকা পাহাড়ের মতো উঁচু বুক,
প্রতিক্ষণ ভেসে আসে অফুরান সুষমা তোমার।

স্বর্ণালীদি মনে পড়ে ক্ষণে-ক্ষণ মনে পড়ে রোজ,
একলক্ষ সুখস্মৃতি ভেসে আসে হৃদয়ে আমার,
মুহূর্তের জন্য আমি সু-সুন্দরী ভুলিতে পারি না,
আমার হৃদয়পুরে তুমি আনো তরঙ্গিত সুর-সুরধুনী।
নিত্যদিন স্বর্ণালীদি তুমি-তুমি ভুবনমোহিনী,
আমার হৃদয়ে ঢালো শিলং শহর থেকে স্বর্গের মাধুরী।

নবম তরঙ্গ

স্বর্ণ অঙ্গ উপহার দিয়ে বলে স্বর্ণালীদি : সর্ব-সমর্পণ ;
বলে ওঠে এই নাও রাঙা অঙ্গ, কালো চুল, নীলিম নয়ন,
এই নাও কটীযোনি, নাভিফুল প্রাণেশ আমার,
রাতভর দেহপদ্ম ভোগ করো সম্রাটের মতো।
আমি বলি একী বলো স্বর্ণালীদি আমি চাই অলৌকিক প্রেম।
স্বর্ণালীদি বলে ওঠে : শরীরী প্রণয় জুড়ে নিত্যদিন প্রিয়,
সেঁটে থাকে অফুরান অপার্থিব প্রেম,
যোনি মানে যোনিতীর্থ, যোনিপীঠে সুধাবৃষ্টি করো প্রিয়তম।

নারী আমি মূর্ত রতি কামঝড়ে নৃত্য করে আমার হৃদয়,
রাত্রিভর সর্ব অঙ্গ ভোগ করো কন্দর্পের মতো,
দুর্নিবার অগ্নিঝড়ে একাকাশ জল ঢালো প্রিয়, প্রিয়তম,
আলিঙ্গনে বন্দি করে ডেকে উঠব : রাজা-রাজা-রাজা ;
আলিঙ্গনে বন্দি করে ডেকে উঠবে : রানি-রানি-রানি
পার্থিব প্রণয়ভূমে জ্বলজ্বল অপার্থিব প্রেম প্রিয়তম।

দশম তরঙ্গ

পুনর্বার বলে ওঠে স্বর্ণালীদি : নারী আমি আনন্দলহরী,
আমি দীপ্র রতিদেবী কামরোগে ভুগে লোক শান্তিসুধা পায়,
হর্ষ-সাগরিকা আমি স্নান করে সমূহ পুরুষ হয় আনন্দবিহ্বল ;
ঘরে-ঘরে, পথে-পথে আমি রোজ প্রেম-মন্দাকিনী,
রাত্রিদিন পথে-পথে প্রেমবৃষ্টি আমার স্বভাব,
জনে-জনে রাত্রিদিন আমি দিই প্রীতি উপহার,
আলোক-জ্যোৎস্নার মতো আমি রোজ অযাচিত দান,
আমার মাধ্যমে ঝরে ঈশ্বরের পূত আশীর্বাদ।

নারী আমি ঝর্ণার মতো আমি প্রবাহিত ঘরে-ঘরে রোজ,
জীবনের কেন্দ্রমূলে ক্ষণে-ক্ষণ আমার বসত
আমাকেই কেন্দ্র করে প্রতিটি পুরুষ বাঁধে ঘর
দেখে তার স্বপ্নাবলী, দেখে তার ভূত ভবিষ্যৎ।
নারী আমি প্রতি গৃহে পুষ্পবীথি, প্রতি গৃহে দীপ
নারী আমি বিশ্বচোখে প্রতিক্ষণ চন্দ্র তারা রোজ।

মধুর মিলন

দূরভাষে প্রতিদিন মধুর কূজন
প্রাণপাখি উড়ে গেছে তোমার নিকট
আমার সমগ্র সত্তা তোমার-তোমার
তোমার নিকট ধনি সর্ব-সমর্পণ।

দূরভাষে প্রতিদিন মধুর আলাপ
যেন আমরা প্রিয়া-প্রিয় ঘনিষ্ঠ স্বজন
দূরভাষে প্রতিদিন মধুর কূজন
মনে-মনে দূরভাষে মধুর মিলন।

৫. ৯. ২০১৩

কন্যার বয়সী নারী প্রেম করে

কন্যার বয়সী নারী ভালোবাসে ভালোবাসি আমি ;
সে আমার নভোনীল, প্রস্ফুটিত গন্ধরাজ ফুল ;
সে আমার লাস্যময়ী রতি রোজ, আমি তার বনস্পতিমূল
সে আমাকে রাত্রিদিন প্রতিক্ষণ ডাকে অন্তর্যামী।
বলে রোজ রূপরাজ বৃক্ষ তুমি, জন্মভর চরণে শরণ ;
আমি বলি তুমি রোজ ছলাৎছল নীলগঙ্গা, যমুনা আমার ;
সে আমায় ডেকে বলে তুমি বন্ধু হিমাদ্রি সাকার ;
রাত্রিদিন ভালোবেসে শ্রীচরণে হয় যেন আমার শমন।

তারও আমার প্রেমে ছেয়ে গেছে আকাশ-বাতাস
সে প্রেমের অন্তরঙ্গে দুজনার আনন্দ-আলয় ;
প্রতিদিন সে আমার অন্তহীন আলোর বলয় ;
আমার হৃদয়ে তার অবিরাম রাত্রিদিন বাস।
কন্যার বয়সী নারী প্রেম করে আমি তার প্রেমিক পুরুষ ;
প্রতিক্ষণ সে সবুজ, আমি তার সোনালি মানুষ।

৬. ৯. ২০১৩

নবীনা তোমার প্রেম

নবীনা তোমার প্রেম ভীষণ মধুর,
একফালি নীলাকাশ, একফালি রোদ,
একফালি জ্যোৎস্না যেন সুমধুর সুর,
তোমার প্রেমের মধু পান করে আমি রোজ বুঁদ।
তোমার মধুর প্রেম সোনালি আলোক,
সে আলোকে স্নান করে মনপ্রাণ ভরে ওঠে রোজ ;
তোমার মধুর প্রেম সোনাঝরা সন্ধ্যা যেন সোনালি প্রভাত ;
তোমার সোনালি প্রেমে রাতদিন আমার আবাস।

নবীনা তোমার প্রেম শ্যামল অঞ্চল এক অমল অঞ্চল
ঘন-ঘন পুষ্প-বৃষ্টি, সুধা-বৃষ্টি রোজ ;

ঘন-ঘন স্বর্ণালোক ঠিকরে পড়ে প্রেম থেকে রোজ ;
সে জগতে বাস করে আনন্দ-সাগরে রোজ স্নান।
নবীনা তোমার প্রেম পূর্ণিমার রাত যেন সোনালি প্রভাত :
সে ভুবনে সোনাঝরা হিরাঝরা রোদ দিনরাত।

৭. ৯. ২০১৩

সেতুবন্ধ

স্বর্ণালীদি তোমার নিকট আমি—ফিরে যাই রোজ ;
তোমার প্রণয় রোজ শান্তির সাগর ;
তোমার প্রণয় রোজ সুধানদী, সুধার সাগর ;
তোমার প্রণয় রোজ স্বর্গভূমি, বৈকুণ্ঠ নগর ;
তোমার প্রণয় ধনি ধর্মমোক্ষ, আলো-জ্যোৎস্না রোদ ;
তোমার প্রণয় ধনি সোনাঝরা ভোর ;
মাথার উপর তুমি নীলাভ আকাশ ;
ক্ষণে-ক্ষণ তুমি-তুমি মধুমাস—মধুর বাতাস।

স্বর্ণালীদি তোমার নিকট আমি ফিরে যাই রোজ ;
অমল জ্যোৎস্না তুমি নদী সুরধুনী ;
তোমার হৃদয় রোজ সুমধুর গানের আসর ;
তোমার হৃদয় থেকে ঝরে রোজ সুমধুর সুর ;
সাত সাগরের ধারা তুমি-তুমি রোজ ;
স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝে তুমি-তুমি সেতুবন্ধ রোজ।

৭. ৯. ২০১৩

স্বর্ণলতা শোনো

যূনী স্বর্ণলতা শোনো রূপ দেখে-দেখে,
ঊর্ধ্ববক্ষ নিম্ন ঊরু দীর্ঘ বাহুলতা দেখে উন্মাদ-উন্মাদ ;

কালো চুল কালো চোখ দীর্ঘ দুটি জানু দেখে উন্মাদ-উন্মাদ ;
আলিঙ্গনে বন্দি করে শান্ত করো প্রণয়-আগুন।

তন্বী স্বর্ণলতা শোনো
অপরূপ রূপ দেখে লাল গোল মুখ দেখে উন্মাদ-উন্মাদ ;
আলিঙ্গনে বন্দি করে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না দাও উপহার
আমরা হব চখাচখি, যুগল কুসুম।

যূনী স্বর্ণলতা শোনো
প্রেমভূমি অপরূপ স্বর্গপুর রোজ ;
প্রেম-প্রেম সর্বৌষধি, বিশল্যকরণী,
প্রেমভূমে আমরা হব শুকশারি, যুগল কুসুম।

১৩. ৯. ২০১৩

রাতভর কানে বাজে...

মুহূর্ত স্বপ্নে দেখা তার পর স্বপ্নভঙ্গ প্রিয়া
স্বপ্নে তুমি বলেছিলে : পত্রিকা প্রকাশ করবে আমার কবিতা
এখন আমার জ্বর ভীষণ দুর্বল
ঘুমাই-ঘুমাই
বৌদি-সঙ্গে গল্প করে চা খেয়ে যাও।

রাতভর কানে বাজে দোঁহার মতন
এখন আমার জ্বর ভীষণ দুর্বল
বৌদি-সঙ্গে গল্প করে চা খেয়ে যাও
বৌদি-সঙ্গে গল্প করে চা খেয়ে যাও
ভীষণ দুর্বল আমি ঘুমাই-ঘুমাই
কানের ভেতর বাজে দোঁহার মতন
এখন আমার জ্বর ঘুমাই-ঘুমাই।

১৩. ৯. ২০১৩

প্রেম

সমূহ যুবতী নারী অন্তরঙ্গ প্রিয়া,
হতে পারে ভারতীয়, আরব দেশিয়,
ফরাসী তরুণী কিংবা ইংরেজ দুলালি,
প্রেম-রাজ্যে জাতপাত মৃত নদী রোজ।
প্রেম-প্রেম প্রেম করে পৃথ্বী এক ঘর ;
তরুণ-তরুণী তার মহান বাহন।
প্রেম করে এ পৃথিবী সাভানা প্রান্তর ;
প্রেম করে এ পৃথিবী অলকা নগর।

সমূহ যুবতী নারী অন্তরঙ্গ প্রিয়া,
হতে পারে বঙ্গীয় বা আসাম দেশিয়,
দ্রাবিড় যুবতী কিংবা পাঞ্জাবি তরুণী,
প্রেম-রাজ্যে জাতপাত চিরদিন মৃত।
প্রেম করে সব দেশ সোনালি সবুজ ;
প্রেম করে এ জগৎ অলকা নগর।

১৯. ৯. ২০১৩

তুমি হবে সঙ্গী আমার

শহর উদয়পুরে জ্বলজ্বল সন্ধ্যার সোনাঝরা রোদ
তখন-তখন দেখা বিদেশিনি শ্বেতপরি সাথে পিছলা জেটিতে
চোখে তার মুখে তার ঝলমল রক্তিম আলোক
ধবধবে নিম্ন ঊরু ঊর্ধ্ব বক্ষ তার মনপ্রাণ করেছিল জয়
শঙ্খশুভ্র হাসি ছিল প্রীতি-উপহার
চোখে তার জ্বলছিল নীলাভ আলোক
প্রেমাগুন জ্বলছিল দু'চোখে আমার
জলযান চড়ে শুরু প্রমোদ ভ্রমণ
সূর্যাস্তের আলো পড়ে পিছলা রক্তিম
পিছলা হ্রদের কোলে ঝলমল শুভ্র অট্টালিকা

পারে তার পাহাড়ে-পাহাড়ে শ্যাম বৃক্ষদল
হর্ম্যময় লোকালয় রূপ অপরূপ
হেন দৃশ্য দেখে-দেখে জ্যোৎস্নালোকে প্রমোদভ্রমণ
ভ্রমণান্তে নৌকো থেকে পা রেখে জেটিতে
মায়াবিনী বিদেশিনি বলেছিল মৃদুমন্দ স্বরে :
পুনর্বার আসব আমি ভারত-ভ্রমণে
হে পথিক তুমি হবে অন্তরঙ্গ সঙ্গী আমার
মুখে ছিল মিষ্টি হাসি যেন শুভ্র শিশু পারাবত।

২৫. ৯. ২০১৩

সঙ্গোপনে লক্ষ নারী...

সঙ্গোপনে লক্ষ নারী রাত্রিদিন পরকীয়া করে
সতী-সাধ্বী বলে তারা সম্মানিত সমাজের চোখে
আমি করি সরাসরি পরকীয়া স্পষ্ট দিবালোকে
সেকারণে লোকজন বারাঙ্গনা বলে ডাকে রোজ উচ্চস্বরে।
মিথ্যাচারী ভ্রষ্টানারী পায় রোজ রানির সম্মান
আমি সত্যব্রতা বলে সহ্য করি একশো অপবাদ
রামা-শ্যামা-যদু-মধু কী বুঝিবে পরকীয়া-স্বাদ
পুরাকালে সুধাস্বাদী পরকীয়া করে হল অহল্যা পাষাণ।

বুকে বাজে নষ্ট ভ্রষ্ট নারী পায় রানির সম্মান
প্রেমরাজ্যে বীরাঙ্গনা বলে আমি ঘৃণ্য পামরী
সুধাস্বাদী পদাবলি পড়ে আমি পরকীয়া করি
মধুস্বাদী পরকীয়া চির শ্যাম করে মনপ্রাণ।
জন্মভর পরকীয়া করব আমি স্পষ্ট দিবালোকে
সঙ্গোপনে পরকীয়া করে নারী সতীসাধ্বী হোক লোকচোখে।

২৬. ৯. ২০১৩

অপার্থিব ভালোবাসা

মুম্বাই এয়ার পোর্টে ছ'মিনিট দেখা
যেন এক দেবদূতী, শুভ্রপরি
চোখে-মুখে জ্বলছিল স্বর্গীয় মাধুরী
পাহাড়ের মতো স্তন
কুসুমিত সোনাঝুরি প্রায় ছিল রূপ
মৃদু-মন্দ হাসি ছিল সকালের একফালি রোদ।

জানি-জানি আবার হবে না দেখা
মনে-মনে জানাই সুন্দরী
রূপমুগ্ধ কবি আমি তোমার পূজারী
অপার্থিব ভালোবাসা নাও-নাও পরি।

২৬.৯.২০১৩

মাঝরাতে রাঙা বউ

মাঝরাতে রাঙা বউ খুলে দেয় ব্লাউজের টিপ ;
স্তন দুটি যেন তার প্রস্ফুটিত ডালিয়া কুসুম ;
স্বর্ণ কাণ্ড ঊরু-মাঝে যোনি তার কাজল গোলাপ ;
চোখ তার নীল তারা, মুখ তার সোনার-তরমুজ।
সঙ্গোপনে রাঙা বউ প্রেম করে জয় করে মন,
ফুলের পাপড়ির মতো নরম শরীর তার দেয় উপহার ;
দেহ তার অপরূপ রূপ ভাণ্ড, স্বর্ণখণ্ড প্রায় ;
ভোগ করে দেহ তার, হাতে নাচে লাল গোল চাঁদ।

সঙ্গোপনে রাঙা বউ মেলে দেয় তার দেহ-ফাঁদ ;
সোনালি সৌরভ তার জয় করে কায়মন প্রাণ ;
মিঠে স্বরে 'রাঙা বউ রাঙা বউ,' ডাকি বার-বার ;
কানে-কানে রাঙা বউ বলে ওঠে কী মধুর পরকীয়া-স্বাদ ;

সঙ্গোপনে প্রেম করে প্রতিদিন আমি সুরেশ্বরী ;
তুমি রোজ মর্ত্যরাজ-দেবরাজ, শিরোচূড়ামণি।

২৭. ৯. ২০১৩

চুমু মানে

দেখা হলে মধুর, নির্জনে ধনি
জয় করব মন-প্রাণ হাজার চুমোয়
চুমো মানে ভালোবাসা সর্ব-সমর্পণ
চুমো মানে দুটি প্রাণে নিবিড় বন্ধন
চুমো মানে মধুর মিলন।
চুমু মানে পূর্বরাগ অন্তরঙ্গ নারী
চুমু মানে অনুরাগ, সঙ্গমে আহ্বান
চুমু মানে শিশ্ন-যোনি মিলন উৎসব
চুমু মানে ভালোবাসা, জয়-জয় খেলা
চুমু মানে উৎসব-উৎসব।

২৮. ৯. ২০১৩

বীণামাসি

অষ্টাদশী বীণামাসি অন্তরঙ্গ প্রিয়া ছিল সোনাঝরা দিনে ;
সঙ্গোপনে দেখাত সে অপরূপ নগ্নরূপ, শরীরী মাধুরী ;
মৃদুমন্দ স্বরে বলত : যোনিমুখে সোনালি সোহাগ করো প্রিয়,
বার-বার স্তন চুষে, মুখে মুখ রেখে করো গোলাপি আদর ;
পিউপিউ ধ্বনি তুলে দিনভর রাতভর ডাকো প্রিয়া-প্রিয়া ;
আলিঙ্গনে বন্দি করে শিরায়-শিরায় করো সুধাবৃষ্টি রোজ ;
প্রেম-ঝড় তুলে গায়ে রাতভর করো বন্ধু মধুর সঙ্গম ;
কানে-কানে বলো বন্ধু অপরূপ পরকীয়া দিব্য তার রূপ।

মধুঝরা কথা তার শিরোধার্য করে রোজ করিতাম প্রেম ;
সে আমাকে উপহার দিত রোজ সোনাঝরা হাজার চুম্বন ;
অঙ্গে তার জ্বলে উঠত নব সূর্য, পূর্ণ চন্দ্র, তারাবলী রোজ ;
করতলে ফুটে উঠত দিনভর রাতভর পারিজাত ফুল ;
আদি প্রিয়া রূপবতী বীণামাসি মনে পড়ে মনে পড়ে খুব ;
আমার হৃদয়ে তুমি প্রতিক্ষণ অষ্টাদশী রূপে আছ রোজ।

২. ১০. ২০১৩

এবার পূজায় এলে-২

এবার পূজায় এলে সঙ্গমে ডাকব আমি সুন্দরী তোমায় ;
মধ্যরাতে নীলালোকে দেখব আমি নগ্নরূপ নিয়ত সুন্দরী ;
অপরূপ নগ্নরূপ যেন স্বপ্নাবলী
নগ্নরূপ মাঝে রোজ বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে পুরুষ প্রজাতি।
পিতা থেকে আদি পিতা লক্ষ সিঁড়ি কামিনীর নিত্য ক্রীতদাস ;
কত রাজা-মহারাজা নারী লোটে, নারী ভজে ভৃত্য-ঋষিরাজ ;
সর্বজন নারী ভজে, নারী পূজে, সঙ্গসুধা চায় বারোমাস ;
এবার পূজায় এলে মধুর শৃঙ্গারে ডাকব সুন্দবী তোমায়।

কোকিল পঞ্চম স্বরে গেয়ে উঠবে সুমধুর গান,
হৃদয়ের কোণে-কোণে বাজবে এস্রাজ ধনি, বাজবে সেতার :
সুধাস্বাদী সমীরণে দিনভর স্নান করবে দেহমন প্রাণ ;
এবার পূজায় এলে সঙ্গমে ডাকব আমি সুন্দরী তোমায়।
মধ্যরাতে নীলালোকে দেখব আমি স্বপ্ন-স্বপ্ন নগ্নরূপ ধনি,
ভজে পূজে প্রেমে মজে জন্মভর হব আমি ভৃত্য ক্রীতদাস।

৩. ১০. ২০১৩

নারী স্বর্গফুল

নারী-সঙ্গে রসরঙ্গে কাটে রোজ দিন ;
বুকে তার দোল খায় খরমুজা গোল ;
যোনি-মুখে প্রস্ফুটিত অপরূপ ফুল ;
তার দুটি চোখ যেন স্বর্গীয় কুসুম।
নারীসঙ্গ সুধাপান করে আমি রোজ,
জেনে গেছি সব দুঃখ হয়ে যায় ফুল ;
পৃথিবীর হাটে মাঠে স্বপ্ন হাঁটে রোজ ;
পৃথিবীর গাছে-গাছে ফোটে স্বপ্নফুল।

নারী-সঙ্গে প্রেম করে পৃথিবী সবুজ ;
নারী যেন দেবদূতী সংসার সাগরে ;
সর্বজন নারী ভজে পায় স্বর্গসুখ ;
জেনে গেছি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রমণী-রতন।
নারী-সঙ্গ সুধাপান করে সর্বলোক,
বেঁচে আছে বেঁচে থাকে নারী স্বর্গফুল।

৬. ১০. ২০১৩

দশ দিন দেখা নেই

দশদিন দেখা নেই সূর্যচাঁদ তারাবলি ম্লান ;
আশমান থেকে যেন ঝরে গেছে নীলা ঝলমল ;
বনে-বনে স্ফুট ফুল মনে হয় যেন বাসী ফুল ;
জুহু বিচে গিয়ে দেখি নিস্তরঙ্গ বিশাল সাগর ;
সব নদী হয়ে গেছে ধু-ধু বালুচর ;
রূপরাজ মধুমাস মহাগ্রীষ্ম করিয়াছে গ্রাস ;
দশদিন দেখা নেই অন্ধকার সমস্ত জগৎ :
আলোহীন জ্যোৎস্নাহীন দেশে করি মুহুর্মুহু বাস।

দশদিন দেখা নেই জেনে গেছি প্রেম সুধাফল ;
প্রেম করে আলোকিত পৃথিবীর পথ-রাজপথ ;

প্রেমালোকে জ্বলজ্বল জীবনের একলক্ষ পথ ;
জীবনের ভিত্তিমূল প্রেম নামে পরশ-পাথর।
দশদিন দেখা নেই সূর্যচন্দ্র তারাবলি ম্লান ;
আলোহীন জ্যোৎস্নাহীন দেশে করি মুহুর্মুহু বাস।

১২. ১০. ২০১৩

সোনালি বসাক-২

মনেপ্রাণে ভালোবাসি সোনালি বসাক,
ভালো করে জানো তুমি খুব করে মানো ;
মুখোমুখি বসে গল্প নির্জন ভবনে,
আমি বলি : তুমি ধনি আমার আকাশ,
নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে তুমি গোলাপি বাতাস।
তুমি বলো : বন্ধু তুমি প্রণয়-সাগর,
সে সাগরে জলকেলি করি আমি রোজ।

এক-মন, এক-প্রাণ, তুমি-আমি বন্ধু,
হিরামন পাখি তুমি, আমি পাখি টিয়া,
তুমি নদ, আমি জল, সখাসখী মীন ;
ভোরবেলা সূর্য তুমি, আমি চন্দ্রা রাতে,
শ্যামল জগৎ তুমি, আমি দীপ্র-তারা,
তুমি প্রিয়া, আমি প্রিয়, স্নিগ্ধ বসুন্ধরা।

১৮. ১০. ২০১৩

অপার্থিব ফুল

প্রেম এক অলৌকিক ফুল
জন্মভর গন্ধে তার থেকেছি বিভোর
মোহিনীর রূপ মদিরায়
তার রাঙা প্রেম দরিয়ায়

জন্মভর স্নান করে পুলক বিহ্বল
গোলাপ সাজানো ঘরে যেন করি বাস
পারিজাত ফুলে যেন করি রাত্রিবাস।

প্রেম এক অপার্থিব ফুল
জন্মভর গন্ধে তার থেকেছি বিভোর
স্বপ্নের দেশে রোজ করিয়াছি বাস।
প্রেম এক বিস্ময় কুসুম।

২৩. ১০. ২০১৩

জ্যোৎস্নার ঝড়

তরুণ পুরুষ বন্ধু, হর্ষভরে নারী নিয়ে করো রোজ ঘর,
নিয়ত যাপন করো সোনালি-গোলাপি-নীল, মধুর জীবন।
শোনো বন্ধু, ভুলে তুমি মর্মাঘাত, বেত্রাঘাত করো না নারীকে,
নারীর হৃদয় বন্ধু, কিশলয়-পুষ্পপ্রায় সতত নরম,
কিছু-কিছু নারী বন্ধু, নবনীত তুল্য নয়—পাথর কঠিন,
ঘরে-বাইরে অসুরীর মতো তারা প্রতিক্ষণ করে আচরণ,
তাদের-তাদের বন্ধু, জন্মভর বিষ্টাবৎ করো পরিত্যাগ ;
তবে কিনা সাধারণভাবে নারী বরাবরই সুভদ্রা শুভদা,
যদিও বা মাঝে-মাঝে করে তারা কিছু-কিছু মারাত্মক ভুল,
যে-মেঘ বর্ষণ করে তর্জন-গর্জন তার শুনতে হয় বন্ধু,
কামিনীর মন বন্ধু, দশ মাস মধুমাস দুই মাস শীত ;
এ জগৎ-মরুভূমে কোথা পাবে কোথা পাবে বন্ধু সুধাফল?
আগুনের দেশে বন্ধু পান্থপাদপ নারী—নিত্য বর্ষা মাস ;
মাঝে-মাঝে ভুল করে, উলটো-পালটা চলে নারী, তাও মন্দ নয় ;
কী করবে কী করবে বন্ধু, বান্দরী-বাঘিনী নিয়ে করবে নাকি ঘর?
নারীকুল টসটসে সিঁদুরে রসাল বন্ধু—কাঁচামিঠা ফল,
আগ্নেয় সংসারে নারী কালো দিঘি জল বন্ধু, ছায়া সুশীতল।
তরুণ পুরুষ বন্ধু, নারী নিয়ে ঘর করে সেজে ঘরদোর,

প্রতিক্ষণ পৃথ্বী করো সোনালি-সবুজ বন্ধু, করো সুমধুর,
আগ্নেয় সংসারে বন্ধু নারীকুল পুলকিত জ্যোৎস্নার ঝড়।

২৯. ১০. ২০১৩

স্বপ্নভঙ্গ

তখন যৌবন দিন, শ্রীনগর গ্রামে ছিল বাস ;
সেখানে প্রথম প্রেম, শ্রীলা ছিল প্রেমিকা আমার ;
কাল রাতে তার সাথে স্বপ্নে দেখা বহুদিন পর ;
বদলে গেছে মুখের গড়ন তার, বদলে গেছে রূপ ;
কৈশোর দিনের মতো স্বর ছিল কোমল মধুর ;
বলেছিল : ভালো না, ভালো না আমি, কেমন কেমন আছ ঝুনুদা এখন?
ফিস্‌ফিস্‌ স্বরে তার দিলাম জবাব, ভালো না-ভালো না আমি শ্রীলা ;
আমার নিকট থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে তোমার জনক,
মিথ্যে আভিজাত্য বোধে কুলীন বুড়োর কাছে করল সম্প্রদান ;
এরকম ঘটনা এখনো ঘটে আকছার ;
কী অশুভ ফল তার যৌবনে বিধবা হলে তুমি!
হায়, হায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়েছিল আমার মাথায়,
তারপর থেকে আমি মানসিক রোগী শ্রীলা এ জীবন ভাল্‌ লাগে না আর
তোমার স্বজনদের চিঠিতে ভর্ৎসনা করি—ধিক্কার জানাই
প্রতিবাদ করে আমি তাহাদের মুখে করি হিসি বহুবার।
স্বপ্নভঙ্গ। রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে পড়ে আছি আমার শয্যায়
জাগতে ইচ্ছা করে না তো, ভালো-ভালো চিরতরে বিশ্রাম আমার।

১১. ১১. ২০১৩

ডাকে রূপরাজ

একদিন সন্ধেবেলা সোনালির সঙ্গে পরিচয়,
তারপর থেকে সে তো দীর্ঘদিন মহারানি, আমার আকাশ।

বহুদিন শহরের মালাড অঞ্চলে তার বাস,
বহুপ্রেমে জয় করে নিয়েছে সে আমার হৃদয়।
সে আমাকে প্রতিদিন প্রেমী কবি করে সম্বোধন,
প্রায়শ তাহাকে আমি হর্ষভরে ডাকি সুধারানি,
প্রতিক্ষণ সে আমার প্রাণমন, প্রাণরাজধানী,
প্রেমসুখে সে আমায় ডাকে রোজ শিরসি-ভূষণ।

একদিন সন্ধেবেলা সোনালির সঙ্গে পরিচয়,
ভালোবেসে সে আমায় চুমু খায় দিনে দুশো বার ;
আর আমি হর্ষভরে রাতভর ভোগ করি নগ্ন অঙ্গ তার ;
বহুপ্রেমে জয় করে নিয়েছে সে আমার হৃদয়।
প্রেম ভরে ডাকে রোজ রূপরাজ, ডাকে লিঙ্গরাজ ;
প্রেমাপ্লুত হয়ে বলে তুমি-তুমি আমার ধিরাজ।

২০. ১১. ২০১৩

সোনালি জীবন

সুন্দরীতমা তুমি পাশে তাই সোনালি জীবন,
গোলাপি রুপালি নীল বহুবর্ণ দিন প্রতিদিন ;
ছন্দসুর তাললয়ে এ জীবন তরঙ্গিত রাইন :
রাতদিন দিনরাত অবিরাম মধুর ভবন।
সুন্দরীতমা তুমি পাশে তাই করি আমি শতায়ু কামনা,
যযাতির মতো চাই লক্ষবর্ষ সোনালি যৌবন,
প্রতিদিন ভোগ-ভোগ-রোগে পুড়ি প্রতিক্ষণ,
ভালোবাসি কামকেলি—ভালোবাসি প্রণয় অঙ্গনা।

সুন্দরীতমা তুমি রাতদিন শক্তি আমার ;
ক্ষণে-ক্ষণ তুমি রোজ ডান হাত, ঈশ্বরী সমান :
তুমি পাশে আছ তাই যুদ্ধ জয়, পৌঁছে গেছি স্বর্গের সোপান ;
আষ্টেপৃষ্ঠে শক্তি তুমি, প্রতিক্ষণ শক্তি অপার।

সুন্দরীতমা তুমি পাশে তাই সোনালি জীবন,
রাতদিন দিনরাত অবিরত মধুর ভুবন।

২৫. ১১. ২০১৩

রাইন : ইউরোপ মহাদেশের বিখ্যাত নদী।

আশিতে প্রণয়

এখন আমার আশি
গুনগুন শব্দে তোর সাড়া দেওয়া সম্ভব নয়
সুন্দরী এখন তুই সম্পূর্ণ যুবতী
যা-যা তুই যুবক নাতির কাছে
সে পুরুষ হবে তোর উত্তম প্রেমিক।
আমাকে বলল সে :
নাতিটি তোমার, এক রাধা নিয়ে ঘোরে
নিশ্চুপ আমি জড়িয়ে ধরলাম তাকে আমার আশিতে।

২৭. ১১. ২০১৩

নিশিগন্ধা

নিশিগন্ধা মধুমিতা তোমার স্বপ্নে আমি ভোর,
তোমার মধুর গন্ধে এ জীবন গোলাপি সবুজ ;
তোমার সোনালি গন্ধে ঘরে-বাইরে স্বপ্নের ঘোর ;
নিশিগন্ধা মধুমিতা তুমি যেন সোনার সরোজ।
প্রিয়মিতা মধুমিতা, প্রতিক্ষণ রচো স্বপ্নজাল,
মুখে স্বপ্ন, চোখে স্বপ্ন, সর্ব অঙ্গে স্বপ্নের সুহাস।
তুমি-তুমি জীবনের মূলাধার সোনালি সকাল,
তোমার স্পর্শসুখে এ জীবন রোজ মধুমাস।

নিশিগন্ধা মধুমিতা তুমি পাশে, সূর্য ওঠে তাই ;
চাঁদ দেয় শুভ্র জ্যোৎস্না, তারাবলি সুন্দরমধুর ;
পাখির কূজনে ঝরে অবিরাম সুমধুর সুর ;
এ পৃথিবী সোনামণি দেশ এক দিই তাই-তাই।
নিশিগন্ধা মধুমিতা তুমি করো অমৃত বর্ষণ,
তোমার মধুর গন্ধে রাতদিন সোনালি ভুবন।

২৮. ১১. ২০১৩

হও অবনতা

দীর্ঘদিন বন্ধু ছিলে, আজ তুমি লজ্জাবতী লতা ;
হাসিরাশি থেমে গেছে, আচমকা চোখ তুলে চাও ;
থেমে গেছে কলকণ্ঠ, লজ্জাবাস পরিয়াছ গায় ;
এ মধুর রূপে নারী মুগ্ধ আমি, হও অবনতা।
বিনিময়ে দেব আমি গন্ধরাজ হৃদয় আমার,
স্বর্গ থেকে তুলে-আনা সংখ্যাহীন মন্দার কুসুম ;
তুমিও আমায় দাও তোমার ও-মনপ্রাণ-সোম ;
অবিরত প্রেমাসার ঝরে পড়বে শিরে দুজনার।

লজ্জাবতী লতা তুমি স্পর্শ সুখে হও অবনতা ;
সমস্ত শরীর মন মেলে ধরো ফুলের মতন।
প্রেমবাণে ডুবে যাব ডুবে যায় প্রেমিক যেমন,
তুমিও জড়িয়ে ধরো ঘন-ঘন সাত পাকে লতা।
দীর্ঘদিন বন্ধু ছিলে, আজ তুমি লজ্জাবতী লতা,
আমি হব পত্নীব্রত লোক এক, তুমি পতিব্রতা।

২৮. ১১. ২০১৩

কেন এত লাজনম্র

কেন এত লাজনম্র তুমি মধুমিতা,
স্পর্শে যেন গলে যাবে নবনীর মতো ;
এক ফুঁয়ে নিবে যাবে প্রদীপের মতো ;
মুখ তুলে মিঠে কথা কও মধুমিতা।
বারবার চোখ তুলে প্রেমকথা কও।
প্রেমকথা কীযে মিঠে জুড়ায় হৃদয় ;
প্রভূত পুলকধারা প্রাণজুড়ে বয় ;
মধুমিতা মুখ তুলে প্রেমকথা কও।

কেন এত লাজনম্র তুমি মধুমিতা,
মিঠে স্বরে কথা বলে প্রাণ করো জয় ;
মধুমিঠে গল্প করে চাঁদের আলোয়,
চিরতরে হও তুমি মিতা, মধুমিতা।
তোমার রুপালি হাসি জ্বলজ্বল জ্যোৎস্নার দীপ,
তোমার মধুররূপ কুসুমিত নীপ।

২৯.১১.২০১৩

মধ্যমণি

তুমি যেন গন্ধরাজ
তোমাকেই কেন্দ্র করে ভ্রমরীর মতো রোজ
করি গুঞ্জরণ।

তুমি বেন সূর্যদেব
তোমাকেই কেন্দ্র করে ঘুরি বারোমাস
করি রোজ মধুর যাপন।

জীবনের মধ্যমণি তুমি-তুমি-তুমি
তোমাকেই কেন্দ্র করে রোজ ঘূর্ণ্যমান।

২৯. ১১. ২০১৩

'নর-নারী' পরিচয়ে প্রেম চলে পথ

তুমি তো অহিন্দু মেয়ে, তবু করি প্রেম অহরহ ;
প্রেমরাজ্যে জাতপাত শ্রেণি-ধর্ম তুচ্ছ চিরদিন ;
'নর-নারী'—এই জন্ম পরিচয়ে প্রেম চলে পথ ;
সেকারণে প্রেমরাজ্যে জাতিধর্ম চিরম্লান—মানুষ প্রধান
মানুষের ধর্ম প্রেম, প্রেমলোকে তুমি আমি রোজ করি বাস,
এই রাজ্যে হিন্দু বা খ্রিস্টান-শিখ, বৌদ্ধ সমান
মানুষের ধর্ম প্রেম, তুমি-আমি চিরন্তন প্রেমিক-প্রেমিকা ;
প্রেম এলে তুমি বলো : ইউরেকা-ইউরেকা, আমি বলি হিরার হরিণ।

তুমি তো অহিন্দু মেয়ে, তবু করি প্রেম অহরহ ;
প্রাণের দোসর তুমি, প্রতিক্ষণ আমি প্রাণাধিক ;
প্রিয়া-প্রিয়া ডাকি আমি, তুমি ডাকো প্রাণপাখি রোজ ;
সোনালি রুপালি দিন, রাতগুলি মধুর-মধুর।
চাঁদ ওঠে সূর্য ওঠে পূর্বাশার ভালে প্রতিদিন ;
রাতে জ্বলে তারাবলি, তুমি-আমি প্রেমনদে স্নান করি রোজ।

১. ১২. ২০১৩

সুষমা-দাস

কিঙ্করী সুন্দরী মেয়ে, সুষমার কাছে আমি অবনত রোজ ;
সঙ্গোপনে সে আমাকে ভালোবাসে, আমিও গোপনে করি প্রেম,
অন্ধকারে প্রেম-প্রেম খেলা খেলে হাতে আসে চুনি পান্না হেম,
আমাকে সে সোনালি গোলাপি করে, তাকে করি আমিও সবুজ
সঙ্গোপনে তাকে আমি রানি ডাকি, ডাকি তাকে সোনার সরোজ
অন্ধকারে সে আমাকে চুমু খায় হর্ষ ভরে দুহাজার বার ;
শয্যাসঙ্গী করে তাকে আমি দিই ন' হাজার চুমু উপহার ;
অন্ধকারে সে আমার রাধারানি, আমি তার বংশীধারী রোজ

কিঙ্করী সুন্দরী মেয়ে, প্রতি অঙ্গে ঝলমল মধুর যৌবন ;
নগ্ন অঙ্গ মেলে তার, যৌন-অঙ্গ উন্মোচন করে রাতভর

জয় করে মনপ্রাণ, জয় করে দেহধাম ; প্রফুল্ল অন্তর,
দুজনাতে প্রেমে মজে রাতভর লক্ষ ফুল করি আহরণ।
কিঙ্করী সুন্দরী মেয়ে, অন্ধকারে সে আমার রাধারানি রোজ,
আমাকে সে বন্ধু ডাকে, আমি তাকে ডাকি রোজ সোনার সরোজ।

১. ১২. ২০১৩

বান্ধবীপ্রধান

সাধারণ মেয়ে রিনা তার পানে বার-বার চেয়ে থাকি রোজ
তাকে আমি ভালোবাসি, তার মুখে দেখি রোজ ঈশ্বরীর মুখ,
বিস্ময়-আবিষ্ট চোখে বার-বার সেও দেখে আমাকে যে রোজ,
সহজ সরল মেয়ে, মিঠে স্বরে কথা কয়, লাজুক মিশুক,
লতিকার মতো নত, প্রতিক্ষণ নবনীর মতন নরম ;
প্রতিক্ষণ হাসিমুখে চলাফেরা করা তার সতত স্বভাব ;
হাসি দিয়ে ঢেকে রাখে হাজার বেদনা তার হাজার অভাব ;
সেকারণে আমি তাকে ভালোবাসি সে আমার বান্ধবী উত্তম।

সাধারণ মেয়ে রিনা মুখে তার স্বপ্নের মাধুরী দেখি রোজ,
মধ্যমণি করে তাকে আমার হাজার স্বপ্ন দেখি প্রতিদিন ;
অন্ধকারে জ্যোৎস্না যেন, মরুভূমে ঝর্ণাধারা, বাজে যেন বীণ ;
সে আমার মধুধারা ঘরদোর প্রতিক্ষণ স্বপ্ন সবুজ।
তাকে দেখে এ হৃদয়ে অহরহ স্বপ্নসুখ রোজ ;
সে আমার পুণ্যভূমি, শতসুখ, প্রতিদিন সোনালি সবুজ।

৫. ১২. ২০১৩

রাঙা পাখি

সুন্দরী তোমার জন্য প্রতি সন্ধ্যা প্রতীক্ষায় থাকি ;
তুমি এলে জ্বলজ্বল চাঁদ ওঠে মনের আলয়ে ;

প্রতিদিন জবা লাল সূর্য ওঠে আমার হৃদয়ে ;
রাতদিন হাসিখুশি হর্ষঢলে দিন যায় সাকী।
মাথাভরা চুল দেখে দিন যায়, রাত যায় সখি,
গোল চাঁদ মুখ দেখে মনপ্রাণ হৃদয় জুড়ায় ;
বার-বার চুমু খেয়ে বাহুবন্দি করি যে তোমায় ;
হর্ষনদে স্নান করে হও তুমি ছলছল আঁখি।

সুন্দরী তোমার জন্য প্রতি সন্ধ্যা অপেক্ষায় থাকি ;
তুমি এলে রাত্রিদিন ঘরে বয় আনন্দের ঝড় ;
হাটেঘাটে সবখানে উছলে পড়ে আনন্দ-সাগর ;
মুহুর্মুহু আলিঙ্গনে বন্দি করে রাঙা পাখি ডাকি।
সুন্দরী তোমার জন্য প্রতিসন্ধ্যা প্রতীক্ষায় থাকি
অন্তরঙ্গ সঙ্গী তুমি, সখি তুমি সোনাঝুরি শাখি।

৭. ১২. ২০১৩

বাবু-বাঁদি সংবাদ

সুন্দর বাবুকে তার নতুন কিঙ্করী দেখে চোখ ভরে রোজ
ক্ষণে-ক্ষণে রঙ্গরস করে বাবু, ডাকে তাকে সুন্দরী! সুন্দরী!
বলে তাকে ভালোবাসি, সঙ্গোপনে হ' লো সহচরী,
কিঙ্করী বাবুকে বলে সুন্দর পুরুষ তুমি, সোনালি সরোজ।
তোমাকে দেখলে বাবু মনে ফোটে লক্ষ তারা রোজ
আনচান করে মন, আনচান করে প্রাণ, পাগল-পাগল
তুমি হও প্রিয় বন্ধু, এ হৃদয় হোক প্রিয়, প্রেম-ছল-ছল
দিনরাত স্বর্ণ অঙ্গ দেখে হোক মনপ্রাণ সোনালি সবুজ।

তুমি হও উপপতি, প্রতিদিন দেহ ফুল দেবো উপহার
প্রতিদিন প্রেমামোদে পাঁপড়ি ভেঙে জয় করো আমার হৃদয়
তোমার সঙ্গে আমি মধ্যরাতে কামকেলি করব মহাশয়
বাবু বলে : সঙ্গোপনে শয্যাসঙ্গী হবে তুমি খুলে দেব হৃদয় দুয়ার।

গোপনে কিঙ্করী কয় ; তোমাকে পূজব আমি দেবতার প্রায়
তুমি তো সুরভি সখি, মধ্যরাতে স্নান করব প্রণয় ঝরনায়।

৮. ১২. ২০১৩

ভালো থেকো দেবের ঘরণী

ভালো থেকো, ভালো থেকো ও-পাড়ার দেবের সুন্দরী ;
প্রোষিতভর্তৃকা ছিলে, দীর্ঘদিন করেছি প্রণয় ;
মিষ্টি মুখে কথা কইতে, গোল স্তন মন করত জয় ;
তোমার শরীর ছিল সুধাভাণ্ড সমস্ত শর্বরী।
রাতভর দেখতাম কালো রূপ নিয়ন আলোয় ;
কচ বলে ডাকতে তুমি, আমিও ডাকতাম দেবযানী ;
খুনসুটি করতে তুমি, তোমাকে ডাকতাম আমি মানী ;
লইতের পারে বসে প্রেমালাপ করতাম অমল জ্যোৎস্নায়।

ভালো থেকো, ভালো থেকো ও-পাড়ার দেবের ঘরণী ;
দীর্ঘদিন পত্রালাপ প্রেমালাপ হয়নি সুন্দরী ;
তোমার মোহন মুখ, স্নিগ্ধ রূপ মনে পড়ে পরি,
তোমার সুষমা আজও জ্বেলে দেয় মনে নভোমণি।
মনে রেখো—মনে রেখো দূরবাসী, প্রেমীকে তোমার ;
মনে-মনে ভোগ করো সেদিনের সোনালি আসর।

১৩. ১২. ২০১৩

ভালো যদি বাসো বন্ধু

ভালো যদি বাসো বন্ধু, নগ্ন অঙ্গ দেব উপহার ;
চুমোয়-চুমোয় করব মধ্যরাতে হৃদয় বিজয় ;
মুখে বন্ধু তুলে দেব সুখসিন্ধু তৃষ্ণা মেটাবার ;
রাতভর প্রেম-প্রেম খেলা খেলব, দেব এ হৃদয়।
ভালো যদি বাসো বন্ধু তুমি হবে রাঙা পাখি, আমি হিরামন
তোমাকে বাসব ভালো প্রতিক্ষণ অনুজার মতো।

তুমি হবে বরবক্র, কুশিয়ারা, আমার জীবন ;
হবে তুমি চন্দ্রমণি, স্বাতিতারা, হর্ষসিন্ধু শত।

ভালো যদি বাসো বন্ধু এ হৃদয় দেব উপহার,
তুমি হবে প্রাণমন, চুনিপান্না জগৎ জীবন ;
তুমি হবে স্বর্ণদীপ, আজীবন আলোর আসর ;
তুমি হবে জন্মভর রত্নপীঠ, অমূল্যরতন।

ভালো যদি বাসো বন্ধু, তুমি-আমি একবৃন্তে ফুল ;
তুমি হবে পথ বন্ধু, আমি পান্থ পল-অনুপল।

১৩. ১২. ২০১৩

দুষ্ট নারী শিষ্ট হও

দুষ্ট নারী শিষ্ট নারী নিয়ে বিশ্বে ঘর
দুষ্ট নারী নষ্ট করে ঘরদোর রোজ পোড়ায় চরাচর
শিষ্ট নারী আলো করে প্রতিটি ঘরদোর
দুষ্ট নারী শিষ্ট হও প্রার্থনা করি রোজ।

দুষ্ট নারী শিষ্ট নারী নিয়ে বিশ্বে ঘর
দুষ্ট নারী সর্বনাশী সৃষ্টি করে ত্রাস
শিষ্ট নারী স্বর্ণালি করে জগৎ সংসার
দুষ্ট নারী শিষ্ট হও প্রার্থনা করি রোজ।

১৩. ১২. ২০১৩

কাছে এসো

জীবন তো একটাই মধুমিতা তোমার-আমার,
কাছে এসো, দুজনাতে এই নদে করি রোজ স্নান ;
জল তার তেতো-মিঠা, মাঝে-মাঝে অমৃত-সমান ;
মাঝে-মাঝে নদে নামে সংখ্যাহীন যুদ্ধ-জাহাজ।

তবু তুমি চোখ তুলে অলৌকিক আলোক ছড়াও,
সে আলোকে আমি রোজ ক্ষণে-ক্ষণ করি হর্ষস্নান ;
আঘাত সংঘাত সব মনে হবে ফুলের প্রহার ;
মনে হবে এ পৃথিবী বাসযোগ্য অলকা-সমান।

মধুমিতা জীবন তো একটাই তোমার-আমার,
শান্তিযুদ্ধ একাকার, একাকার অমৃতগরল ;
নির্বিকার মনে যেন মেনে নিই প্রমোদ-প্রহার ;
জীবনের গতিপথ অবিরত অপূর্ব অদ্ভুত।
মানুষের তাতে কোনো হাত নেই, মানুষ পুতুল ;
আনন্দবিষাদ চক্রে তুমি-আমি ঘূর্ণ্যমান রোজ।

১৪. ১২. ২০১৩

নিজেকে সুন্দরী রূপে করি প্রতিভাত

নিজকে সুন্দরী বলে প্রতিভাত করি রোজ পুরুষের কাছে ;
পুরুষ আমাকে দেখে প্রতিদিন অপরূপ সুমধুর চোখে
পুরুষের প্রেম সে যে কী মোহমুদ্গার প্রেমিকা রমণী ভিন্ন বুঝবে না কেউ
সেকারণে একদিন পরিরূপ ধরে আমি মন করি জয় ;
একদিন মোহিনী রমণী রূপে জয় করি পুরুষ-হৃদয় ;
একদিন দেবীরূপ ধরে আমি হই তার শিরসি-ভূষণ ;
একদিন সালাঙ্করা নারীবেশে চুরি করি পুরুষের মন ;
একদিন সুমধুর কামকেলি করে আমি হই তার অন্তরঙ্গ নারী।

নিজেকে সুন্দরী রূপে প্রতিভাত করি রোজ পুরুষের চোখে ;
আমি নারী জেনে গেছি পুরুষের মনজয় স্বধর্ম আমার ;
পুরুষের প্রাণমন চুরি করে প্রতিদিন আনন্দ অপার ;
হর্ষভরে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ করি আমি পুরুষ-বিজয় ;
প্রকৃতির ইঙ্গিতে রোজ পুরষ-ভজন করা আমার স্বভাব ;
পুরুষের সঙ্গে রোজ প্রেম-প্রেম খেলা করা নিয়তি আমার।

১৬. ১২. ২০১৩

শালি

শালি কিন্তু ভগ্নি নয়—ভগ্নির সমান
শালি সঙ্গে রঙ্গরস, অপার্থিব প্রেম করা লৌকিক বিধান
বহুজন শালি সঙ্গ ভালোবাসে
ভণ্ডকুল নাক তোলে হাত তোলে করে খুব রাগ
পাগলা বাংলাদেশ।
আমি বলি সাবাস! সাবাস!
শালি সঙ্গে সখ্যভাব সর্বকালে সমাজসম্মত
কোনো-কোনো নারী সঙ্গে সখ্যভাব
সামাজিক মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন
জেনে রাখো ভণ্ডদল, দ্রৌপদী কৃষ্ণকে ডাকতেন সখা।

শালি সখি, ভগ্নি নয়—ভগ্নির সমান
শালি সঙ্গে সখ্যভাব, অপার্থিব প্রেম করা অলৌকিক বিধান।

১৭. ১২. ২০১৩

চিরন্তনী

পেন্টালুন আর জেকেট পরে
সকালের রোদে চাতালে হাঁটছে কেউ
পুরুষ কি রমণী চিনতে পারিনি
ভীমরুল চোখে তাকালো যখন
মুখজুড়ে দেখি আনন্দ-উল্লাস
পুলক ঝরছে হাসিতে
বুঝলাম আমি
চাতালে হাঁটছে চিরন্তন এক নারী।

১৮. ১২. ২০১৩

শুভেচ্ছা জানাই

তুমি তো দেখোনি
পাঁচতলা থেকে আমি তো দেখেছি তোমাকে
পাঞ্জাব নাকি ইউপির মেয়ে নাকি মুম্বাইওয়ালি
ধরতে পারিনি আমি
মুখ দেখে আর চুল দেখে মেয়ে
কাজলবরণ চোখ দুটি দেখে
রূপ দেখে মেয়ে অপরূপ, মনপ্রাণ করে গান
মনে-মনে মেয়ে শুভেচ্ছা জানাই।

১৮. ১২. ২০১৩

যৌনাঙ্গ বাজাও প্রিয়

যৌনাঙ্গ বাজাও প্রিয় রাতভর দাও সুড়সুড়ি ;
যৌনসুখ স্বর্গসুখ সঞ্জীবিত করে এ জীবন ;
চুমোয়-চুমোয় ঠোঁটে করো রোজ অমৃত বর্ষণ ;
তুমি হও বিদ্যাধর আমি হব দীপ্র বিদ্যাধরী।
যৌনাঙ্গ বাজাও প্রিয় রাতভর করো কামকেলি ;
সুখসিন্ধু উপহার দাও প্রিয় চুমায়-চুমায় ;
সর্ব অঙ্গ মেলে দেব স্বর্গবেশ্যা উর্বশীর প্রায় ;
আলিঙ্গনে বন্দি করে ডেকো রোজ : চামেলি! চামেলি!

যৌনাঙ্গ বাজাও প্রিয়, রাতভর তোলো হর্ষঝড় ;
হর্ষঝড়ে মেলে দেব মনপ্রাণ, সমস্ত শরীর ;
প্রেম-গ্রাসে পড়ে আমি হর্ষসুখে করব বিড়-বিড় ;
মনপ্রাণ তোলপাড় করে দেবে প্রণয়সাগর।
যৌনাঙ্গ বাজাও প্রিয়, রাতভর করো কামকেলি ;
আলিঙ্গনে বন্দি করে ডেকো বন্ধু চামেলি! চামেলি!

১৯. ১২. ২০১৩

বিজয়িনী

ওদের চোখে কী মধুর আহ্বান!
ওদের মুখে কী মধুর আহ্বান!
ওদের চুলে কী মধুর আহ্বান!
ওদের স্তনে কী মধুর আহ্বান!
ওদের হাসিতে কী জ্যোৎস্না অপার!
ওদের শরীরে কী সুষমার বান!
মুহুর্মুহু ওরা বিজয়িনী।

ওদের রূপে কী আনন্দ অপার!
ওদের মুখে কী শান্তি অপার!
ওদের দেখে কী মুক্তি অপার!
মুহুর্মুহু ওরা বিজয়িনী।

ওদের দেখে প্রেমাপ্লুত মন
আনন্দ-সাগরে করে স্নান
আনন্দ-সাগরে করে গান
মুহুর্মুহু ওরা বিজয়নী।

১৯. ১২. ২০১৩

পুরুষের সঙ্গ করে

পুরুষের সঙ্গ করে কুসুমের মতো স্ফুট মন ;
মধুভাষী কোয়েলির মতো মন রোজ করে গান ;
সুরে-সুরে, গানে-গানে, লয়ে-তালে সঞ্জীবিত প্রাণ ;
রাঙা রোদে, জ্যোৎস্নালোকে, তারাপুরে মানস-ভ্রমণ।
পুরুষ পরম প্রিয়, তার সঙ্গে থাকি দিনরাত ;
তার সঙ্গে ঘোরাঘুরি, প্রাণ করে হর্ষনদে স্নান ;
মন করে সর্বক্ষণ সোনাঝরা জীবনের গান ;
দিনরাত তার সঙ্গে ভোগ করি প্রেমবৃষ্টিপাত।

পুরুষ পরম প্রিয় স্পর্শসুখ অমৃত সমান ;
যে আমার প্রেমাধার, আমি তার প্রেমপাত্রী রোজ ;
তার সঙ্গে সুখদুঃখ ভোগ করে পৃথিবী সবুজ ;
সে আমার প্রিয়নাথ, জন্মভর ঈশ্বরের দান।
পুরুষ পরম প্রিয়, সঙ্গ তার সর্বদা মধুর ;
স্পর্শে তার এ জীবন সঞ্জীবিত, পৃথ্বী স্বর্গপুর।

১৯. ১২. ২০১৩

সুন্দরী তোমার পানে...

সুন্দরী তোমার কাছে মুহুর্মুহু মন উড়ে যায় ;
মুখখানি ফুল যেন ভ্রমরের মতো ওড়ে আশে-পাশে মন ;
নাকের নোলক বসে শান্তি পায় আনচান প্রাণ প্রতিক্ষণ ;
সুন্দরী তোমার পানে রাত্রিদিন প্রতিক্ষণ প্রাণমন ধায়।
রূপবতী তুমি যেন বহুজন্ম প্রেমিকা আমার,
প্রতিক্ষণ প্রাণমন তোমার প্রণয় প্রার্থী রোজ ;
দিনরাত রাতদিন সঞ্জীবনী, অপার সবুজ ;
রাতদিন মুহুর্মুহু তুমি রোজ প্রণয়-আমার।

সুন্দরী তোমার কাছে প্রতিক্ষণ উড়ে যায় প্রাণ,
আর আমি মনে-মনে প্রেম-গান গাই বার-বার ;
ফুল ভেবে ভ্রমরের মতো বসি সর্বাঙ্গে তোমার ;
আমার ভ্রমর-প্রাণ পান করে রোজ প্রেমবান।
সুন্দরী তোমার কাছে প্রতিক্ষণ প্রাণ উড়ে যায় ;
সুন্দরী তোমার পানে প্রতিক্ষণ ভালোবাসা ধায়।

১৯. ১২. ২০১৩

কাছে এলে সুন্দরী কামিনী

কাছে এলে সুন্দরী যুবতী, মনপ্রাণ হর্ষে গলে যায় ;
ইচ্ছা রে পাশে তার বসে থাকি অষ্টপ্রহর ;

তিল কালো চুলে তার সানন্দে বুলিয়ে দিই হাত ;
রাতভর বুলিয়ে দিই দেহপদ্ম তার ;
চোখে-মুখে ঠোঁটে তার শত চুমু দিই উপহার ;
প্রিয়া-প্রিয়া-প্রিয়া বলে ডাকি বার-বার।

কাছে এলে সুন্দরী কামিনী, মনপ্রাণ যায় গলে যায় ;
ইচ্ছা করে তাকে নিয়ে প্রেমবন্দি হই ;
অন্ধকার মধ্যরাতে শৃঙ্গারে সঙ্গমে ডেকে রোজ
মুহূর্তের জন্য করি ইন্দ্রপুরে বাস।
কাছে এলে সুন্দরী যুবতী মনপ্রাণ যায় গলে যায় ;
ইচ্ছা করে প্রেম-নদে ডুবে করি জীবনযাপন ;
দিন রাত তাকে করে সখি সম্ভাষণ,
প্রেমগন্ধে বুঁদ হয়ে থাকি সর্বক্ষণ।

২১. ১২. ২০১৩

মুখে দেব চুনকালি ছাই

কিঙ্করী শ্যামলী সঙ্গে করি আমি মধুর আলাপ ;
পড়্শিজন মন্দ বলে। আমি বলি কচু-কাঁচকলা ;
আমার অসুখকালে ঘুমে ছিল পড়্শি লোক, পাড়ার অবলা।
বহু সেবাযত্ন করে শ্যামলী করেছে সুস্থ। তার সঙ্গ পাপ?
এ সমাজ জাহান্নামে যাক। মুখে তার হিসি করি দিনে পাঁচশো বার
বলি আমি : শ্যামলীকে বিয়ে করব, দেখি তোরে রুখে কোন শালা
সমাজ আমার কাছে গোবর গণেশ এক, দিনরাত বারোমাস কালা ;
মঙ্গল করে না কারো মিছেমিছি দোষ দেখে সমূহ জনার।

কিঙ্করী শ্যামলী সঙ্গে করি আমি মধুর আলাপ ;
সমাজ গর্জে ওঠে, পঞ্চমুখে বলে ওঠে : পাপ-পাপ-পাপ।
আমি বলি : সমাজ আমার কাছে, নয় চোদ্দ পুরুষের বাপ।
এ সমাজ দংশন পটু মস্ত এক বিষধর সাপ,
তার কাছ থেকে আমি জন্মভর পাঁচশো মাইল দূরে থাকতে চাই ;
শ্যামলীকে বিয়ে করে মুখে তার দেব আমি চুনকালি ছাই।

২৩. ১২. ২০১৩

ভালোবেসে...

তোমাকে ভালোবেসে সম্রাট আমি
রাজাধিরাজ রোজ মহারাজ।

তোমাকে ভালোবেসে আকাশ হাসে
সাগরে করে মধুর গান।

তোমাকে ভালোবেসে সম্রাট আমি
আমি ভালোবাসার দাসানুদাস।
২৫. ১২. ২০১৩

সন্নিধানে

কী মধুর রূপ
সন্নিধানে গায়ে লাগে শীতের রোদ্দুর
হাতে আসে অমৃত কলস।

কী মধুর সুখ
সন্নিধানে স্বর্গ থাকে দুই ইঞ্চি দূর
স্বর্গের সিঁড়িতে বসে দুজন মানুষ।

২৬. ১২. ২০১৩

অনুপমা

যাটেও সুন্দরী তুমি, অনুপমা প্রেমিকা আমার
অপলক চোখ তুলে মুগ্ধ করো আমার হৃদয়,
রোদে দীর্ঘ চুল মেলে করো রোজ মনপ্রাণ জয়,
মুখে জ্বলে লাল চাঁদ প্রতিক্ষণ বিস্ময় অপার।
যাটেও সুন্দরী তুমি, নারী আমি রূপের পূজারী

কী মধুর রূপ নারী! বিস্ময়-সাগরে করি স্নান ;
দেহে জ্বলে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, অভিভূত করে মন-প্রাণ
তুমি হও ঘরদোর রম্যহর্ম্য, রূপা রাজবাড়ি।

যাটেও সুন্দরী তুমি, কেন্দ্র করে রোজ বসবাস ;
আমি তো রূপের কাছে প্রতিক্ষণ সমর্পিত প্রাণ ;
সুষমা কুসুম তুমি তোমার উদ্দেশে প্রাণ করে রোজ গান,
অফুরান ভালোবাসা তোমার উদ্দেশে ফেলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।
যাটেও সুন্দরী তুমি অনুপমা প্রেমিকা আমার,
জয়-জয় নিরুপমা, রূপবতী প্রেমিকা তোমার।

২৭. ১২. ২০১৩

...শিরায় শিরায় নাচে নীল সাপ

মাছের বাজারে দেখা, চোখ থেকে নীল বিষ ঝরছিল নারী ;
নীল বিষ পান করে আমি দেব নীলকণ্ঠ সোনালি কামিনী ;
ইচ্ছা করে রাজপথে আলিঙ্গনে বন্দি করে তোমায় মোহিনী,
অসহন কামাগুনে প্রেমাগুনে জল ঢালি ডেকে ফুল-পরি।
ইচ্ছা করে বলে উঠি : সভ্যতা চুলোয় যাক, আমি স্বেচ্ছাচারী।
রমণীর চোখচুল, নখমুখ, মুহুর্মুহু অমরা আমার ;
সে আমার আমি তার, সে আমার রাগিণী বাহার ;
কামিনীর সঙ্গসুখ লাভে আমি রোজ ব্যভিচারী,

জানি-জানি সভ্য বিশ্বে প্রেমরাজ্যে স্বেচ্ছাচার, অন্যায় পোষণ ;
জানি-জানি রাজপথে রমণী সঙ্গম করা অশিষ্ট নিষিদ্ধ ;
কী যে করি কী যে করি প্রকৃতির প্ররোচনা করে শত কামশরে বিদ্ধ ;
দগ্ধ আমি, দেশকাল ভুলে চাই রাজপথে রমণীগমন।
মাপ করো, মাপ করো, মানবপ্রজাতি চাই মাপ ;
কী যে করি প্রকৃতির প্ররোচনা, শিরায়-শিরায় নাচে নীল সাপ।

২৭. ১২. ২০১৩

একবৃন্তে দুটি ফুল

বুঝি না বুঝি না
তোমাকে দেখে কেন যে পুড়ি কামাগুনে রোজ
বুঝি না বুঝি না
ভালোবাসা এলে কেন যে জ্বলে কামাগুন হৃদয়ে রোজ
কাম-প্রেম দুটি অভেদ নাকি নিয়ত ভেদাভেদহীন
নাকি এ দুটি মুহুর্মুহু টাকার এপিঠ ওপিঠ
ভালোবাসা এলে কামদেব নাচে প্রলয়-নাচন
কামাগুনে পুড়ে মনপ্রাণ হয় খুন
কামপ্রেম মূলত একবৃন্তে দুটি প্রসূন।

২৭. ১২. ২০১৩

একরাত হও সহচরী

একরাত মধুমিতা হও সহচরী,
তোমাকে দেখাব আমি অপরূপ দেয়ালির রাত ;
তোমাকে দেখাব আমি মনোহর খ্রিস্টমাস রাত ;
তোমাকে দেখাব আমি মহানদী-জলে ওঠা অমৃত-লহরি।

একরাত মধুমিতা হও সহচরী,
রাতভর সুধানদী তুলে দেব মুখে ;
রাত যাবে মধুমিতা সোনাঝরা সুখে ;
তুমি হবে রাতভর সোনার ভ্রমরী।

একরাত মধুমিতা হও সহচরী,
তোমাকে দেখাব আমি রাতভর আকাশী বাহার ;
তোমাকে দেখাব আমি অলকার কাঞ্চন পাহাড় ;
তোমাকে দেখাব আমি জ্বলজ্বল বৈকুণ্ঠ নারী।
একরাত মধুমিতা হও সহচরী,
রাতভর তুমি হবে আমার ঈশ্বরী।

২৭. ১২. ২০১৩

পুরুষের সঙ্গসুখ

পুরুষের সঙ্গসুখ কী মধুর যাই বলিহারি!
মাংস ভাত চাও-চাও মোগলাই পরোটা যেন মুখে,
রাতদিন পুরুষের সঙ্গ করি সুমধুর সুখে,
সুখ্যাত পুরুষকুল সদাচারী, মূলত দৈত্যারি।
পুরুষের সঙ্গসুখ, সুখে ঝরে অমৃত-অমৃত,
সে আমার মণিরত্ন সে আমার হেম,
সর্বক্ষণ যে আমার শিরোমণি জ্বলজ্বল প্রেম,
যেন পূত যজ্ঞসূত্র রাজর্ষির যজ্ঞোপবীত।

পুরুষের সঙ্গসুধা, তরঙ্গিত জ্যোৎস্নার বান ;
সে আমার সপ্তসিন্ধু, সে আমার গোমুখীর জল ;
তার সঙ্গে স্বর্গনদে স্নান করি পল-অনুপল ;
সে আমার মহারাজ, আমি তার সম্রাজ্ঞী সমান,
পুরুষের সঙ্গসুখ, হাতে জ্বলে পরশপাথর ;
সে আমার সূর্যচন্দ্র সপ্তসাগর।

২৮. ১২. ২০১৩

তুমি হিরা, আমি সোনা

তোমার দুচোখে নারী স্বপ্নের মাধুরী ;
তোমার গোলাপি মুখে স্বপ্নের সোনালি ;
তুমি যেন আলোকিত স্বর্গের কামিনী ;
অহরহ তুমি যেন সোনার ভ্রমরী।
তোমার উদ্দেশে ওড়ে প্রাণপাখি রোজ ;
তুমি যেন রথী নারী আমি যেন রথ ;
আমি যেন পথচারী, তুমি যেন পথ ;
তোমার প্রণয় করে অখিল, সবুজ।

তুমি যেন চাঁদ নারী, আমি যেন আলো ;
তুমি যেন জল নারী, আমি যেন মীন ;

তুমি যেন রাত নারী, আমি যেন দিন ;
তুমি হিরা, আমি সোনা, দুজনেই ভালো।
তোমার মদির চোখে ফুটে আছে ফুল ;
দিনরাত গন্ধে তার আমি মশগুল।

২৮.১২.২০১৩

আজকাল প্রেম নয় চিরস্থির

কী মধুর চোখ তুলে চেয়েছিলে পরমাসুন্দরী!
এ হৃদয় করেছিল তরঙ্গিত প্রেমজলে স্নান ;
সাধু! সাধু! বলেছিল আমার এ অভিভূত প্রাণ।
প্রেমাপ্লুত হয়ে নারী তোমাকে ডেকেছি আমি ঈশ্বরী! ঈশ্বরী!
কী মধুর মুখ তুলে মনপ্রাণ করেছিলে জয়,
হর্ষভরে বলেছিলে প্রিয় বন্ধু তুমি-তুমি তৃতীয় পাণ্ডব ;
তুমি-তুমি কামরাজ, কল্পতরু, সুপ্রিয় বান্ধব,
তোমার উদ্দেশে গান হর্ষভরে করে এ হৃদয়।

আজকাল পথচারী তুমি আর মুখ তুলে চাও না সুন্দরী,
যেন তুমি দূরদেশি পরবাসী একেবারে নও পরিচিত ;
যেন তুমি দূর গ্রহে বাস করো সজনী নিয়ত ;
কী যে হল কী যে হল বুঝি না বুঝি না আমি নারী।
ভালো থেকো, ভালো থেকো, করি রোজ মঙ্গল কামনা ;
আজকাল প্রেম নয় চিরস্থির, বদলে গেছে এখন যাব না।

২৯. ১২. ২০১৩

চকাচকি

শিশ্নদেব লিঙ্গরাজ হাজার প্রণাম
তুমি-তুমি নারীজন্ম করেছ মধুর।
যোনি পীঠ, রূপরানি হাজার প্রণাম
তুমি-তুমি নরজন্ম করেছ মধুর।
তুমি-তুমি চকাচকি প্রেম করে রোজ
এ পৃথিবী করি বন্ধু সপ্রাণ সবুজ।

২৯. ১২. ২০১৩

প্রেমতরুতলে বসে...

প্রেমতরুতলে বসে কাটিয়েছি হাজার বছর ;
কী মধুর ছায়া তার! হিরার অঙ্গুরী দিল, সোনার মোহর ;
করতলে তুলে দিল গোলাপি ফাল্গুন দিন, তারাভরা রাতের আকাশ
মনোহর ঊষালোক, কী মোহ মধুর জগৎ।
বহুবার দেখিয়াছি আগুনের ঝড়ে পোড়া ভালোবাসা গাছ ;
প্রচণ্ড বৈশাখী ঝড়ে ডালপালা ভেঙে যেতে তার ;
দেখেছি অনেক বার তরঙ্গিত নদী জলে ভেসে যেতে প্রেমতরুবর

প্রেমতরু তলে বসে কাটিয়েছি হাজার বছর ;
দারুণ রহস্যময় বৃক্ষ এই আদি-অন্ত বুঝিনি তো তার ;
এই তরুতলে বসে নিয়েছি জ্যৈষ্ঠের তাপ ;
দেখিয়াছি জ্যোৎস্না রাত, নীলিম আকাশ ;
অন্ধকার রাত কত, ভয়ঙ্কর দুর্বাসার শাপ :
স্বপ্নলোক, কল্পলোক, দেবতার বরপ্রাপ্ত সংখ্যাহীন লোক ;
দেখিয়াছি আদিগন্ত দাউ-দাউ অজস্র নরক।

৩০. ১২. ২০১৩

সুধাসাগরিকা

চোখে শান্তি, মুখে শান্তি, নারী তুমি শান্তির প্রতিভূ ;
তোমার সান্নিধ্যে আমি মন্ত্রপূত জলে করি স্নান ;
মনপ্রাণ দেহ করে তোমার সুষমা দেখে সুমধুর গান ;
নৃত্য করে অন্তরাত্মা, সুবাসিত সমস্ত ভূবায়ু।
মুহুর্মুহু স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, ক্ষণে-ক্ষণ তুমি দেবদূতী ;
প্রতিক্ষণ তুমি-তুমি, সোনালি-গোলাপি স্বপ্ন দাও উপহার ;
তোমার মধুর স্পর্শে বিশ্বভূমি, ঘরদোর স্বর্গের দুয়ার ;
জন্মভর তুমি-তুমি শান্তিদূতী, শুভ্র পারাবতী।

মুখে শান্তি, চোখে শান্তি, নারী তুমি সর্বদা মধুর ;
নারী ভজে পুরবপ্রজাতি প্রায় মুহুর্মুহু স্বর্গের সন্ধান ;
একহাতে স্বপ্নাবলী, অন্য হাতে পুষ্পের উদ্যান ;
তোমার স্পর্শে নারী প্রতিক্ষণ এ পৃথিবী আনন্দমেদুর।
চোখে শান্তি, মুখে শান্তি, নারী তুমি সতত মঙ্গলা ;
তুমি সুধাসাগরিকা, এ পৃথিবী সুসুন্দরী করেছ অবলা।

৩১. ১২. ২০১৩